بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

দ্বিতীয় খন্ড

নায়েবে রাছূল ও মুজাদ্দিদে আ'জম
হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব
রহ্‌মাতুল্লাহ্‌ আলাইহে কর্তৃক প্রণীত

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

ছালেক বা ত্বরীকত পন্থিদের বিশেষতঃ- দুই প্রকার আহ্ওয়াল (ভাব বা অবস্থা) হইয়া থাকে, এখ্তেয়ারী (ক্ষমতাধীন বা ইচ্ছাধীন) ও বে-এখতেয়ারী (যাহা ইচ্ছাধীন নহে এরূপ অবস্থা।)

এখ্তেয়ারী আহ্ওয়াল যেমন- কিবর, হাসাদ , ছবর, শোকর ইত্যাদি যাহা তাছাওউফ শিক্ষা **১ম** খন্ডে এবং শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম নামক কিতাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বে-এখতেয়ারী আহ্ওয়াল যথা- কব্য, বছ্ত প্রভৃতির জন্য তাছাওউফ শিক্ষা ২য় খন্ড প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

কেননা, এখতেয়ারী আহ্ওয়াল অবগত হওয়া যেরূপ জরুরী, বেএখতেয়ারী আহ্ওয়াল জানাও তদ্রুপ আবশ্যক। কেননা এখতেয়ারী আহওয়াল না জানার দরুন যেমন- কেবর, হাসাদ প্রভৃতি মারাত্মক পাপ গুলি হইতে আত্মরক্ষা করা কঠিন অনুরূপ কব্জ, বছ্ত ইত্যাদি হালাত গুলিরও মাছয়ালা জানা না থাকিলে ভীষণ গুণাহে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। যাহার ফলে কেহ কেহ ত্বরীকতের নেয়ামত হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

তাছাওউফ শিক্ষা প্রথম খন্ডে যেরূপ ইল্মে তাছাওউফের কতগুলি অত্যাবশ্যকীয় মাছয়ালার সমাধান করা হইয়াছে, তদ্রুপ দ্বিতীয় খন্ডেও এমন বহুসংখ্যক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, যাহা মুরীদানের পক্ষে না জানিয়া উপায় নাই।

ইহার (এই কিতাবের) উপরোক্ত প্রত্যেকটি মাছয়ালা সর্ব সাধারণের যাহাতে সহজে বোধগম্য হয়, সে দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। প্রথম খন্ডের ন্যায় অন্ততঃ কিছু লোকও হেদায়েত প্রাপ্ত হইলে শ্রম-সার্থক মনে করিব। করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালা সকলকে হেদায়েতের তওফিক এনায়েত করুন, আমিন। ছুম্মা আমিন।

১২ জিলহজ্জ
১৩৭৪ হিজরী

বিনীত
গ্রন্থকার

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين-

তাছাওউফ শিক্ষা

দ্বিতীয় খন্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ছালেকের জন্য কয়েকটি জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ

১। প্রশ্ন ঃ- মুরীদ বা ছালেক কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- মানুষ যখন মহান আল্লাহকে পাওয়ার মূল লক্ষ্যে নিজের তাজকিয়ায়ে নাফছের উদ্দেশ্যে হক্কানী পীরের হাতে বয়য়াত হয়, তখন তাহাকে মুরীদ বা ছালেক বলে।

[বয়য়াত অর্থ নিজেকে বিক্রয় করা ও আনুগত্যের ওয়াদা করা। **মর্মার্থ হইল-** আল্লাহকে পাওয়ার আশায় নিজের খেয়াল- খুশি ও মতামত-চিন্তা বাদ দিয়ে জীবনের প্রত্যেকটি দ্বীনি কাজ **যথা- নিজের দেহ, আত্মা ও মালের দ্বারা কিভাবে আল্লাহ্‌র বন্দেগী করিতে হইবে,** সেই উদ্দেশ্যে কুরআন-হাদীছের দলীলের মাধ্যমে কামেল মোরশেদ বা মোহাক্কেক আলেম হাদী যে পন্থা, নিয়ম-নীতি শিক্ষা দেন বা বাতাইয়া দেন, তাহা গ্রহণ ও সেই মোতাবেক কার্য সমূহ সম্পাদন করার ওয়াদা করা ও উক্ত উদ্দেশ্যে নিজেকে কামেল পীরের নিকট সোপর্দ ও বিক্রয় করা অর্থাৎ পীরের মাধ্যমে মূলতঃ আল্লাহর নিকট বিক্রয় করা। আর মুরীদ শব্দের অর্থ- আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা বা আকাঙ্খাকারী-প্রকাশক]

-ঃ হালের বিবরণ ঃ-

২। প্রশ্ন ঃ- হাল কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- মুরীদ বা ছালেক যখন পীরের ছোহবত অবলম্বন করিয়া জিকির, শোগলে ও এবাদত বন্দেগীতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার উপর যে নানা প্রকার বাতেনী হালত (দেলের অদৃশ্য ভাব বা অবস্থা) ওয়ারেদ (অবতীর্ণ) হয়, তাহাকে হাল, (দেলের বিশেষ ভাব, আল্লাহর সাথে অন্তরের বিশেষ আকর্ষণীয় অবস্থা গং) হালত, কৈফিয়ত বলে।

৩। প্রশ্ন ঃ- হাল এখতিয়ারী (ক্ষমতা ও ইচ্ছাধীন) চিজ কি না ?

উত্তর ঃ- ছালেকের দেলে তাহার বিনা এখ্‌তিয়ারে, বিনা ইচ্ছায়, বিনা চেষ্টায় আল্লাহর তরফ হইতে (গায়েব হইতে) যে কৈফিয়াত (ভাব) নাজেল হয়, তাহাকে হাল বলে। অতএব, দেখা গেল হাল হাছিল করা ছালেকের এখ্‌তিয়ারী চিজ নহে।

৪। প্রশ্ন ঃ- মাকাম কাহাকে বলে ? এবং মাকাম এখতিয়ারী চিজ কি না ?

উত্তর ঃ- ছুলুকের যে মর্তবাকে (তাছাওউফ ও আল্লাহর মুহাব্বত হাছিলের রাস্তার যেই স্তর সমূহকে) ছালেক (আল্লাহ পিপাসু মুরীদ) আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া মুজাহাদা, রিয়াজত করিয়া খুব মজবুতির সঙ্গে হাছিল করে, তাহাকে মাকাম বলে। সুতরাং বুঝা গেল যে, মাকাম হাছেল করা এখ্তিয়ারী চিজ। (প্রকাশ থাকে যে, ‘‘মুজাহাদার’’ অর্থ- আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর বিধান পালন করিতে মনের বিরুদ্ধে অভিযান করা। আর বারবার এরূপ করিতে থাকাকে রিয়াযত বলে)।

-ঃ বেএখতিয়ারী হালতের বর্ণনা ঃ-

৫। প্রশ্ন ঃ- বেএখতিয়ারী হালাত কত প্রকার এবং কি কি ?

উত্তর ঃ- বেএখতিয়ারী হালাত বহু প্রকার, তবে এখানে মোটামুটি কয়েক প্রকার লিখা গেল। ১। খওফ ২। রজা ৩। কব্জ ৪। বছ্ত ৫। হায়বত ৬। ওন্ছ ৭। অজ্দ ৮। তাওয়াজ্জোদ ৯। ফানা ১০। বকা ১১। তালবিন ১২। তামকিন ১৩। গায়রত ১৪। ভাল খাব ১৫। কাশ্ফ ১৬ ফেরাছাত ১৭। দোয়া কবুল হওয়া ১৮। কেরামত।

প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত হালাত গুলি ছালেকের দরজা উন্নত করার জন্যই আল্লাহ্ তা’য়ালার তরফ হইতে ছালেকের উপর ওয়ারেদ হইয়া থাকে। যে সমস্ত **ছালেক ইল্মে তাছাওউফে অজ্ঞ**, তাহাদের পক্ষে এই হালাত গুলি বিশেষ ক্ষতিজনক এমনকি কতকের পথভ্রষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভবনা আছে। এই হালগুলি যখন ওয়ারেদ হওয়া আরম্ভ করে, তখন পীরের ছোহবত এখতিয়ার করা বিশেষ জরুরী। প্রত্যেক হালেরই মাছয়ালা জানা দরকার এবং আমল করাও দরকার।

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ খওফের বিবরণ ঃ-

১। প্রশ্ন ঃ- বেএখতেয়ারী খওফ কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- কখনও খোদার গজব ও আজাবের ভয় ছালেকের অন্তরে অতি জোরে জাগিতে থাকে, ইহাকে (বেএখতিয়ারী) খওফ বলে।

-ঃ এখতিয়ারী খওফের অর্থাৎ আল্লাহ্র ভয়ের আছবাব, আলামত ও এলাজ ঃ-

❑ **খওফের আছবাব** ঃ- ১। পূর্ণাংগ দ্বীনের ইল্ম অর্জন করা ২। শিক্ষা ও আমল না করিলে কবরে, হাশরে ও দোযখে কি অবস্থা হইবে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ৩। শিক্ষা ও আমলের ব্যাপারে অতীতে কি কছুরী বা ভুল হইয়াছে এবং বর্তমানে কি কছুরী বা ভুল হইতেছে, তাহার বিশেষভাবে খোঁজ লওয়া।

❑ **খওফের আলামত ঃ-** ১। পূর্ণাংগ দ্বীনের অন্ততঃ জরুরী ইল্ম অর্জন করিতে সক্ষম হওয়া ও ২। উহার উপর সঠিক ভাবে আমল বন্দেগী করিতে সক্ষম হওয়া।

❑ **খওফের এ’লাজ ঃ-** ১। উপরোক্ত খওফের আছবাবে উল্লেখিত তিনও পর্যায়ের ইল্ম এবং ২। মোর্শেদে কামেলের সংগ লাভ ৩। গাফেলদের থেকে দূরে থাকা ও ৪। নাকেছদের থেকে দূরে থাকা। **[প্রকাশক]**

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ রজার বিবরণ ঃ-

২। প্রশ্ন ঃ- রজা কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- কখনও আল্লাহর রহমতের এবং বেহেশতের আশা অন্তরে বিশেষভাবে আসিতে থাকে, ইহাকে বেএখতিয়ারী রজা বলে।

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ কব্জের বিবরণ ঃ-

৩। প্রশ্ন ঃ- কবজ কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- কখনও আল্লাহর গজব ও আজাবের কথা এবং আল্লাহর জালাল (ভয়সৃষ্টিকারী মহত্ব প্রকাশক ছিফাতী নাম সমূহ) ও জাবারুতের (শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশক পৃথক পৃথক গুনাবলী) কথা মনে জাগরিত হইয়া ভয় হৃদয়ে আসিতে থাকে, এবাদত, বন্দেগী রসকস বিহীন বলিয়া বোধ হইতে থাকে, কাজেই মন বসে না। এই হালতকে কবজ বলে।

প্রত্যেক হালাতই আল্লাহর প্রেরিত মেহমান, কাজেই প্রত্যেক হালাতেরই একটি সদ্ব্যবহার আছে। এই হালাতের সদ্ব্যবহার এই যে, জিকির, অজিফা, নামাজ বন্দেগী ইত্যাদিতে মন না লাগিলেও প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া মন লাগাইয়া আমল করিবে এবং আল্লাহর নিকট কাকুতি-মিনতি করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে, নিরাশ হইবে না, আমল ছাড়িবে না।

ছালেকের অন্তরে জিকির, মোরাকাবার ও এবাদাতের দরুন যে, কিব্র-ওজব পয়দা হইয়া থাকে, তাহা দূরীভূত করার জন্যই এই হালাত ওয়ারেদ হয়। এই কবজ হালাতে রিয়াজতও খুব বেশী হয়, দরজাও খুব বাড়িয়া যায়।

অজ্ঞ মুরীদেরা মনে করে, জিকির, অজিফা ও এবাদতে যখন লজ্জত (মজা) অনুভব হয় না, তখন বেহুদা পরিশ্রম করিয়া লাভ কি ? তাই তাহারা আমল ছাড়িয়া দেয়। আর কতকে নিজ পীরের উপর বদগুমান আনিয়া ত্বরীকাতের নেয়ামত হইতে মাহরুম হইয়া যায়। অনেকে জিকির, অজিফা এবাদত ছাড়িয়া কুকাজে রত হইতে থাকে। কতকে পীরের দরবারের দোষ প্রচার করিয়া নিজের পজিশন বজায় রাখার চেষ্টা করে। জিকির মকছুদ, লজ্জত মকছুদ নহে, তাহার খবরই তাহাদের নাই।

একজন শায়ের বলিয়াছেন-

هنكام تنكدستى درعيش كوش مستى

كا اين كيميائى هستى قارون كند كدارا -

মতলব - হে ছালেক (আল্লাহ প্রাপ্তির পথে সাধনাকারী মরীদ) তোমার উপর যখন কবজ হালাত ওয়ারেদ (অবতীর্ণ) হয়। তখন তুমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবাদত বন্দেগীতে রত থাক, কেননা তোমার এই কব্জ হালাতটি কিমিয়া তুল্য। যেমন কিমিয়ার অছিলাতে একজন ফকির কারুণের মত ধনবান হইয়া যাইতে পারে, তদ্রুপ তুমিও এই কব্জ হালতের উছিলাতে অতি উচ্চ দরজায় পৌঁছিয়া যাইতে পারিবে।

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ বছ্তের বিবরণ ঃ-

৪। প্রশ্ন ঃ- বছ্ত কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- কখনও আল্লাহর রহমতের আশা খুব বেশী হইতে থাকে এবং নামাজ, জিকির, অজিফা ইত্যাদির মধ্যে খুব লজ্জত লাগিতে থাকে, ইহাকে বছত বলে।

এই হালতের সদ্ব্যবহার এই যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহের দান মনে করিয়া খোদার শোকর আদায় করিবে এবং আরও মন লাগাইয়া এবাদাত, বন্দেগী করিতে থাকিবে। সাবধান! কখনও নিজের অর্জিত ধন এবং নিজের কামাল (পূর্ণতা) মনে করিয়া ধোকা খাইয়া যাহা সর্বস্ব নষ্ট করিবে না।

ছালেকের বন্দেগীর মাত্রা বৃদ্ধি হইবার জন্য এই বছত হালাত ওয়ারেদ (অবতীর্ণ) হয়। শিক্ষিত ছালেকেরা এই হালতের ভিতর দিয়াই বহু প্রকার বন্দেগীতে রত হইয়া থাকে। আর অজ্ঞ ছালেকেরা এই বছত হালতে নিজকে কামেল বলিয়া ধারণা করিতে থাকে। ওজব রিপুর দ্বারা ছিনা পূর্ণ করে। কতকে নিজ কামালিয়াত বর্ণনায় রত হইয়া যায়। ইহাতে যে, সমস্ত এবাদত বন্দেগী দগ্ধীভূত হইয়া যায়, তাহার খবরই তাহাদের নাই।

❑ শামী কিতাবের প্রথম খন্ডের (পুরান ছাপা) উনচল্লিশ পৃষ্ঠায় লিখা আছে -

وعلم الحسد والعجب اذهما يأكلان العمل كما تأكل النار الحطب -

মতলব- হিংসা এবং ওজবের ইল্ম শিক্ষা করা ফরজ। কেননা হিংসা এবং ওজবতে নেকী সমূহ ভক্ষণ করিয়া ফেলে, যেমন- অগ্নিতে কাষ্ঠরাশী ভক্ষণ করিয়া ফেলে।

বছতের হালতে কতক অজ্ঞ ছালেকের মুখে শুনা যায়, তাহারা নাকি নিজ পীরের দরজা হইতে অনেক আগাইয়া গিয়াছে। তাহারা মনে করে তাহাদের যেরূপ ফয়েজ ও অজ্দ কাশ্ফ হয়, পীর ছাহেবের তদ্রুপ হয় না।

শরীয়াতের আহকামের উপর পূর্ণ আমল করিয়া যাওয়াই যে ত্বরীকতের মকছূদ, শুধু জজ্বা ও কাশ্ফ হওয়া মকছূদ নহে, তাহা তাহাদের খবরই নাই। আমল বিহীন জজ্বা ও অজ্দ কাশ্ফের কোন মূল্যই নাই। ইহা যেন তামাশা ছাড়া আর কিছুই নহে।

অনেক অজ্ঞ ছালেককে দেখা যায় যে, তাহারা দিবারাত্র চব্বিশ ঘন্টা তাছবীহ হাতে রাখে বটে, কিন্তু তাহাদের আমলের সঙ্গে সাক্ষাত নাই। যেমন- হক্কুল এবাদ, কিবর, হাছাদ ইত্যাদি খবরই তাহারা রাখে না। এমন কি স্ত্রী, কন্যা ইত্যাদির হকও আদায় করিতেছে না।

অনেকে স্ত্রীকে এরূপ বকাবকি করে যে, তাহাতে বুঝা যায়, তাহারা ফাছেকের দরজা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। কতকে চার বিবি খুব পছন্দ করে, কিন্তু সমান ভাবে সময় বন্টন ইত্যাদি পছন্দ করে না। স্ত্রীর হক নষ্ট করার জন্য যে দোজখের ভীষণ অগ্নিতে জ্বলিতে হইবে, তাহা তাহাদের কল্পনায় আছে বলিয়া মনে হয় না।

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ হায়বতের বর্ণনা ঃ-

৫। প্রশ্ন ঃ- হায়বত কাহাকে বলে?

উত্তর ঃ- কবজের হালত যখন আরও অধিক বাড়িয়া যায়, তখন তাহাকে হায়বত বলে।

এই হালতের সদ্ব্যবহার এই যে, দেলে না চাহিলেও শরীয়তের আহকামের উপর পূর্ণভাবে আমল করিতে থাকা। ইল্‌ম হাছিল করা জিকির অজিফা, মোরাকাবা ইত্যাদি রীতিমত করিয়া যাওয়া।

হায়বতের হালতে কবজ হালতের চেয়েও রিয়াজাত বেশী হইয়া থাকে।

এই হালতে পীরের ছোহ্‌বত এখতিয়ার (গ্রহণ) করা একান্ত জরুরী। নচেৎ শয়তানের ধোকায় পড়িয়া এই ধারণা করিতে পারে যে, আমি যখন নষ্ট হইয়া গিয়াছি, তখন আর ইল্‌ম অর্জন জিকির, অজিফা, মোরাকাবা, ইত্যাদি করিয়া লাভ কি ? এযাবৎ পীর ধরিয়া যাহা খাটিলাম সবই বরবাদ হইয়া গিয়াছে। আল্লাহর রহমত হইতে না- উম্মেদ (নৈরাশ) হওয়া যে উচিত নহে, তাহা অজ্ঞ মুরীদদের কল্পনায়ও থাকে না।

এই হালতেও পীরের উপর খুব বদগুমান হইয়া থাকে। অজ্ঞ মুরীদেরা মনে করে আমরা আগের জিকির, মোরাকাবায় কত লজ্জত (স্বাদ-আগ্রহ) পাইতাম এখন তাহা কিছুই পাইতেছি না। মনে হয় পীর ছাহেবের আগের মত দরজা নাই। পীর ছাহেব এখন দুনিয়াদার হইয়া গিয়াছেন। এই হালতে অজ্ঞ মুরীদেরা পীরের জানের দুশমন হইয়া থাকে এবং পীরের দরবার ধ্বংস করার চেষ্টায় রত হয়। ইহাতে অজ্ঞ লোকেরা মনে করে, পীর ছাহেবের খাছ মুরীদেরাই যখন বিরুদ্ধে গিয়াছে, হয়ত দরবারে কিছু দোষ আছেই। এই অবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালার খাছ রহমতের বদৌলতে (কারণে বা উছিলায়) খাঁটি পীরের দরবার কায়েম থাকিয়া যায়।

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ ওন্‌ছের বিবরণ ঃ-

৬। প্রশ্ন ঃ- ওন্‌ছ কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- বছতের হালত যখন অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, তখন তাহাকে ওনছ বলে। [ওনছ শব্দের অর্থ- মুহব্বত, আগ্রহ ও মিলিয়া থাকা।]

এই হালতের সদ্ব্যবহার এই যে, রীতিমত আমল করিয়া যাওয়া, আমলের পূর্ণতা সাধনের চেষ্টায় রত থাকা, ইল্‌মে তাছাওউফের কিতাবগুলি ভাল রকম পড়িতে থাকা, পীরে কামেলের ছোহ্‌বত এখ্‌তিয়ার করা, নচেৎ শয়তানের ধোকায় পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

অজ্ঞ মূরীদেরা এই হালত অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে মনে করে, তাহারা বড় দরজার অলি হইয়া গিয়াছে। আমল বিহীন প্রেমালাপে যে আলাহর সন্তুষ্টি লাভ হইতে পারে না, তাহার কল্পনাও তাহাদের নাই।

অনেকে মনে করে, মোরাকাবায় বসিয়া দুই একটি চিৎকার মারিতে পারিলেই বেলায়তী দরজা হাছিল হইয়া যায়। বেলায়তী দরজা যে সম্পূর্ণ আমলের উপর নির্ভর করে, তাহা অজ্ঞ মুরীদেরা বুঝেই না।

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ অজ্‌দের বিবরণ ঃ-

৭। প্রশ্ন ঃ- অজ্‌দ কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- কখনও মুরীদের দেলের উপর আল্লাহর তরফ হইতে কোন কৈফিয়ত ওয়ারেদ হয়; যেমন- হয়ত আল্লাহর রহমতের আল্লাহর ভালবাসার বা বেহেশতের নেয়ামতের কথা মনে পড়ে বা আল্লাহর আজাবের কথা মনে জাগে এবং কৈফিয়ত এত জোরের সহিত মুরীদের অন্তঃকরণে আঘাত করে যে, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া বেএখতিয়ার হইয়া ক্রন্দন করতঃ চিৎকার করিয়া শিহরিয়া উঠে, এই হালতকে অজ্‌দ বলে। (অজ্‌দ শব্দের অর্থ-বাহ্যিক জ্ঞান রহিত অবস্থা, লাফ দিয়া উঠা, আল্লাহর ইশ্‌কে বিভোর হইয়া বাহ্যিক জ্ঞান রহিত হইয়া যাওয়া।)

অজ্‌দ বেএখতিয়ারী জিনিস। এই হালতের সদ্ব্যবহার এই যে, এই অজ্‌দকে কামালিয়াত মনে না করা অর্থাৎ অজ্‌দ আসিলে নিজেকে কামেল মনে না করা। আমল করিতে করিতে লোক কামাল দরজায় পৌঁছে। তজ্জন্য আমলের পূর্ণতা সাধনে কাজে রত থাকা।

কোন হক্কানী দরবারে মুরীদের ভিতর অজ্‌দ হালত আসিতে থাকিলে অজ্ঞ লোকেরা বেদয়াতী ধারণা করিতে থাকে। যে সমস্ত আলেমরা তাছাওউফ বিরোধী তাহারা তো বেদয়াতী বলিয়া ফতুয়া দিতেই থাকে। যে সমস্ত আলেমেরা তাছাওউফের ইল্‌মে একেবারে অজ্ঞ, তাহারাই ফতুয়া জারী করিতে অতি পটু। আমি দোয়া করি এই শ্রেণীর আলেম ছাহেবদিগকে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা হেদায়েত করুন এবং তাছাওউফের ইল্‌মের নূরে তাহাদিগকে আলোকিত করুন।

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ তাওয়াজ্জুদের বিবরণ ঃ-

৮। প্রশ্ন ঃ- তাওয়াজ্জুদ কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- তালিমুদ্দিন কিতাবে লিখা আছে-যদি কেহ ভাল নিয়তে ইচ্ছা করিয়া ক্রন্দন করে, তবে তাহাকে তাওয়াজ্জুদ বলে। কিন্তু যদি নিয়ত ভাল না হয় তবে তাহাকে রিয়াকারী বলে।

যখন দেলের ভেদ আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেহই জানে না, তখন কোন ছালেকের ক্রন্দন দেখিয়া তাহার উপর বদগুমান (মন্দ ধারণা) করা উচিত নহে বরং দর্শকেরও ক্রন্দন করার জন্য সাধ্য-সাধনা করা উচিত। যেহেতু হযরত (ছঃ) বলিয়াছেনঃ-

يا ايها الناس ابكوا فان لم تستطعوا فتباكوا -

অর্থাৎ - হে লোক সকল! তোমরা ক্রন্দন কর। আর যদি ক্রন্দন করতে সক্ষম না হও, তবে ক্রন্দন করার ভান (এখতিয়ার) কর।

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ ফানার বিবরণ ঃ-

৯। প্রশ্ন ঃ- ফানা কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- ফানা দুই প্রকার। ছালেকের যখন মন্দ কাজ, মন্দ খাছলাত যেমন শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ, কথা, কাম (কামনা, অন্যায় ভাবে যৌন সম্ভোগেচ্ছা), ক্রোধ, লোভ, মোহ (গুরুর ও সীমাতিরিক্ত ভাবে দুনিয়ার জন্য আশা ও মায়া), মদ (গর্ব-অহংকার), মাৎশর্য, (হিংসা) অলসতায় সময় নষ্ট করা, নানারকম খেয়াল ও অছওছা দেলে আনা ইত্যাদি সব দূর হইয়া যায়, তখন তাহাকে এক প্রকার ফানা বলে।

আর এক প্রকার ফানা এই যে, ছালেক আল্লাহর জিকির এবং আল্লাহর মোশাহাদাতে (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় আল্লাহর মধ্যে ভ্রমণ, ইবাদতের স্বাদ গ্রহণে লিপ্ত হওয়া ও আল্লাহর নূর দর্শনে অর্থাৎ নূরের মিছাল দর্শনের চেষ্টায় মগ্ন হওয়া''। **তা'লীমুদ্দিন ২য় খন্ড'' বাংলা ২৪৭ পৃষ্ঠায়** ও ''পূর্ণ ধার্মিকতা'' ১১১ পৃষ্ঠায় **বিস্তারিত বর্ণনা আছে) এমন বেহুঁশ** ও মগ্ন হইয়া যায় যে নিজের এবং সমস্ত মাখলুকাতের আদৌ কোন অস্তিত্ব তাহার খেয়াল থাকে না এই হালাতকেও ফানা বলে এবং কোন সময় আল্লাহর মোশাহাদায় এত বেশি নিমগ্ন হয় যে এই ফানারও খেয়াল থাকে না। তখন তাহাকে ফানাউল ফানা বলে।

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ বকার বিবরণ ঃ-

১০। প্রশ্ন ঃ- বকা কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- ছালেকের যখন মন্দ কাজ, মন্দ খাছলাত দূর হইয়া ভাল কাজ, ভাল খাছলাত যেমন, ইখলাছ এনাবত, (আল্লাহর দিকে ফিরা অর্থাৎ সব দিক হইতে বিধান মোয়াফেক মুখ ফিরাইয়া আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়া পড়া এবং সদা সর্বদা আল্লাহ তা'লার স্মরণে ও বিধান সমূহ পালনে অন্তরকে মশগুল রাখা)। হুজুরে ক্বলব-

বিশেষ জরুরী ব্যাখ্যা- [প্রকাশক]

[হুজুরী ক্বল্‌ব বা খুশু খুঁজুর সহিত নামাজ পড়া ইহার সঠিক মর্ম হইল হুঁশ খেয়াল ঠিক থাকা অবস্থায় নিয়ম-বিধান মোতাবেক ইখলাছের সহিত ইবাদত এবং নিজের ইচ্ছায় নামাজে অন্য কোন খেয়াল আনয়ন না করা। তবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেলে অন্য চিন্তা-খেয়াল আসিলে তাহাতে খুশু-খুঁজু বা হুজুরী ক্বলব বাতিল হইয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত হইবে না। আর ''একেবারে এমন বেহুঁশ হইয়া যাওয়া যে কোন অবস্থায়ই অন্য কোন খেয়াল আসিতে পারিবেনা ইহাই হুজুরী ক্বল্‌ব'' ইহা চরম ভুল ধারণা। এই বিষয়ে ১৯৫৭ইং সনের ২য় সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত নেয়ামত কিতাবের ৪৮, ৫১ ও ৫২ পৃষ্ঠায় কুরআন-হাদীছের দলীলের দ্বারা থানভী (রহঃ) বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন- প্রকাশক]

ছবর, শোকর, কানায়া'ত, তাছলীম ইত্যাদি পয়দা হয়, তখন তাহাকে বকা বলে।

ছালেকের ফানাউল ফানা হাছিল হওয়ার পর যখন আল্লাহর মোশাহাদাও করিতে থাকে, অথচ মাখলুকাতের জ্ঞানও থাকে তখন তাহাকে আর এক প্রকারের বকা বলে।

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ তালবীন ও তামকীনের বিবরণ ঃ-

১১/১২। প্রশ্ন ঃ- তালবীন ও তামকীন কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- তালিমুদ্দীন কিতাবে লিখা আছে - ছালেক যত দিন কাঁচা থাকে এবং তাহার ভাল হালাত ও ভাল খাছলাতগুলি অস্থায়ী বা ক্ষনস্থায়ী থাকে, কিন্তু রং বেশী দেখা যায়, তখন তাহাকে তালবীন বলে।

আর যখন তাহার ভাল হালাতগুলি পরিপক্ক ও স্থায়ী হয়, কিন্তু তত রং দেখা যায় না তখন তাহাকে তামকীন বলে। তালবীন হালতে রং বেশী থাকে বলিয়া জনসাধারনে তাহাকে চিনিতে পারে এবং বড় দরবেশ বলিয়া মনে করে। অথচ তামকীন হালতে মর্তবা বড় হয়, কিন্তু রং বেশী দেখা যায় না, প্রায়ই সাধারণ লোকের মত ভাব দেখা যায়, কাজেই সাধারণ লোকে তাহাকে কম চিনিতে পারে এবং দরবেশ বলিয়া মনে করে না।

প্রকাশ থাকে যে, কতক ছালেকেরা সারাজীবন তালবীন হালতে থাকিতে চায়। তাহারা যখন তামকীনের হালতে পতিত হয়, তখন তাহারা নিজের উপর বদগুমান করিতে থাকে। তাহারা প্রকাশ্য ভাবে বলিয়া ফেলে, আক্ষেপ আমার পূর্বের হালত বড়ই উত্তম ছিল, এখন আমার সেই হালত নাই বা পীরের দরবারখানা পূর্বের মত নাই। ইহা যে তাহাদের অজ্ঞতার বিমার, তাহাও তাহারা বুঝে না।

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ গায়রাতের বিবরণ ঃ-

১৩। প্রশ্ন ঃ- গায়রাত কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- ভালবাসার জিনিসের মধ্যে অন্যের হস্তক্ষেপ বা দৃষ্টিপাতে মনের মধ্যে যে একপ্রকার ক্রোধের ভাব উদয় হয়, তাহাকে গায়রাত বলে। যাহারা আল্লাহর আশেক তাহারা সর্বদা আল্লাহর ফরমা-বরদারীকেই সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। কাজেই যদি কদাচ কোন ব্যক্তি, বস্তু বা কর্ম এই ফরমাবরদারিতে (আল্লাহর হুকুম পালনে) প্রতিবন্ধকতা জন্মায়, তবে তাহারা তৎক্ষণাৎ ক্রোধান্বিত হইয়া ঐ ব্যক্তি, বস্তু বা কর্মকে নিজ হইতে অপসারিত করিতে এবং দূরে নিক্ষেপ করিতে ব্যতিব্যস্ত হন, ইহাকেই গায়রাত বলে।

এইরূপ গায়রাত একটি উচ্চ দরজার হালত। হক্কানী পীরের মধ্যে এই হালতটি খুব বেশী দেখা যায়। এই জন্যই জাহেরী শিক্ষিত লোকেরা হক্কানী পীরের উপর বেশী রকম বদগুমান করিয়া থাকে। তাহারা বলে, যে পীরের মধ্যে রাগ আছে, সে কামেল পীর হইতে পারে না; এই ভুল বুঝার দরুন তাহারা ত্বরীকাতের নেয়ামত হইতে মাহরুম (বঞ্চিত) হইয়া যাইতেছে।

কতক অজ্ঞ মুরীদেরাও পীরের উপর বদগুমান করিতে থাকে। তাহারা চায় পীর ছাহেবকে মাটির চাকা বানাইয়া রাখিতে। পীর ছাহেব যদি মুরীদের মনের চাকার সঙ্গে ঘুরিয়া বুদ্ধদেব না সাজে, তবে অজ্ঞ মুরীদেরা জানী দুশমন সাজিয়া পীরের দরবার ধ্বংস করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়। আল্লাহর ফজলে হক্কানী পীরেরা হক প্রচার ও দ্বীনের অভিযানে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অবাধ্য পর্যায়ের মুরীদের পরওয়া করেন না। তাহারা যদি দেখেন যে, এই মুরীদের বা খলিফার দ্বারা হক ত্বরীকার বা আল্লাহর দ্বীনের নোকছান (ক্ষতি সাধন) হয়, তবে তাহাদিগকে বহির্গত করিয়া দিয়া থাকেন।

জনাব মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ছাহেবের তাছহিলে কাছদুছ ছাবিলের ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখা আছে ঃ-

اور شیخ کی ذمه واجب یه سمجهی که کسي مرید کی قلب مین سی اسکی حرمت اوربرائی نکل کئ تو اسکو اینی سیاست کی ذریعه سی اینی کهر سی نکال دی اور اسی سی مرید کی درمیان اور اینی تمام متعلقین کی درمیان دروازه امد ورفت ومیل وملاقت بند رکهی کیونکه مرید کی لئی کوئی جیز اس شخص کی صحبت مسی زیاده مضر نهین جواس طریق کا قائل یایا بند نه هو -

মতলব - যখন কোন মুরীদ বা খলিফা নিজ পীরের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে এবং ছারকাসী (বিদ্রোহিতা) করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাকে নিজ দরবার হইতে বাহির করিয়া দেওয়া পীরের উপর ওয়াজিব হইবে এবং সমস্ত মোতাকেদগণকে (ভক্ত বিশ্বাসীগণকে) তাহার সঙ্গে সহযোগিতা বর্জন করিতে আদেশ দিয়া দিবে। কেননা তাহাকে বাহির করিয়া না দিলে অন্যান্য মুরীদের আকায়েদ নষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ খাবের বর্ণনা ঃ-

১৪। প্রশ্ন ঃ- ভাল খাব কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- খাবের মধ্যে আম্বিয়া, আওলিয়া বা ফেরেশতাদের জেয়ারত (সাক্ষাত) হওয়া বা বেহেশত বা অন্য কোন মোতাবর্‌রাক (বরকতময়) জায়গা দেখা বা কোন সত্য সু-সংবাদ লাভ করাকে ভাল খাব বা রোইয়ায়ে ছালেহা বলে। ইহাও একটি ভাল হালত।

এই হালতের সদ্ব্যবহার এই যে, প্রত্যেক খাবের বিবরণ পীর ছাহেবকে জানাইতে থাকিবে এবং পীর ছাহেবের আদেশানুযায়ী আমল করিতে থাকিবে। সাবধান! নিজে নিজে খাবের তাবির করিয়া ভুলে পতিত না হন। এই হালতে শয়তানের ধোকা দেওয়ার বড়ই সুযোগ। বহু অজ্ঞ মুরীদেরা এই হালতের সময় শয়তানের ধোকায় পতিত হইয়া একেবারে মরদূদ (লানৎ প্রাপ্ত হয়ে বিতারীত) হইয়া যায়।

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ কাশ্‌ফের বর্ণনা ঃ-

১৫। প্রশ্ন ঃ- কাশ্‌ফ কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- কোন কোন সময় কোন অদৃশ্য বিষয় ছালেকের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে, ইহাকে কাশ্‌ফ বলে। কাশ্‌ফ হওয়া একটি ভাল হালত।

প্রকাশ থাকে যে, কাশ্‌ফ দুই প্রকার- কাশ্‌ফে কাউনী ও কাশ্‌ফে এলাহী।
কোন অদৃশ্য বিষয় যখন ছালেকের চোখের সামনে জাগিয়া উঠে, ইহাকে কাশ্‌ফে কাউনী বলে।

আর কামেল পীরের ছোহ্‌বাত অবলম্বন করতঃ আল্লাহর স্মরণে রত হওয়ার পরে আল্লাহর তরফ হইতে এক প্রকার হালত অন্তরে ওয়ারেদ হওয়া বা ধর্মীয় মাছয়ালা মুরীদের অন্তর চোখে ভেসে উঠা। তাহাকে কাশ্‌ফে এলাহী বলে।

যথা- পর্দার আয়াত নাযিলের পূর্ব মুহূর্তে হযরত উমর (রাঃ) পর্দা করা ফরজ হওয়া দরকার বলে মন্তব্য করেন।

-ঃ বিশেষ স্মরণযোগ্য সাবধানবাণী ঃ-

প্রত্যেক ছালেকের স্মরণ রাখা উচিত যে, এই ইল্‌মে আছরার, আর ইল্‌মে তাছাওউফ এক জিনিস নহে। ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা প্রত্যেক মোছলমানের উপর ফরজ। আর বর্ণিত ইল্‌মে আছরার শিক্ষা করার জিনিসই নহে। উহা এক প্রকার হালত একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার তরফ হইতে ছালেকের অন্তরে বেএখতিয়ারে আসিতে থাকে। এই ইলেমের উপর কামালিয়াত নির্ভর করে না।

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ ফেরাছাতের বিবরণ ঃ-

১৬। প্রশ্ন ঃ- ফেরাছাত কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- কোন কোন সময় কোন বস্তু, ব্যক্তি বা কর্ম সম্বন্ধে ছালেকের মনে কোন খেয়াল আসে এবং তাহা সত্যই হয়। ইহাকে ফেরাছাত বলে। এইরূপ সত্য ফেরাছাতও একটি ভাল হালত।

-ঃ দোয়া কবুল হওয়ার বিবরণ ঃ-

১৭। প্রশ্ন ঃ- দোয়া কবুল হওয়া কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- কোন কোন সময় ছালেক যে দোয়া করে তাহাই কবুল হয়। এমনকি যে কাজ যেরূপ মনে ধারণা করে, সেই কাজ সেইরূপ হইয়া যায়। ইহাকে মোস্তাজাবুদ্দাওয়াত বলে। ইহাও একটি ভাল হালত।

-ঃ বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ-

ভাল খাব, কাশফ, দোয়া কবুল হওয়া ইত্যাদি ভাল হালতগুলি ভাল হালত বটে, কিন্তু কাহারও এখতিয়ারী জিনিস নয়। আলাহ যাকে ইচ্ছা দান করেন, কিন্তু পরীক্ষার্থে দান করেন। যে নিজের কামাল বা বোজর্গী মনে করিয়া বসে, সে একেবারে মরদূদ (দরবার হইতে বিতাড়িত) হইয়া যায় এবং যে নিজের কামাল ও বোজর্গী মনে করে না, তাহার জন্য ভাল নেয়ামত হয় এবং সে মরদূদ (আল্লাহর দরবার হইতে বহিস্কৃত) হয় না। কাজেই এসবের খাহেশ করা ভাল নয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ কারামতের বর্ণনা ঃ-

১৮। প্রশ্ন ঃ- কারামত কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- কোন ছালেকের দ্বারা যদি তাহার অনিচ্ছায় ও বিনা চেষ্টায় কোন অসাধারণ ও অলৌকিক কাজ সম্পন্ন হয়, ইহাকে কারামত বলে।

কারামত একটি ভাল হালত বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে বড় সাংঘাতিক ধোকা এবং পরীক্ষা আছে। কারণ শরীয়তের পূর্ণ পায়রবী করে, এরূপ লোকের দ্বারা যদি অসাধারণ কোন কাজ সম্পাদন হয়, তবে তাহাকেই কারামত বলে। অন্যথায় যে শরীয়তের পায়রবী করে না সে অথবা অন্য কেহ ইচ্ছা কিংবা চেষ্টা করিয়া যদি কোনরূপ অলৌকিক (কার্যাদি) দেখায়, তাহাকে কারামত বলে না। তাহা হয়ত যাদু, নতুবা ভোজবাজী (ধোকাবাজী) ও নজরবন্দী, নতুবা নফ্‌ছের তাছার্‌রোফ নতুবা এস্তেদ্‌রাজ ইত্যাদি।

হযরত বায়জিদ বোস্তামী (রহঃ) বলিয়াছেন- যদি কাহাকেও নিমেষের (চোখের পলকের) মধ্যে শত শত মাইল দূরের পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে দেখ, যেমন- কেহ হয়ত বাংলাদেশ হইতে মক্কা শরীফ গিয়া নামাজ পড়িল, তাহাতেও ধোকা খাইবে না,

তাহাকে বোজর্গ বলিয়া মনে করিবে না, কেননা শয়তান মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া আসে, অথচ খোদার নিকট তাহার বিন্দু মাত্র স্থানও নাই।

আরও বলিয়াছেন, যদি কাহাকেও শূন্যে উড়িতে দেখ, তবুও ধোকা খাইবে না বা তাহাকে বোজর্গ বলিয়া মনে করিবে না। কেননা একটি সামান্য পাখীও শূন্যে উড়িতে পারে, সেই জন্য পাখী কি বোজর্গ হইয়া যাইবে ? সামান্য পাখী যে কাজ করিতে পারে সে কাজের জন্য তাহাকে কেমন করিয়া বোর্জগ বলা যাইতে পারে ?

হযরত বায়জীদ বোস্তামী (রহঃ) অন্যত্র বলিয়াছেন যে, হে মোমেনগণ! তোমরা কাহারও ঐসব কারামতি দেখিয়া ভুলিও না। এমন কি কাহাকেও যদি দেখ এত কারামত দেখাইতে পারে যে শূন্যে পর্যন্ত উড়িতে পারে, তবুও তাহাতে ধোকা খাইবে না বা তাহার কারণে তাহাকে বোজর্গ বলিয়া স্বীকার করিবে না। হ্যাঁ তবে বোজর্গীর বিষয় এই যে, দেখিবে যে, সে আল্লাহ্ ও রাছূলের আদেশগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পালন করে কি না ? আল্লাহ্ ও রাছুল যে সব করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহা হতে দূরে থাকে কিনা ? আল্লাহ ও রাছুল যে বিষয়ের যে সীমা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, সে সেই সীমার মধ্যে নিজের নফ্ছকে (মনের চাহিদাকে) আবদ্ধ রাখে কি না ?

ফল কথা এই যে, দেখিবে যে, সে জাহেরী ও বাতেনী উভয় প্রকারের শরীয়তের ছোট বড় যাবতীয় হুকুমগুলি রীতিমত পালন করে কিনা ?

যিনি এইসব কাজ ঠিক মত করেন, তাহার যদি একটি কারামতও জাহির না হয়, তবুও তাহাকে পরশ পাথর তুল্য মনে করিয়া তাহার ভক্ত হইবে এবং তাহার ছোহবত অবলম্বন করিবে এবং তাহার নিকট হইতে জাহেরী ও বাতেনী দৌলত হাছিল করিবে।

যদি দেখ যে, সে এইসব কাজ ঠিকমত করে না, তবে তাহার দ্বারা মিনিটে শত শত কারামত জাহের হইলেও তাহা হইতে দূরে থাকিবে। তাহার কাছেও যাইবে না। কারণ, সে হয়ত যাদুকর নতুবা দাজ্জাল বা দাজ্জালের চেলা।

দাজ্জালের হাতে অনেক রকম অলৌকিক ঘটনা ঘটিতে দেখা যাইবে। বৃষ্টি হইতে বলিলে বৃষ্টি হইবে, বন্ধ হইতে বলিলে বন্ধ হইবে। জমিনের ভিতরের ধন-রত্ন তাহার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইবে, মৃত লোকদিগকে জেন্দা করতঃ খাড়া করিয়া দেখাইবে। যাহারা তাহার ভক্ত হইবে; তাহাদের ক্ষেতে ফসল, গাভীর দুধ বেশী হইবে। তাহাদের অবস্থা ভাল হইয়া যাইবে এবং যাহারা তাহাকে অমান্য করিবে, তাহাদের নানারূপ কষ্ট হইবে। গরু মরিয়া যাইবে, ক্ষেতের ফসল নষ্ট হইয়া যাইবে ইত্যাদি।

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাছাওউফ সম্বন্ধে কয়েকটি জরুরী মাছায়েল

১। প্রশ্ন ঃ- ত্বরীকত-পন্থীদের অজ্ঞাত ও অদৃশ্য বস্তু দেখা, রং দেখা ও নূর দর্শন করা উদ্দেশ্য কি না ?

উত্তর ঃ- তা'লীমে মা'রেফাত কিতাবের ৭০/৭১ পৃষ্ঠায় ও মাকতুবাতে ইমামে রাব্বানী কিতাবের ১ম খন্ডে ২৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-

ত্বরীকত পন্থীদের অদৃশ্য বস্তু ও রং দেখা উদ্দেশ্য নহে। শুধু আল্লাহ্ তা'য়ালার হুকুমের তাবেদারী করা ও আল্লাহ্র রাছুলের প্রতি প্রেম বা মহব্বত সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য।

যদি কেহ নূর বা বিচিত্র জিনিস দেখা-ই মোরাকাবার উদ্দেশ্য মনে করে, তবে তাহা খেলাধুলা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যদি কেহ রাছুলের ছুন্নত বা শরীয়াতের যাবতীয় হুকুম আহ্কাম মানিয়া চলিতে পারে এবং গুণাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তবে নূর ও বিচিত্র দৃশ্যাবলী না দেখিলেও কোন ক্ষতি নাই।

আর যদি কেহ নূর ও আজব আজব বস্তু মোরাকাবার সময় দেখে কিন্তু শরীয়ত মোতাবেক চলিতে সমর্থ না হয় ও বেদয়াত ত্যাগ করিতে না পারে, তাহাতে তাছাওউফ হাছিল হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইবে না।

শেখ জিয়াউদ্দিন নক্শবন্দী (রহঃ)-এর জামেউল উছূল কিতাবের ৭৭ পৃষ্ঠায় এরূপ উক্ত হইয়াছে যে, অজ্ঞাত ও অদৃশ্য বস্তু দেখা ও নূর দর্শন করা মা'রেফতের উদ্দেশ্য নহে।

ছিরাতুল মুস্তাকিম কিতাবের ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখা আছে- কাশ্ফ ও মোশাহাদা এবং নূর ইত্যাদি দর্শন করাকে ত্বরীকতের উদ্দেশ্য ও পরিণতি মনে করা একেবারেই ভুল।

ত্বরীকতের কার্যাবলী ও ছুলূকাত যথারীতি সম্পন্ন করার দরুন যে কাশ্ফ ও মোশাহাদা ইত্যাদি লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে মোমেন ও মোশ্রেকের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। অর্থাৎ চেষ্টা করিলে মোমেন মোশ্রেক সকলেই লাভ করিতে পারে।

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ লতীফা সমূহের বিবরণ ঃ-

২। প্রশ্ন ঃ- লতীফা সমূহের বিবরণ কি ?

উত্তর ঃ- তা'লিমে মা'রেফাতের ৬৮ পৃষ্ঠায় লিখা আছে-লতীফা সমূহের প্রত্যেকটির এক একটি রং আছে, জিকির করিবার সময় উক্ত রং সমূহ কখনও কখনও জারী হইয়া থাকে।

১। ক্বলবের রং জরদ ২। রূহের রং লাল ৩। ছেরের রং সাদা ৪। খফির রং কাল ৫। আখ্ফার রং সবুজ ৬। নফ্ছের রং সূর্যের কিরণের ন্যায়।

লতীফা সমূহের এই সকল রং দেখা মোরাকাবার উদ্দেশ্য নহে। যদি কেহ লতিফার রং দেখিতে না পায়, কিংবা ছায়ের ও কাশ্ফ না হয়, তাহাতে চিন্তিত হইবার কারণ নাই।

মোরাকাবার উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তায়ালার মহব্বত লাভ করা, ইহার জন্যই সর্বদাই চেষ্টা করিবে। হযরত পীর ছাহেব কেবলা বলিয়াছেন যে, রং না দেখা ও ছায়ের না হওয়াও এক প্রকার ত্বরীকা।

৩। প্রশ্ন ঃ- লতীফা সমূহের নূর কত প্রকার ?

উত্তর ঃ- তা'লিমে মা'রেফাতের ৭১ পৃষ্ঠায় লিখা আছে-লতীফা সমূহের নর দুই প্রকার-জাহেরী ও বাতেনী। প্রকাশ্যভাবে যে নূর দেখা যায়, তাহাকে জাহেরী নূর বলে। এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার তরফ হইতে অন্তরে যে জজ্বাত ও ওয়ারেদাত হইয়া থাকে, তাহাকে বাতেনী নূর বলে।

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহ্ তা'য়ালাকে দুনিয়াতে চর্ম চক্ষে দেখা যাইবে কি না ?

৪। প্রশ্ন ঃ- কতক ছালেকের ধারণা আল্লাহ্ তা'য়ালাকে যেরূপ বেহেশ্তে দর্শন করা যাইবে, তদ্রুপ দুনিয়াতেও দর্শন করা যাইবে, এই ধারণা ছহীহ কি না ?

উত্তর ঃ- জনাব মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ছাহেবের তা'লিমুদ্দীন কিতাবের ১৪৩ পৃষ্ঠায় 'এছলাহে আগলাতের' বয়ানে লিখা আছে- কতক লোকের ধারণা যেরূপ- আল্লাহ্ তা'য়ালাকে বেহেশ্তের মধ্যে দর্শন করা যাইবে, তদ্রুপ দুনিয়ার মধ্যেও দর্শন করা যাইবে। এই ধারণা একেবারে গলত।

যেহেতু, কুরআন শরীফে আছে - হযরত মূছা (আঃ) আল্লাহ্কে দেখার জন্য উদগ্রীব হইয়া বলিয়াছিলেন ঃ- ارنى انظر اليك

মতলব - আমাকে একবার একটু দেখা দাও, আমি একটু তোমাকে দর্শন করিয়া আমার প্রাণ জুড়াই, উত্তর দেওয়া হইয়াছিল ঃ- لن ترانى

অর্থাৎ - দুনিয়াতে থাকিয়া কিছুতেই তুমি আমাকে দেখিতে পারিবে না, তেমন শক্তিই তোমার নাই।

❑ **হাদীছ শরীফে আছে ঃ-**

- انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا

অর্থাৎ- মৃত্যুর পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে কিছুতেই দেখিতে পারিবে না।

❑ **তাছাওউফের ইমামগণ এক বাক্যে বলিয়াছেন ঃ-**

- يرى بالعين والابصار فى الدار الاخرة دار القرار لايرا فى الدنيا

অর্থ ঃ- আল্লাহ্কে চক্ষুর দ্বারা বেহেশ্তের মধ্যে দেখা যাইবে দুনিয়ার মধ্যে দেখা যাইবে না।

কুরআন-হাদীছ দ্বারা এবং তাছাওউফের ইমামগণ দ্বারা যখন সাব্যস্ত হইল, আল্লাহকে দুনিয়াতে দেখা যাইবে না। এক্ষণে যাহারা দুনিয়াতে দর্শন করার দাবী করে তাহারা গোমরাহ। কোন কোন অজ্ঞ ছালেক অন্তর চক্ষে কোন নূর দেখিতে পান, তাহাকেই আল্লাহ বলিয়া মনে করেন, ইহা মস্ত বড় ভুল।

আবার কোন কোন আহাম্মক আল্লাহ্ তায়ালা রাছুলের বেশ ধরিয়া বা পীরের বেশ ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া ধারণা রাখে। ইহা সম্পূর্ণ কুফুরী, ইহা হিন্দুদের ভ্রান্তমত।

৫। প্রশ্ন ঃ- ত্বরীকতের মূল উদ্দেশ্য কি ?

উত্তর ঃ- তা'লিমে মা'রেফতের ৭১ পৃষ্ঠায় লিখা আছে - ত্বরীকতের যাবতীয় মোরাকাবা, মোশাহাদা, দায়রা, মসক ইত্যাদির মূল **উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'য়ালার মুহাব্বত লাভ করা ব্যতীত আর কিছুই নহে।**

উক্ত তা'লীমে মা'রেফাতের ৭০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে ঃ- চারিটি জিনিস লাভ করাই ত্বরীকতের উদ্দেশ্য।

১। জম্‌য়িয়ত ঃ- বিছিন্ন মনকে একমাত্র আল্লাহ্‌র চিন্তার দিকে নিয়োজিত করা।

২। হুজুরী ঃ- অর্থাৎ - আল্লাহ্‌কে হাজের (সর্বত্র বিরাজমান) নাজের (সর্বদর্শী) মনে করিবার ক্ষমতা অর্জন করা।

৩। জজ্‌বাত ঃ- অর্থাৎ -আল্লাহ্ তা'য়ালার তরফ হইতে মন সর্বদা আকর্ষিত হওয়া।

৪। ওয়ারেদাত ঃ- **অর্থাৎ** -আল্লাহ্ তা'য়ালার তরফ হইতে অসহ্যকর ফয়েজ প্রাপ্ত হওয়া।

৬। প্রশ্ন ঃ- প্রচলিত নফল (জিকির আজ্‌কারের) ত্বরীকাসমূহ শেষ করিলেই কামেল হওয়া যায় কি না ?

উত্তর ঃ- প্রচলিত নফল (জিকির আজ্‌কারের) ত্বরীকাসমূহ শেষ করিলেই কামেল হওয়া যায় না। বরং কামেল হওয়ার জন্য ইল্‌মে ফেক্বাহ্ ও ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা ও আমল করা ফরজ। তাই যাহারা উক্ত উভয়বিদ ইল্‌ম শিক্ষা ও আমল বাদ দিয়া অথবা যে কোন এক প্রকার (ফিক্বাহ অথবা তাছাওউফের) ফরজ শিক্ষা আদায় করেনা তাহারা কামেল হইতে পারে না। বরং ফাছেক থাকিয়া যায়।

— ঃ তাওয়াজ্জুহ দিয়া বেহুঁশ করা কামালিয়াতের লক্ষণ নহে ঃ —

৭। প্রশ্ন ঃ- কতক পীর আছে তাহারা বলে, মিঞারা তোমরা কত পীরের কাছে কত তাওয়াজ্জোহ নিয়া থাক। কোন পীর তোমাদিগকে বেহুঁশ করিতে পারিয়াছে কি ? আমার কাছে এক ঘন্টা কাল বসিয়া দেখ বেহুঁশ করিতে পারি কি না ? কতক লোক তাহার কাছে বসিয়া দেখিয়াছে অল্প সময়ের মধ্যে জজ্‌বা উঠিয়া অস্থির হইয়া হাইপাই করিতে আরম্ভ করে এক্ষেত্রে এ পীর ছাহেব কেমন পীর ?

উত্তর ঃ- এই পীর ছাহেব একজন ভন্ড পীর। যেহেতু মূর্খ মুরীদদিগকে তাওয়াজ্জোহ দ্বারা বেহুঁশ করিয়া দুনিয়া হাছিলের একটা পথ বাহির করিয়াছে, নচেৎ বেহুঁশ করা কোন কামালিয়াতের লক্ষণ নহে।

যে ব্যক্তি মুরীদদিগকে তাওয়াজ্জোহ দিয়া বেঁহুশ করিয়া নিজেকে কামেল বলিয়া গৌরব করিতেছে, তাহার সমকক্ষ গোমরাহ বা ভন্ডপীর কেহ আছে বলিয়া মনে হয় না।

কাত্তলুচ্ছাবেত কিতাবের ১২৬ পৃষ্ঠায় ও তা'লীমে মা'রেফাতের ৭০ পৃষ্ঠায় লিখা আছেঃ- যে মূর্খ আস্ফালন (দম্ভ) করিয়া বলিয়া থাকে যে, অমুক পীর একজনকে তাওয়াজ্জোহ দেউক এবং আমি একজনকে তাওয়াজ্জোহ দেই, দেখি কাহার তাওয়াজ্জোহতে ঐ ব্যক্তি বেহুঁশ হইয়া পড়ে। ইহা নিছক মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নহে। কেননা জিকির ও মোরাকাবার যে উদ্দেশ্য এই সব তাহার বিপরীত।

৮। প্রশ্ন ঃ- একজন তথাকথিত পীর ছাহেবের বহু হাজার মুরীদ আছে, সে এখন বৃদ্ধ বয়সে পতিত হইয়াছে। সে এখন বেগানা মেয়েলোকের দ্বারা খেদমত লইতেছে। সে বলে, আমি চারি ত্বরীকার পীর, আবার আমি বৃদ্ধ বয়সে পতিত হইয়াছি। এক্ষেত্রে আমার পক্ষে বেগানা আওরাতের খেদমত লওয়া কোন দোষণীয় নহে। সে এখন বেগানা আওরাতদিগকে সামনে বসাইয়া তাওয়াজ্জোহ দিয়া থাকে। তাহাতে মেয়েলোকেরাও খুব

তাছির পাইয়া থাকে। এমন কি কেহ কেহ হাইপাই করিতে থাকে, কতকে বেহুঁশের মত হইয়া যায়। এক্ষণে এই পীর ছাহেব কেমন পীর ?

উত্তর ঃ- এই পীর ছাহেব একজন মস্ত বড় ভন্ড পীর। কেননা, বেগানা আওরত দ্বারা খেদমত লওয়া এবং সামনে বসাইয়া তাওয়াজ্জোহ দেওয়া ছাফ হারাম। মোরাকাবায় বসিয়া হাইপাই করা বা বেহুঁশ হইয়া পড়া ত্বরীকতের কোন উদ্দেশ্য নহে। তাই উক্ত পীর ছাহেবকে শরীয়তের কাজীর নিকট পাঠাইয়া দিয়া কিছু তাজির (শক্ত ধমক ও শাস্তি) করান দরকার।

-ঃ টাইটেল বা দাওরা পাশ করিলেই আলেম হওয়া যায় কিনা? ঃ-

৯। প্রশ্ন ঃ- জামাতে উলা বা টাইটেল, দাওরা পাশ করিলেই আলেম হওয়া যায় কিনা ?

উত্তর ঃ- জামাতে উলা বা টাইটেল, দাওরা পাশ করিলেই (ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া পর্যায়ের কামেল) আলেম হওয়া যায় না। কারণ কামেল আলেম হইতে হইলে আকাইদ, তাছাওউফ ও ফেক্বাহ এই তিন প্রকার মাছয়ালা শিক্ষা করিতে হয়। আর বর্তমান মাদ্রাসা সমূহে ইল্‌মে ফেক্বাহের পাঠ্য আছে। কিন্তু ইল্‌মে তাছাওউফের ফরজিয়াত আদায় হয় এমন কোন কিতাব পাঠ্য নাই। অতএব, মাদ্রাসা পাশ করার পরও ইল্‌মে তাছাওউফের ফরজ শিক্ষা বাকী থাকে। এজন্য বিজ্ঞ আলেমের নিকট হইতে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করিলে শরীয়াত মোতাবেক আলেম হইতে পারিবে।

১০। প্রশ্ন ঃ- কতক টাইটেলধারী মাওলানা ছাহেবানরা বলিতেছেন- শরীয়তের আহ্‌কাম হইয়াছে নামাজ। এই নামাজই বেহেশ্‌তের চাবি। এই বেহেশ্‌ত লাভের জন্য ফেকাহ্‌ শাস্ত্র শিক্ষাই যথেষ্ট। ইল্‌মে তাছাওউফের কোন দরকার হয় না, উহা পীর ছাহেবদের ধোকা। এক্ষণে এই মাওলানা ছাহেবের উক্তিগুলি কি রকম ?

উত্তর ঃ- ছাওয়ালে বর্ণিত মাওলানা ছাহেবানরা টাইটেলধারী মাওলানা হইতে পারেন বটে, কিন্তু শরীয়ত সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করিতে পারেন নাই। নচেৎ শরীয়তের আহ্‌কাম শুধু নামাজ বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারিতেন না। শরীয়তের আহ্‌কাম কত প্রকার তাহার খবরই তাহারা রাখে না।

ভারত বিখ্যাত জনাব মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী ছাহেবের কছদুচ্ছাবিলের ৩১ পৃষ্ঠায় লিখা আছে - শরীয়তের হুকুমগুলি দুই প্রকার। কতকগুলি এমন যাহা বাহ্যিক শরীরের দ্বারা পালন করিতে হয় ; যেমন- নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ্ব, নেকাহ্‌, তালাক, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরে দায়িত্ব, কছম, কছমের কাফ্‌ফারা, পরস্পর কারবার করা, মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন, ছালাম, পরস্পর কথাবার্তা বলা, খাওয়া-পরা, শোয়া,উঠা-বসা কাহারও বাড়ীতে মেহ্‌মান যাওয়া, নিজ বাড়ীতে মেহমান আনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইসব কাজ সম্বন্ধে শরীয়তের যে সমস্ত হুকুম আছে, তাহা হস্ত-পদ ইত্যাদি বাহ্যিক শরীরের দ্বারা পালন করা হয় এবং এই সমস্ত মাছয়ালা যে ইল্‌মে পাওয়া যায়, তাহাকে ফেক্বাহ বলে।

আর কতকগুলি শরীয়তের হুকুম এমন আছে যে, তাহা দেলের দ্বারা পালন করিতে হয়, যেমন-আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে মুহব্বত রাখা, আল্লাহ তা'য়ালার ভয় দেলের মধ্যে রাখা, আল্লাহ তা'য়ালার কথা সব সময় মনে রাখা, দুনিয়ার মুহাব্বত কম হওয়া, আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে (মাল সম্পদ) যাহা কিছু হয় তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা, লোভ না করা, এবাদত করিবার সময় এবাদতের দিকে মনোযোগ রাখা, দ্বীনের কাজ শুধু আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির জন্য করা, রাগ দমন করা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব হুকুম দেলের দ্বারা পালন করিতে হয়। এই সব হাছিল করাকে তাছাওউফ বলে।

যে সব বিধান বাহ্যিক শরীরের দ্বারা পালন করিতে হয়, তাহার মধ্যে যেমন ফরজ, ওয়াজিব আছে, সেই রকম যে সকল হুকুম দেলের দ্বারা পালন করিতে হয়, তাহার মধ্যেও ফরজ, ওয়াজিব আছে। **দেল ঠিক না হওয়ার কারণে অনেক সময়ে জাহেরও নষ্ট হইয়া যায়।**

এক্ষণে উপরোক্ত কতক টাইটেলধারী মাওলানা ছাহেবানদের শরীয়তের আহ্কাম শুধু নামাজ স্থির করা এবং ফেকাহ্ শাস্ত্রই যথেষ্ট বলা, তাছাওউফের দরকার হয় না, এই সব উক্তিগুলি অজ্ঞতা বা ভন্ডামীর পরিচয় মাত্র।

উপরে বর্ণিত মাওলানা ছাহেবানরা যতদিন পযন্ত মোর্শেদে কামেলের ছোহ্বত এখতিয়ার না করিবে, ততদিন অজ্ঞতার অন্ধকারেই পতিত থাকিবে। ইনিরা ইচ্ছা করিয়া অন্ধকারে পতিত থাকিবে, তাহা বিশেষ আক্ষেপের বিষয় নহে। তবে আক্ষেপের বিষয় হইল, ইনিদের কারণে বহু অজ্ঞ সমাজ নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

১১। প্রশ্ন ঃ- একজন মাওলানা ছাহেবের জন্মস্থান আরব। তিনি প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন যে, ইল্মে তাছাওউফ বা ইল্মে ক্বল্ব বলিতে কোন কিছুই কিতাবে নাই। মুরীদেরকে তাওয়াজ্জোহ্ দান করা বেদয়াত। আর পীরের দরবার আমাদের আরব দেশে নাই। ইহা বাংলা হিন্দুস্থানের বেদয়াত। এক্ষেত্রে এই মাওলানা ছাহেবের উক্তিগুলি ছহীহ্ কি না ?

উত্তর ঃ- ছাওয়ালে বর্ণিত উক্তিগুলি ছহীহ্ নহে। উহা একমাত্র পাগলের প্রলাপ

◈ যেহেতু, বাংলা হিন্দুস্থানের সু-প্রসিদ্ধ পীর ছিলেন খাজা মাঈন উদ্দীন চিস্তি (রহঃ)। যিনির মাজার শরীফ আজমীর শরীফে, ইনির জন্মস্থান আরব।

◈ আর একজন প্রসিদ্ধ পীর ছিলেন ছৈয়দ আহ্মাদ তানুরী (রহঃ)। ইনির মাজার শরীফ নোয়াখালীর কাঞ্চনপুর। ইনি বাগদাদ শরীফের বড় পীর ছাহেবের নাতী।

◈ আর একজন প্রসিদ্ধ পীর ছিলেন হযরত শাহ্জালাল ছাহেব। যিনির মাজার শরীফ সিলেটে। ইনির জন্মস্থান আরব।

◈ **এইরূপ অসংখ্য পীর আরব দেশের থেকে বাংলা** হিন্দুস্থানের লোকদিগকে হেদায়াত করার জন্য আগমন করিয়া ছিলেন। বাংলা হিন্দুস্থানের লোকদিগকে ইনিরাই ইল্মে ত্বরীকত ও তাওয়াজ্জোহ্ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে ইল্মে ত্বরীকত ও তাওয়াজ্জোহ্ বাংলা হিন্দুস্থানের বেদ্য়াত বলা, পীরের দরবার আরব দেশে নাই, এই সব উক্তিগুলি যুক্তিহীন প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নহে।

ইল্মে ক্বলব বা ইল্মে তাছাওউফ কোন কিছুই কিতাবে নাই, ইহাও পাগলের প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

জগত বিখ্যাত দোর্রোল মোখ্তার কিতাবখানা আরবের ভাষায় লিখা হইয়াছে, ইহার কয়েকখানা ব্যাখ্যা লিখা হইয়াছে তন্মধ্যে একখানা আরবী ভাষায় লিখা হইয়াছে, যাহার প্রসিদ্ধ নাম হইয়াছে শামী। এই শামী কিতাবখানা কয়েক খন্ডে বিভক্ত হইয়াছে। উহার প্রথম খন্ডের কাদিম ছাপা ৪০ পৃষ্ঠায় লিখা রহিয়াছে ঃ-

- وعلم القلب وهو معطوف على الفقه الخ

মতলব - ইল্মে ক্বলব আবশ্যক পরিমাণ শিক্ষা করা ফরজে আইন। (উক্ত কিতাবের উক্ত পৃষ্ঠায় আরো লিখা আছে)

ان علم الاخلاص والعجب والحسد والرياء فرض عين -

অর্থাৎ - নিশ্চয় ইখ্লাছ, ওজ্ব, হাছাদ ও রিয়ার ইল্ম অর্থাৎ ইল্মে ক্বল্ব বা ইল্মে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজে আইন।

এতদ্ভিন্ন বহু কিতাবে ইল্মে ক্বল্ব আবশ্যক পরিমাণ শিক্ষা করা ফরজে আইন লিখা আছে।

এক্ষণে আরববাসী মাওলানা ছাহেব নিজেকে আরবী বলিয়া গৌরব করেন। আর যদি তিনি উল্লেখিত কোন কিতাবের কোন খবরই না রাখেন তবে কি তিনি আরবের বর্বর বধু (বোকা ও অজ্ঞ) ছাড়া আর কিছু হইবেন ?

বোধ হয় মাতৃভাষার জোরেই ভারতবর্ষে মাওলানা খেতাব নিতে সুযোগ পাইয়াছেন। আর যদি তিনি দাবী করেন সত্যই তিনি আলেম, তবে তিনিকে অনুরোধ জানান হইতেছে, তিনি উল্লেখিত কিতাবখানা পাঠ করিয়া নিজের খামখেয়ালী মত হইতে বিরত থাকেন। **আর যদি আমার বর্ণিত কোন একটি কথা বা দাবীর প্রতিবাদ** করিতে সাহস করেন তবে সব সময়ের জন্য আমি প্রস্তুত আছি। আমার অবর্তমানে অসংখ্য আলেম প্রস্তুত থাকিবেন। সাবধান! মানুষকে ধোকা দিয়া পরকাল নষ্ট না করেন।

১২। প্রশ্ন ঃ- জৈনপুরী পীর ছাহেবেরা কারামত বিশিষ্ট পীর। তিনিরা বিনা পয়সায় ওয়াজ করেন না। আর তাবলীগ জামাতের আলেম ছাহেবেরা সারা জীবন বিনা পয়সায় ওয়াজ করিতেছেন। পয়সা দিলেও তাঁহারা নেন না। বরং নিজ পকেট হইতে যাতায়াতের ভাড়া দিতেছেন। কাহারও খানা খান না, এমনকি এক পেয়ালা চা পান করিতেও রাজী হন না, ইহার ভেদ কি ? রহস্য কি ? বিস্তারিত জানিতে বাসনা।

উত্তর ঃ- ইহার ভেদ খুব রহস্যজনক, বিস্তারিত বিবরণ শ্রবন করিলে শিহ্রিয়া উঠিবেন। একদেশে রমজান মাসে দুইজন দরবেশ ছফরে আসিয়াছিলেন। একজন ছিলেন সরল ও খাঁটি। তিনি দেখিলেন ছফরে রোজা রাখিতে অসুবিধা হয়। তাই তিনি রোজা ভঙ্গ করিয়া খানা পিনা করিতে লাগিলেন। অজ্ঞ লোকেরাতো মাছয়ালা জানে না, তাহারা এই খাঁটি দরবেশের উপর বদগুমান করিতে লাগিলেন। এমন কি কতকে সহযোগিতা বর্জন করিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় দরবেশ ছিল অতি চতুর ও ভন্ড। সে যখন দেখিল মূর্খের দেশে ভন্ডামী না দেখাইতে পারিলে সাধুর সনদ সহজে মিলে না। তাই সে একখানা হুজ্রা শরীফ তৈয়ার করিয়া উহার মধ্যে বসিয়া অতি গোপন ভাবে খানা-পিনা করিতে লাগিল এবং প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করিয়া দিল যে, সে রমজান মাসেই খানা খান না।

অজ্ঞ লোকেরা যখন শুনিতে পাইল যে, দরবেশ ছাহেব রমজান মাসে আহার করে না তখন সকলেই কারামতে মুগ্ধ হইয়া প্রশংসা করিতে রত হইল এবং দলে দলে লোক মুরীদ হইয়া যাইতে লাগিল।

ঐদেশে একটি ছেলে ছিল অতি চতুর। সে ভাবিতে লাগিল, দরবেশের পায়খানা পেশাব আছে, আহার নাই। ইহাতে আজব রহস্য আছে। একদিন হুজরার ছিদ্র দিয়া তাকাইয়া দেখে দরবেশ পেট বোঝাই করিয়া খাইতেছে। যখন গোমর ফাঁক হইয়া গেল তখন তাহার ভাগ্যে যাহা জুটিবার তাহাই জুটিল।

এখন শুনুন ভেদের খবর, জৌনপুরী পীর ছাহেবেরা (যাহারা কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট) সরল ও খাঁটি পীর। তাই তাঁহারা যখন দেখিলেন ওয়াজ করিয়া খানা-পিনা, যাতায়াত খরচ, হাদিয়া, ওয্রত সবই জায়েজ, তখন তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

আর তাবলীগ জামাতের কতেক আলেম ছাহেবেরা যখন দেখিলেন মূর্খের দেশে ভন্ডামী না দেখাইলে সাধুর সনদ সহজে মিলে না, তাই তাহারা উল্লিখিত ভন্ড দরবেশের মত খাইনা বলিয়া ঘোষণা করিয়া অজ্ঞ সমাজের কাছে মোটা দরবেশ সাজিয়াছে। নচেৎ

তাহারা কেহই নিজ খরচে যাতায়াত করে না। নিজ পকেট হইতে খানা-পিনা খায় না। এমনকি তাহারা খাদেমেরও যাতায়াত ভাড়া, খোরাকী খরচ অফিস হইতে পাইতেছে। উপযুক্ত বক্তারা তো মোটা বেতন দ্বারা পকেটও বোঝাই করিতেছে।

আমি এই তথ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছি তাহা সমাজের অবগতির জন্য বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। সকলেই অবগত আছেন যে, তাবলীগ জামাতের বড় অফিস হইল আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা, ঢাকা।

[বিঃ দ্রঃ – এই কিতাব লিখার সময়কালে ঢাকা আশরাফুল উলূম মাদ্রাসায় ইসলাম প্রচার বা তাবলীগের বড় অফিস ছিল) এখান হইতে নেয়ামত পত্রিকা বাহির হয়। যাহার প্রোপাইটার হযরত মাওলানা আব্দুল ওহাব ছাহেব। উক্ত পত্রিকার (১৩৪৪ বাংলা– ৭ম সংখ্যার ১৬৩-১৭৪ পৃষ্ঠায় লিখা আছে, ধর্মপ্রচার কার্যের জন্য এক বিরাট সংজ্ঞ আবশ্যক। এই সংজ্ঞ গঠণের দুইটি ছুরত আছে।

প্রথম ছুরত এই যে, অনেক প্রচারক বেতন দিয়া নিযুক্ত করা হউক এবং তাহাদের বেতনের জন্য বিরাট আকারের চাঁদা আদায় করা হউক। কিন্তু বর্তমান সময়ের গতি দেখিয়া বুঝা যায় যে, ইহাতে জনসাধারণের বিশেষ কষ্ট হইবে। যাহাতে অকৃতকার্য হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

দ্বিতীয় ছুরত এই যে, বেতনভোগী কিছু সংখ্যক প্রচারক রাখা হউক। তাহাদের বেতনের জিম্মাদার ঐ সকল ছাহেবান হইবেন, যাহারা চাঁদার জন্য অনুরোধ ব্যতিরেকেই অযাচিতভাবে আগ্রহের সহিত চাঁদা দিতে প্রস্তুত হইবেন। এতদব্যতীত অধিকাংশ প্রচারক বিনা বেতনেই নিযুক্ত করা হউক।

উহার ছুরত এই যে,যে সকল আলেম ছাহেবান দ্বীনের এই খেদমতে শামিল হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু সময় মাসিক দুই চার দিন, ষান্মাসিক, সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, বার্ষিক, মাস, সোয়া মাস নিজের কাজ হইতে বাঁচাইয়া

مجلس دعوت الحق কে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সংবাদ জানাইবেন ঃ-

ناظم مجلس دعوة الحق - خانقاه امداديه - تهانه بهون - ضلم مظفر نكر - يو- يى -

নাজেম মাজলেছে দাওয়াতুল হক খানকায়ে এমদাদীয়া,
থানাভবন, জিলা-মুজাফ্ফর নগর, ইউ,পি।

ইহা সেই সকল ছাহেবানের তরফ থেকে চাঁদা স্বরূপ হইবে, যাহা টাকা পয়সার চাঁদা হইতেও বেশি প্রিয় ও উপকারী।

সমিতিতে ইহার তালিকা তাহাদের প্রদত্ত ঠিকানা ও সময়সহ রীতিমত রেজিষ্টার ভুক্ত থাকিবে।

যখন তাহাকে এই খেদমতের জন্য আহ্বানের প্রয়োজন হয়, তখন তাঁহাকে জানান হইবে যে, আপনি অমুক স্থানে তাশ্‌রীফ নিয়া সমিতির নির্ধারিত পন্থানুযায়ী (তাবলীগ) প্রচারের কাজ করিতে থাকেন। যাহাদের এইরূপ আদেশ করা যাইবে তাহাদের জন্য যাতায়াতের ভাড়া ও খোরাকী খরচ মধ্যপন্থানুরূপ পাঠান হইবে এবং যে সকল বোজর্গ খাদেম সঙ্গে রাখিতে পূর্ব হইতেই অভ্যস্থ এবং খাদেম ব্যতীত তাঁহাদের কষ্ট হয়, তাঁহাদের খেদমতে খাদেমের ভাড়া ও খোরাকী খরচও পাঠান হইবে।

১৩। প্রশ্ন ঃ- বর্তমানে কতক হাশ্‌তম হাফ্‌তম পড়া মুন্সী ছাহেবেরা মাওলানা ছাহেব সাজিয়া দেশ-বিদেশে তাবলীগ করিতেছেন। তাদের তাবলীগ কিরূপ ?

উত্তর ঃ- ঐরূপ আধা আলেমদের আম তাবলীগ করিতে যাওয়া কিছুতেই উচিত নহে। যাঁহারা আম তাবলীগ করিতে বাহির হইবেন তাঁহাদেরও অন্ততঃপক্ষে হেদায়া, মেশ্‌কাত ও জালালাইন প্রভৃতি কেতাব সমূহ পড়িয়া বুঝার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। নচেৎ নিজের অজ্ঞতা হেতু লোকদিগকে গলত মাছয়ালা বাতাইয়া হেদায়েতের পরিবর্তে আরও গোমরাহ্ করিয়া ফেলিবে। এসম্বন্ধে ভারত বিখ্যাত আলেমকুল শিরোমনি ও উপরে লিখিত তাবলীগ জামাতের গোড়া পত্তনকারী হযরত মাওলানা **আশ্‌রাফ আলী থানভী ছাহেবের দাওয়াতে আবদিয়াত কিতাবের ৫ম খন্ডের দ্বিতীয় ওয়াজের ৩২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-**

جولوك وعظ كهنى كى لئى ائين ان كى نسبت بهى تحقيق كرلين كه كسى مدرسى كى سندیافته بهى هين يا نهين - كيونكه اج كل كى واعظون سى نفع كى بجائى بهت زياده نقصان هوتاهى - مين نى ديوبند مين ايك واعظ صاحب كو واعظ كهتى سنا اور اس نى يه ايت پرهى - ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمون * اس كى بعد ترجمه اس ايت كا كيا كه تمهاري لئى يه بهتر هى كه تم تالا لكاكر نماز جمعه كو جايا كرو يه خرابى كى كه تعلمون يعنى تالاموند - اس زمانه مين مولانا رفيع الدين صاحب ديوبندى مهتمم مدرسه زنده تهى - اس واعظ كم بهت ذانئا -

اورايك واعظ كانپور مين ائ تهى - جامع العلوم مين انهون نى وعظ كها - يه ايت پرهى ولمن خاف مقام ربه جنتان - اور ترجمه كيا كه جنات مين ايك تخت هو كاجسكا ايك ايك ياايا ايك ايك هزاركوس كا هوكا اور طرح يه كياكه كوس كى تفسير بهى كى كه بئ كوس كم كهتى هين - اسى طرح هم نى ايسى واعظ بهى ديكهى هين كه وه وعظ كهتى هين لوكون سى معلوم هواكه شراب پيتى هين - اج كل مقتدا بننا بهى ايسا سستا هو كياهى كه جس كا جى جاهى وهى مقتدا بن جاتاهى -

অর্থাৎ - যিনি ওয়াজ করিতে আসিবেন তাহার সম্বন্ধে তাহ্‌কীক করিয়া দেখিবে যে, তিনি কোন মাদ্রাসার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কিনা ? কেননা, আজকাল বহু ওয়ায়েজীনদের থেকে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতিই হইয়া থাকে খুব বেশি। আমি একদিন দেওবন্দের জনৈক ওয়ায়েজকে ওয়াজ করিতে শুনিলাম; প্রথম সে এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ-

ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمون -

তারপর আয়াতের অর্থ এই রূপ করিলেন যে, তোমাদের জন্য ইহা উত্তম যে তোমরা গৃহের তালা বন্ধ করিয়া জুমার নামাজ পড়িতে যাইবে। সে তালামুনের অর্থ করিল তালা বন্ধ। দেওবন্দের মোহতামেম জনাব মাওলানা রফিউদ্দিন ছাহেব তখন জীবিত ছিলেন। তিনি উহা শুনিয়া ওয়ায়েজকে খুব ডাটিয়া দিলেন।

অন্য একজন ওয়ায়েজ কানপুর জামে মস্‌জিদে ওয়াজ করিতে এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ-

ولمن خاف مقام ربه جنتان -

সে আয়াতের তরজমা এইরূপ করিলেন যে, বেহেশ্‌তে একটি তখ্‌ত হইবে যাহার এক একটি পায়া হাজার ক্রোশ করিয়া লম্বা হইবে। এবং দাম্ভীকতা সহকারে বলিয়া ফেলিলেন যে, ক্রোশ বলা হয় বড় ক্রোশকে। কখনও এইরূপ ওয়াজকারীকেও ওয়াজ করিতে দেখা গিয়াছে যে, সে ওয়াজ করে আবার শরাবও পান করে। মোটকথা বর্তমানে মোক্তাদা (নামধারী আলেম, পীর বক্তা ও আমীর) হওয়া এত সস্তা হইয়া গিয়াছে যে, যাহার ইচ্ছা সেই উহা হইতে পারে।

ঢাকার আশরাফুল উলূম মাদ্রাসার ছদরে মোহ্তামেম হযরত মাওলানা শামসুল হক ছাহেব তাবলীগ বা ইসলাম প্রচার নামক পুস্তকের ৪র্থ পৃষ্ঠায় হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী ছাহেবের ফতওয়ার অনুবাদে লিখিয়াছেন- এই ধরণের ওয়ায়েজ যদি অতি বড় আলেম নাও হন কিন্তু মোটামোটি ফেক্বাহ, হাদীছ এবং তাফ্ছির (হেদায়া, মেশ্কাত, জালালাইনে) জ্ঞান রীতিমত থাকা দরকার এবং তাক্ওয়া পরহেজগারী থাকা দরকার, যাহাতে ওয়াজের মধ্যে বা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, কোন গলত মাছয়ালা বয়ান না করেন। **[বিঃ দ্রঃ- এই কিতাব লিখার সময়কালে বর্ণিত মাওলানা ছাহেব (রহঃ) উপরোল্লিখিত মাদ্রাসার মোহ্তামিম ছিলেন]**

— ঃ হাদিয়া গ্রহণ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জওয়াব ঃ —

১৪। প্রশ্ন ঃ- কতকের ধারণা যে সমস্ত পীরেরা হাদিয়া গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারা লোভী পীর। তাঁহাদের দ্বারা মুরীদেরা ফয়েজ (উপকার) পাইতে পারে না। যে সমস্ত পীরেরা অবস্থাপন্ন ও মুরীদের থেকে হাদিয়া গ্রহণ করে না, তাঁহাদের দ্বারা মুরীদেরা বেশী ফয়েজ পাইয়া থাকে, এই ধারণা ছহীহ কি না ?

উত্তর ঃ- উক্ত ধারণা ছহীহ নহে বরং বিপরীত ধারণা। যথা- হজরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী ছাহেবের আদাবুত্তরক কিতাবের পঞ্চম পৃষ্ঠায় লিখা আছে ঃ-

جوشيخ صاحب جائداد هوتاهى - اس سى فيض كم هوتاهى - نيزاس كى طرف كشش بهى كم هوتاهى - كيون كه اسمين شان مسكنت كى كم هوتى هى - اينى امتيازى شان سى اسكو طالبين كيطرف ايسا التفات هونا مشكل هى جيسى متوكل شخص كو هو كه وه اينى كو مساكن كا هم جنس ديكهتا هى نيز لو كون كى ذهن مين يه ركهتا هى كه هم كو وه كيون منه لكائين كى - وه برى ادمى اور مستغنى هى - اسواطى رجوع بهى كم كرينكى - اور جو شيخ هديا لينى والا هوتاهى اس سى فيض بهت هوتاهى اور لوكون كو اسكيظرف كشش زياده هوتى هى - كيون كه هديا مين خصيت هى - تحائف كى لينى والى كو اور دينى والى كو دونون كو ايك دوسى كى طرف ميلان هو تاهى يه حديث مين بهى هى اور تجربه سى بهى ثابت هى اور طالب اور مطلوب دونون كو ميلان هونايهى اصل هى فيض كى كو ظاهرمين معلوم هوتاهى كه هديا لينى والى شيخ كى اندر حرص هى اور ان سى فيض كم هوكا - ليكن يه غلط هى - كيونكه اس كو حرص نهين كهتى هين -

অর্থাৎ- অর্থশালী (যথা কোটি কোটি টাকার মালিক) পীর থেকে মুরীদের ফয়েজ (উপকার-কল্যাণ) কম হইয়া থাকে, এমনকি তাঁহার দিকে মুরীদানের আকর্ষণও কম হয়। যেহেতু তাঁহার ভিতর দারিদ্রতার অভাব ও বৈশিষ্ট ভাবের প্রাচুর্য্যহেতু (সম্পদের মাধ্যমে দুনিয়াবী মর্যাদা অধিক হওয়ার কারণে) মুরীদানের প্রতি তাঁহার ঐরূপ দৃষ্টি রাখা কঠিন হইয়া পড়ে, যেরূপ পূর্ণ তাওয়াক্কুলকারী পীর স্বীয় মুরীদানের প্রতি রাখিয়া থাকেন। এই জন্য যে তিনি নিজকে গরীবদের সমশ্রেণী বলিয়াই মনে করেন।

এতদ্ব্যতীত মানুষের মনেও এই ধারণার উদয় হইয়া থাকে যে, পীর ছাহেব একজন বিশাল বিত্তশালী বড় লোক। তিনি আমাদেরকে হাতে লইবেন কেন ? এ কারণে তাঁহার দিকে মানুষের টান কম হইয়া থাকে।

আর হাদীয়া গ্রহণকারী পীরের থেকে মুরীদগণ অত্যধিক ফয়েজ (উপকার-কল্যাণ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং লোকের তাহার দিকে ঝোঁক খুব বেশী হয়। কেননা, হাদীয়া লেন-দেনের মধ্যে একটি বিশেষত্ত্ব বিদ্যমান আছে। উহা এই যে, হাদীয়া গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়ই একে অপরের দিকে স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা হাদীছেও আছে এবং পরীক্ষা দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ পীর ও মুরীদের মধ্যে হাদীয়ার লেনদেনের কারণে এইরূপ যোগসূত্র স্থাপন হওয়াই ফয়েজের (আল্লাহকে পাওয়ার জন্য দ্বীনি উপকার) মূল কারণ। যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে হাদীয়া গ্রহণকারী পীরের মধ্যে হেরছ্ আছে ও তন্নিমিত্ত তাহার নিকট হইতে

ফয়েজ কম হইবে বলিয়া ধারণা হয় কিন্তু উক্তরূপ ধারণা একেবারে গলত বা ভিত্তিহীন, কেননা উহাকে হেরছ বলা হয়না।

– ঃ দুনিয়াদার লোক হক্কানী পীর হইতে পারে কি না ? ঃ –

১৫। প্রশ্ন ঃ– কতকের ধারণা দুনিয়াদার লোক কখনও হক্কানী পীর হইতে পারে না। এই ধারণা ছহীহ্ কি না ?

উত্তর ঃ– এই ধারণা ছহীহ্। দুনিয়াদার লোক কখনও হক্কানী পীর হইতে পারে না।

– ঃ দুনিয়াদার পীর কাহারা তাহার বিস্তারিত বিবরণ ঃ –

১৬। প্রশ্ন ঃ– দুনিয়াদার পীর কাহারা ? বিস্তারিত জানিতে বাসনা ।

উত্তর ঃ– যে সমস্ত পীরদের হালাল-হারামের তমীজ আছে এবং ফিক্বাহ্ ও তাছাওউফ তত্ত্ববিদ আলেম, তাহারা লক্ষপতি হইলেও দুনিয়াদার নহে।

পক্ষান্তরে, যাহারা হালাল হারামের তমীজ করে না এবং ফিক্বাহ ও তাছাওউফ উভয় ইল্ম শিক্ষা করে নাই আর অন্যদিকে সুদখোর, ঘুষখোর, বেপর্দা, বেনামাজী ইত্যাদি ফাছেকের বাড়ী দাওয়াত খাইয়া বেড়াইতেছে অথচ উক্ত পাপে লিপ্ত লোকদেরকে তাওবা ও সংশোধনের দাওয়াত ও নছীহাত ইত্যাদি কিছুই করে না। তাহারা পথের ভিখারী হইলেও দুনিয়াদার।

কতকে অবস্থাপন্ন পীর বা হাদীয়া গ্রহণকারী পীরকে দুনিয়াদার ঠিক করিয়াছে তাহা তাহাদের অজ্ঞতা বা ভন্ডামী।

১৭। প্রশ্ন ঃ– জাহেরী এবাদত নামাজ পড়ার জন্য যেরূপ মাছয়ালা শিক্ষা করিতে হয়, তদ্রুপ বাতেনী এবাদতের জন্যও কি মাছয়ালা শিক্ষা করিতে হয় ?

উত্তর ঃ– জাহেরী এবাদাত নামাজ, রোজা ইত্যাদির জন্য যেরূপ ফিক্বাহের মাছয়ালা শিক্ষা করিতে হয়, তদ্রুপ বাতেনী এবাদতের জন্যও তাছাওউফের মাছয়ালা শিক্ষা করিতে হয়। যথা- **জনাব মাওলানা কারামত আলী ছাহেবের জাদোত্তাক্ওয়া কিতাবের ১১৮, ১১৯ পৃষ্ঠায় লিখা আছে ঃ–**

ان يرهى لوك الله تعالى كى توفيق سى جب فرض اور مستحب عبادت اداكرنى شروع كرتى هين تب فقهى عالم كى ياس حاضر هوكى ينجوقتى نماز اور نوافل مثل تهجد اور اشراق اور چاشت وغيره كى اور فرض روزى وغيره عبادتون كى مسئلى تحقيق كرتى هين اور انكى عبادت قابل قبول هوتى هى - اكر عالم سى تحقيق نه كرى - توانكى عبادت خراب هوجاوى - ويساهى جب سلوك الى الله كى واسطى ذكر اور شغل شروع كرين تب علم تصوف كى واقف عالم كى ياس ضرورحاضر هوكر سلوك الى الله كى مسائل تحقيق كرين -

মতলব যেরূপ অজ্ঞ লোকেরা জাহেরী এবাদাত করার জন্য ফকিহ্ আলেমের কাছে গিয়া নামাজ, রোজা ইত্যাদির মাছয়ালা শিক্ষা করিতেছে। তাহাতে তাহাদের নামাজ, রোজা ইত্যাদি কবুলের উপযুক্ত হয়, আর শিক্ষা না করিয়া এবাদাত করিলে তাহাদের এবাদত খারাপ হইয়া যায়। তদ্রুপ বাতেনী এবাদতের জন্যও মাছয়ালা শিক্ষা করিতে হয়। আর যদি শিক্ষা না করে, তাহা হইলে তাহাদের বাতেনী এবাদতগুলি গায়রে মকবুল হইয়া যায়।

– ঃ মৌলুদ শরীফ (অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের দুনিয়াতে আগমন সম্পর্কীয় বর্ণনা) ও কিয়াম (অর্থাৎ দাঁড়ান অবস্থায় রাসূলে পাকের জন্য আল্লাহ্র নিকট দোয়া করা ও ছালাম পাঠ করা) সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা ঃ –

১৮। প্রশ্ন ঃ- কতক লোকের ধারণা, যে সমস্ত পীর ছাহেবেরা মৌলুদ শরীফ এবং কিয়াম করিতেছে, তাহারা বিদআতী, তাহাদের কাছে মুরীদ হওয়া জায়েয নহে। এই ধারণা ছহীহ কি না ?

উত্তর ঃ- এই ধারণা ছহীহ নহে, (বরং সম্পূর্ণ কিতাবের খেলাফ ভ্রান্ত ধারণা), যেহেতু, জনাব মাওলানা কারামত আলী (রহঃ) ছাহেব ছিলেন বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীর (যিনির কাছে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অকল্পনীয় খাছ রহমতে দুই কোটি ১৬ লক্ষ অমোছলমান ইসলামের কলেমা পাঠ করে মোসলমান হইয়াছে) (আলহামদুলিল্লাহ) তিনি নিজে মৌলুদ শরীফ এবং কিয়াম করিতেন এবং কিয়াম করা মোস্তাহাব লিখিয়াছেন।

যথা- জখিরায়ে কারামতের দ্বিতীয় খন্ডের ২৪৩ পৃষ্ঠায় লিখা আছে ঃ-

اورمولود مين جوقيام كرتى هين اسكى مستحب هونى كى جو ائهى دليلين هين همنى رساله ملخص مين لكهى كه جهيوان دياهى -

অর্থাৎ - মৌলুদ শরীফের কিয়াম করা মোস্তাহাব সম্বন্ধে আটটি দলিল দ্বারা ছাবেত করিয়া আমার মোলাখ্খাছ নামক কিতাবে ছাপাইয়া দিয়াছি।

ভারতের বিখ্যাত পীরে কামেল হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থান্‌বী ছাহেবের পীর হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ) ছাহেবও মৌলুদ শরীফ এবং কিয়াম করিতেন। যথা- তিনির ফায়ছালায়ে হাফত মাছয়ালার পঞ্চম পৃষ্ঠায় লিখা আছে -

اورمشرب فقير كا يه هى كه محفل مولود مين شريك هوتاهون بلكه ذريعه بركات سمجهكر هرسال منعقد كرتاهون اور قيام مين لطف اور لذت پاتا هون -

অর্থাৎ - ফকিরের (অর্থাৎ হাজী এমদাদ উল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ) এর আদত এই যে, আমি মিলাদ শরীফের মাহ্‌ফিলে শরীক হইতেছি বরং বরকতের অছিলা বুঝিয়া প্রতি বৎসর মীলাদ শরীফের মাহফিল কায়েম করিতেছি এবং কিয়ামের ভিতর (অর্থাৎ দাঁড়াইয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া বা দুরুদ ছালাম পাঠ করার ভিতরে লোত্‌ফ ও লজ্জত (স্বাদ ও মজা) পাইতেছি।

ভারত বিখ্যাত হযরত মাওলানা মুফ্‌তী মোহাম্মদ শফী ছাহেবের ফতুয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ এমদাদুল মুফ্‌তিনের ২০ পৃষ্ঠায় লিখা আছেঃ-

سوال : مولود شريف جو مروجه طريقه سى هوتاهى كيا حكم ركهتا هى ؟ مولود مين قيام جائز هى يا نهين ؟

الجواب - ناجائز هى اوراكر بدغات وتعينات مروجه سى خالى هون توجائز هى -

১৯। প্রশ্ন ঃ- বর্তমানে প্রচলিত (হিন্দুস্তানের প্রচলিত নিয়মে) মৌলুদ শরীফের কি হুকুম এবং মৌলুদ শরীফের কিয়াম করা জায়েজ কি না ?

উত্তম ঃ- যদি কোন দোষণীয় বেদআত বা কোন নির্দিষ্ট রেওয়াজ (অর্থাৎ ভুল নিয়ম) না থাকে তবে জায়েজ, আর যদি থাকে তবে নাজায়েজ।

উপরোল্লিখিত ফতুয়া হইতে পরিষ্কার বুঝা গেল মৌলুদ শরীফ এবং কিয়াম কোনটাই নাজায়েজ নহে।

তবে কেহ যদি নাজায়েজ কাজ উহার সহিত মিশ্রিত করে, তবে তাহা নাজায়েজ। **যেমন-** এক ব্যক্তি গাজা টানে আর কুরআন শরীফ পাঠ করে ইহাতে কেহই ফতুয়া দিতে পারে না যে, কুরআন পাঠ করা নাজায়েজ বরং ফতুয়া দিবে যে, ঐরূপ গাঁজা টানা অবস্থায় কুরআন পাঠ করা নাজায়েজ বা কুরআন পাঠ করা অবস্থায় গাঁজা টানা মহাপাপ।

❖ **উক্ত এমদাদুল মুফ্‌তিনের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখা আছে ঃ-**

سوال - میلاد شریف پرهنا یا سننا کیساهی کونسی طریقه یز جائزهی اور کون سی طریقه پر ناجائز ؟

الجوان - محفل میلادمین اکز کوئی تاریخ معین اور ضروری نه سمجهی جائ شیرنی اور روشنی وغیره ضروری نه سمجهی - روایات غلط نه پرهین - نظم پرهتی والی بی ریش نرکی نه هواور کانی کی طرح نه پرهین - اسی کرح اور درسی رسوم بدعت سی خالی هو تومضائقه نهین - غرض یه که رسول الله صلی الله, علیه وسلم کا ذکر مبارك جبکه ان رسوم بدعت سی خالی هون تو ثواب اور افضل هی اور اکر مروجه طریق پر بدعت رسوم سی بهرا هون - تونیکی برباد کناه لازم هی جیسی کوئی پاخانه مین جاکر قران پرهنی لکی فقط - محمد شفیع غفرله -

২০। প্রশ্ন ঃ- মীলাদ শরীফ পড়া এবং শুনা কি ? কোন্ অবস্থাতে জায়েজ আর কোন অবস্থাতে না-জায়েজ ?

উত্তর ঃ- মৌলুদ শরীফের মাহফিলে যদি ◈ কোন তারিখ নির্দিষ্ট এবং জরুরী বা ওয়াজিব না জানে, ◈ শিরনী ও রুশনি ইত্যাদি জরুরী বা ওয়াজিব না জানে গলত রেওয়াতে পাঠ না করে, কাছিদা পাঠকারী বেরেশ ছেলে না হয় এবং ◈ গানের সুরে না পড়ে এবং অন্য কোন নাজায়েজ কাজ না হয় তবে কোন দোষ নাই। বরং হযরত রাছূল (ছঃ) এর জিকির (স্বরণ) ও আলোচনা করা ছওয়াব এবং আফজাল (উত্তম) আর যদি উল্লিখিত না-জায়েজ রছমে ভরপুর থাকে তবে নেকী বরবাদ গুণাহ লাজেম হইবে। **যেমন-** কেহ পায়খানাতে গিয়া কুরআন পাঠ করিতে আরম্ভ করে। **[মুফ্তি মোঃ শফি ছাহেব]**

প্রিয় পাঠকগণ, উল্লিখিত ফতুয়াতে পরিস্কার বুঝিতে পারিলেন যে মৌলুদ শরীফ এবং কিয়াম কোনটাই নাজায়েজ নহে, তবে উহার সঙ্গে নাজায়েজ কাজ মিশ্রিত করিলে তাহা নাজায়েজ হইবে। যেরূপ পায়খানায় গিয়া এক ব্যক্তি কুরআন পাঠ করিলে সমস্তের জন্য কুরআন পাঠ হারাম হইয়া যায় না। তদ্রুপ কোন দেশের মৌলুদ কিয়ামে উল্লেখিত নাজায়েজ কাজ মিশ্রিত সব দেশের মৌলুদ শরীফ ও কিয়াম নাজায়েজ হইয়া যায় না।

আমাদের জানামতে বাংলাদেশের মৌলুদ কিয়ামে উল্লিখিত নাজায়েজ রছমের নাম-গন্ধও নাই। যে আলেম ছাহেবেরা মৌলুদ শরীফ এবং কিয়াম করাকে একদম নাজায়েজ বলে, তাহারা তাহাদের অজ্ঞতা বা হিংসার পরিচয় দিতেছে। কিয়াম বিরোধী মাওলানা ছাহেবানদের নিকট আরজ জানান যাইতেছে যে, তিনিরা যেন নিজের ইল্মের দৌড় প্রকাশ না করিয়া দারুল উলূম দেওবন্দের উপরোল্লিখিত ফতুয়া খানা একবার মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া দেখেন এবং আল্লাহ্র ওয়াস্তে সমাজের সামনে প্রকাশ করিয়া দেন, তাহা হইলেই কিয়ামের ঝগড়া চিরতরে দূরীভূত হইয়া যাইবে।

মীলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন "রেছালায়ে মোলাখ্খাছ।"

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

চতুর্থ খন্ড

নায়েবে রাছূল ও মুজাদ্দিদে আ'জম

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব

রহ্‌মাতুল্লাহ্‌ আলাইহে কর্তৃক প্রণীত

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আল্লাহ্ তা'য়ালার মাখলুকাতের ভিতরে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। এই মানুষের জন্য দুইটি জগত, ইহজগত ও পরজগত। ইহজগত বিনা বিনিময়ে দান করা হইয়াছে। পরজগত বিনা বিনিময়ে দান করা হইবে না। যে জিনিসের বিনিময়ে দান করা হইবে সেই জিনিস হইল আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলাম বা শরীয়ত।

ইল্‌মে কালাম, ইল্‌মে তাছাওউফ ও ইল্‌মে ফিক্বাহ এই তিন প্রকার মাছয়ালার সমষ্টির নাম শরীয়ত। এই শরীয়াতের মাছয়ালা **প্রথমতঃ**– দুই ভাগে বিভক্ত। এ'তেক্বাদী মাছয়ালা ও আমলী মাছয়ালা। আমলী মাছয়ালা দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ ফিক্বাহ্, দ্বিতীয়ভাগ ইল্‌মে তাছাওউফ। উভয় প্রকারের ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ।

❑ **অধিকাংশ লোকের ধারণা,** তাছাওউফ শরীয়তের অংশ নহে এবং ফিক্বাহ শিক্ষা করার ন্যায় তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ নহে।

❑ **কতকের ধারণা তাছাওউফ শিক্ষা** করা মোস্তাহাব। এক্ষণে তাছাওউফ যে শরীয়াতের অংশ, তাছাওউফ শিক্ষা করা যে ফিক্বাহ শিক্ষা করার ন্যায় ফরজ এবং তাছাওউফ ছাড়া যে শরীয়ত মোতাবেক আলেম হওয়া যায়না। এ সম্বন্ধে সমাজ একেবারে ভুলে পতিত আছে। সমাজের এই ভুল ধারণা দূরীভূত করার জন্য এবং সমাজের ভিতর কিছু শরীয়ত মোতাবেক আলেম তৈরী করার জন্য অত্র কিতাবখানা লিখা হইল। এই কিতাব খানার নাম তাছাওউফ শিক্ষা ৪র্থ খন্ড রাখা গেল।

গ্রন্থকার

– ঃ বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ – [প্রকাশক]

প্রকাশ থাকে যে, তাছাওউফ শিক্ষা তৃতীয় খন্ডে তাছাওউফ বিরোধী নাকেছ ও মাছয়ালা পরিবর্তন কারীগণের নাম উল্লেখ করিয়া কঠিন প্রতিবাদ লিখা আছে বিধায় উক্ত কিতাবের বর্ণনা সত্য প্রকাশ ৪র্থ খন্ড নামক কিতাবে ছাপানো হয়েছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

চতুর্থ খন্ড

১। প্রশ্ন ঃ- ইল্‌মে তাছাওউফ শরীয়তের একটি অংশ কি না ?

উত্তর ঃ- তাছাওউফ শরীয়তের তিন অংশের একটি অংশ বা আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ। যথা - কুরআন মজীদের এগার পারা, সূরা তাওবার ১২২নং আয়াতে লিখা আছে -

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين -

এই আয়াতে শরীয়তের ইল্‌ম শিক্ষার যে আদেশ রহিয়াছে উহার ব্যাখ্যা মোছাল্লামুছ্ছুবূত কিতাবের হাশিয়ায় লিখা আছে-

اعلم ان الفقه فى الزمان القديم كان متناولا لعلم الحقيقة وهى علم الالهيات وعلم الطريقة وهى مباحث المهلكات والمنجيات وعلم الشريعة الظاهرة -

মূলঅর্থ - শরীয়তের মাছয়ালা তিনভাগে বিভক্ত। যথা- ১। ইল্‌মুল ইলাহিয়াত ২। ইল্‌মু ত্বরীক্বাত ৩। ইল্‌মুশ্‌ শরীয়াতিজ্‌ জাহেরা। অর্থাৎ- আক্বায়েদ, তাছাওউফ, ফিক্বাহ্‌ ।

বর্ণিত বিবরণে পরিস্কার বুঝা গেল, ইল্‌মে তাছাওউফ শরীয়তের মাছয়ালার এক তৃতীয়াংশ বা আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ।

❑ বোখারীও মুসলিম শরীফের হাদীছে আছে-

عن معاوية رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين وانما انا قاسم والله يعطى [بخارى ومسلم]

মূলঅর্থ - রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-আল্লাহ্‌ তা'য়ালা যাহার কল্যাণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে দ্বীনের ইল্‌ম দান করেন। আমি মাত্র বন্টনকারী, আল্লাহ তা'য়ালা বুঝ শক্তি দান করেন।

বর্ণিত হাদীছের শরাহ্‌ মেরকাতের ১ম খন্ডের ২৬৭ পৃষ্ঠায় ও মাজাহেরে হক কিতাবের ১ম খন্ডের ৯০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে - আহ্‌কামে শরীয়তে জাহেরা, আহ্‌কামে তরীক্বত, আহ্‌কামে হাক্বীকত এই তিন প্রকার মাছায়ালার সমষ্টির নাম শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম।

উল্লেখিত বিবরণে পরিস্কার বুঝা যায়, ইল্‌মে তাছাওউফ শরীয়তের মাছয়ালার এক তৃতীয়াংশ বা আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ।

২। প্রশ্ন ঃ- তাছাওউফ যে শরীয়তের মাছয়ালার অংশ তাহা গত জামানার নায়েবে রাসূলদের কোন কিতাবে লিখা আছে কি না ?

উত্তর ঃ- যখন কুরআন হাদীছ দ্বারা স্বপ্রমাণ হইল যে ইল্‌মে তাছাওউফ শরীয়তের মাছয়ালা সমূহের এক তৃতীয়াংশ বা আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ তখন প্রত্যেক জামানার নায়েবে রাসূলগণ যাহারা উক্ত ব্যাপারে কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন তাহারা নিজ নিজ কিতাবে উহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

❑ যথা-এহ্‌ইয়াউল উলূমিদ্দিন কিতাবের মোলহাক ৫ম খন্ড ৩য় পৃষ্ঠায় লিখা আছে-

اعلم ان علوم المعاملة التى يتقرب بها الى الله تعالى تنقسم الى ظاهرة وباطنة - والظاهرة قسمان - معاملة بين العبد وبين الله تعالى ومعاملة بين العبد وبين الخلق - والباطنة ايضا قسمان - ما يجب تزكية القلب عنه من الصفات المذمومة ومايجب تحلية القلب به من الصفات المحمودة -

সংক্ষেপে সরল অর্থ ঃ- শরীয়তের মাছায়ালা দুই ভাগে বিভক্ত। ফিক্বাহ ও ইলমে তাছাওউফ। ফিক্বাহ দুইভাগে বিভক্ত যথা-ইবাদত, মোয়ামালাত। ইল্‌মে তাছাওউফ দুইভাগে বিভক্ত। যথা-মুহ্‌লিকাত, মুন্‌জিয়াত।

❑ **হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (রহঃ) ছাহেবের মাক্‌তুবাত শরীফে লিখা আছে-**

العلماء ورثة الانبياء

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখা আছে- (মূলকথা) শরীয়তের আমলী মাছয়ালা দুইভাগে বিভক্ত যথা- ফিক্বাহ্‌ ও তাছাওউফ।

❑ বংগ বিখ্যাত মাওলানা কারামত আলী ছাহেবের জখিরায়ে কারামত কিতাবের ২য় খন্ডের ২১নং পৃষ্ঠায় লিখা আছে - মূল কথা-শরীয়তের আমলী মাছয়ালা দুইভাগে বিভক্ত। ফিক্বাহ্‌ ও তাছাওউফ।

❑ ভারত বিখ্যাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ছাহেবের তাকাশ্‌শুফ কিতাবের ১১১ পৃষ্ঠায় লিখা আছে - মূলকথা-শরীয়তের আমলী মাছয়ালা দুইভাগে বিভক্ত। ফিক্বাহ্‌ ও তাছাওউফ।

উল্লিখিত বিবরণে পরিস্কার বুঝা গেল, গত জামানার প্রসিদ্ধ নায়েবে রাসূলেরা নিজ নিজ কিতাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন ইল্‌মে তাছাওউফ শরীয়তের মাছয়ালার এক তৃতীয়াংশ বা আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ।

৩। প্রশ্ন ঃ- তাছাওউফ যে শরীয়তের মাছয়ালার এক তৃতীয়াংশ বা আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ উহা গত জামানার প্রসিদ্ধ কিতাব লিখক আলেম ছাহেবেরা নিজ নিজ কিতাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন কি না ?

উত্তর ঃ- গত জামানার প্রসিদ্ধ আলেম ছাহেবদের মধ্যে যাহারা শরীয়তের মাছয়ালার কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন, তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কিতাবে তাছাওউফ শরীয়তের মাছয়ালার এক তৃতীয়াংশ বা আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ লিখিয়া গিয়াছেন। যথাঃ- জামাতে উলার (ফাজিল ক্লাসের) পাঠ্য **"মোছাল্লামুছ্‌ছুবূত"** কিতাবে শরীয়তের মাছয়ালার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন- **মূলকথা**-তাছাওউফ শরীয়তের এক তৃতীয়াংশ বা আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ এবং আক্বায়েদে নাছাফী কিতাবে শরীয়াতের মাছয়ালার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন- **মূলকথা**-আমলী মাছয়ালা (অর্থাৎ ফিক্বাহ ও তাছাওউফ) শরীয়তের মাছয়ালার এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৪। প্রশ্ন ঃ- গত জামানার কোন ফতুয়ার কিতাবে তাছাওউফ শরীয়তের অংশ লিখা আছে কি না ?

উত্তর ঃ- আমাদের হানাফী মাজহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব শামী, উহার প্রথম খন্ডের ৪০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে- **মূলকথা** - শরীয়তের আমলী মাছয়ালা দুইভাগে বিভক্ত, ফিক্বাহ্‌ ও ইলমে তাছাওউফ।

৫। প্রশ্ন ঃ- কতক নামধারী মাওলানা আছেন তাহারা বলিতেছেন, আমরা মাদ্রাসা পাস করিলাম এবং কুরআন হাদীছ পাঠ করিয়া দেখিলাম কোথাও তাছাওউফ পাইলাম না। বর্ণিত মাওলানারা কোন দরজার আলেম ?

উত্তর ঃ- যাহারা মাদ্রাসা পাশ করিয়া বা কুরআন হাদীছ পাঠ করিয়া তাছাওউফের খোঁজ পায় নাই। তাহারা আলেমই নহে। তবে তাহারা যে বলেন, মাদ্রাসা পাশ করিয়াছি

এবং কুরআন-হাদীস পাঠ করিয়াছি কিন্তু কোথাও তাছাওউফ পাইলাম না, ইহা মিথ্যা প্রবঞ্চনা। সত্য কথা হইল ইল্‌মে তাছাওউফ শরীয়তের এক তৃতীয়াংশ বা আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ কুরআন মজীদের অসংখ্য আয়াতে ও অসংখ্য হাদীছে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে।

– ঃ সাবধান বাণী ও চ্যালেঞ্জ ঃ –

আমি পরিস্কার ভাষায় জানাইয়া দিতেছি, আমাদের বাংলাদেশে বা পৃথিবীর কোথাও কোন আলেম ছাহেব যদি এরূপ থাকেন যে, বলিতে পারেন তাছাওউফ শরীয়তের মাছয়ালার এক তৃতীয়াংশ বা আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ নহে এবং উহা ফরজ নহে, তবে তাহারা আমার এই কিতাবের প্রতিবাদ করিতে পারেন বা মোকাবেলা মতে বাহাছ করিতে পারেন। আমি সব সময়ের জন্য প্রস্তুত আছি। আমি এই আলেম ছাহেবদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তাহারা যেন কুরআন-হাদীছের খেলাফ প্রচার না করেন বা সমাজকে ধোকা না দেন।

আমি স্বচক্ষে দেখিতেছি সমাজ এখন একেবারে অন্ধ নয়, সমাজের চক্ষু ফুটিয়াছে এবং এ দেশের বহু ছেলেরা কিতাব দেখার চক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। আল্লাহর ফজলে প্রায় প্রত্যেক ইউনিয়নে পাঁচ দশ জন টাইটেল বা দাওরা পাস ছেলে তৈয়ার হইয়াছে। আমি মাদ্রাসা পাস মাওলানা ছাহেবদিগকে আহ্বান জানাইতেছি যে. তাহারা আমার বর্ণিত মাছয়ালার উল্লেখিত কিতাবগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে থাকেন, তাহা হইলে বর্ণিত মাছয়ালার সত্যতা অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন।

৬। প্রশ্ন ঃ- ফিক্বাহের মাছয়ালা শিক্ষা করা যেরূপ ফরজ, তাছাওউফের মাছয়ালা শিক্ষা করা তদ্রুপ ফরজ কি না ?

উত্তর ঃ- ফিক্বাহর মাছয়ালা শিক্ষা করা যেরূপ ফরজ, তাছাওউফের মাছয়ালাও শিক্ষা করা তদ্রুপ ফরজ। **যথা- শামী কিতাবের প্রথম খন্ডের ৪০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে-**[ছাপার পার্থক্যের কারণে পৃষ্ঠার পার্থক্য থাকিতে পারে।]

اعلم ان تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدرما يحتاج لدينه وفرض كفاية وهومازاد عليه لنفع غيره ومندوبا وهو التبحرفى الفقه وعلم القلب -

মূলঅর্থ - আবশ্যক পরিমাণ ফিক্বাহের ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজে আইন। অপরকে শিক্ষা দিবার মানসে আবশ্যকের অতিরিক্ত শিক্ষা করা ফরজে কিফায়া এবং বিশেষ বুৎপত্তি লাভের মানসে বেশী শিক্ষা করা মোস্তাহাব। এইরূপ ইল্‌মে তাছাওউফও অবস্থাভেদে শিক্ষা করা ফরজে আইন, ফরজে কিফায়া ও মোস্তাহাব। **[দুররুল মুখ্‌তার]**

৭। প্রশ্ন ঃ- কতক নামধারী টাইটেল বা দাওরা পাস মাওলানারা বলিতেছেন, শরীয়তের ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ কিন্তু ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ নহে, উহা মোস্তাহাব। বর্ণিত মাওলানারা কোন দরজার আলেম ?

উত্তর ঃ- ছাওয়ালে বর্ণিত মাওলানারা আলেমই নহে। যাহারা ইল্‌মে শরীয়ত শিক্ষা করিতে গিয়া টাইটেল বা দাওরা পাশ করিয়া আল্লাহর দ্বীন শরীয়তের সঠিক সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা জানে না। তাহারা দ্বীন ইসলাম প্রচারক আলেম হয় কেমন করে ? সত্যকথা বলিতে কি যাহারা তাছাওউফ শিক্ষা করা মোস্তাহাব বলিতেছে, তাহারা শরীয়তের ইল্‌মে গন্ডমূর্খ। এই শ্রেণীর মাওলানারা রীতিমত মাদ্রাসায় হাজির হয় নাই, আর যদি হাজির হইয়াও থাকে, তবে পিছনের টুলে বসিয়া ঘুমে ঘুমে সময়টা শেষ করিয়াছে।

৮। প্রশ্ন ঃ- ফিক্বাহের ইল্‌মে যেরূপ পড়াশুনা করিয়া শিক্ষা করিতে হয়। তাছাওউফের ইল্‌মও তদ্রুপ পড়াশুনা করিয়া শিক্ষা করিতে হয় কি না ?

উত্তর ঃ- ফিক্বাহের ইল্‌ম যেরূপ পড়াশুনা করিয়া শিক্ষা করিতে হয়, তাছাওউফের ইল্‌মও তদ্রুপ পড়াশুনা করিয়া শিক্ষা করিতে হয়। যেহেতু উভয় ইল্‌ম কুরআন হাদীছ হইতে বাহির হইয়াছে। যে মাছয়ালাগুলি বাহ্যিক শরীরের সংগে মোতা'য়াল্লাক (সম্পর্কযুক্ত) উহা ফিক্বাহ, আর যে মাছয়ালাগুলি অন্তরের সংগে মোতা'য়াল্লাক উহা ইল্‌মে তাছাওউফ। মোট কথা শরীয়তের আমলী মাছয়ালা দুইভাগে বিভক্ত, ফিক্বাহ ও তাছাওউফ। উভয় ইলেমই পড়াশুনা করিয়া শিক্ষা করিতে হয়।

৯। প্রশ্ন ঃ- বর্তমানে টাইটেল বা দাওরা পাস করিলে ফিক্বাহ ও তাছাওউফ উভয় প্রকার ইল্‌ম শিক্ষা হয় কি না ?

উত্তর ঃ- বর্তমানে মাদ্রাসায় টাইটেল বা দাওরা পাস করিলে ফিক্বাহের ইল্‌ম শিক্ষা হয়। তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা হয় না। কারণ তাছাওউফের ফরজ আদায় হয় এইরূপ কোন কিতাব পাঠ্য করা হয় নাই।

১০ । প্রশ্ন ঃ- বর্তমানে মাদ্রাসায় কুদূরী, শরহে-বেক্বায়া, হেদায়া কিতাব পাঠ্য করা হইয়াছে, উক্ত কিতাবে তাছাওউফের মাছয়ালা লিখা হইয়াছে কি না ?

উত্তর ঃ- কুদূরী, শরহে- বেক্বায়া, হেদায়া মোতাআখখেরীণ আলেমদের ফিক্বাহের কিতাব, উহাতে শুধূ ফিক্বাহের মাছয়ালা লিখা হইয়াছে। তাছাওউফের মাছয়ালা লিখা হয় নাই। **[জামাতে উলার বা ফাজেল ক্লাসের পাঠ্য মোছাল্লামুছছুবূত কিতাবের আরবী হাশিয়া ৭ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]**

১১। প্রশ্ন ঃ- বর্তমানে মাদ্রাসায় কুরআন, হাদীস পাঠ্য করা হইয়াছে। উহাতে তাছাওউফের মাছয়ালা শিক্ষা হয় কি না ?

উত্তর ঃ- বর্তমানে প্রচলিত মাদ্রাসার নিয়ম অনুযায়ী পচলিত ধারায় শুধুমাত্র কুরআন-হাদীস পাঠ করিলে ফিক্বাহ্, তাছাওউফ উভয় ইল্‌মের কোন ইল্‌ম শিক্ষা অর্জন হয় না। এই কারণে ফিক্বাহের আলেম হওয়ার জন্য ফিক্বাহের মাছয়ালার কিতাব কুদুরী, শরহে বেক্বায়া, হেদায়া ইত্যাদি বহু কিতাব পাঠ্য করা হইয়ছে। কাজেই ফিক্বাহের ইল্‌ম শিক্ষা হয়। কিন্তু তাছাওউফের ইল্‌মের ফরজ হাছিল হয় এরূপ কোন কিতাব পাঠ্য করা হয় নাই, এইজন্য তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা হয় না। অর্থাৎ- **তাছাওউফের বহু জরুরী শিক্ষা বাকী থাকে।**

১২। প্রশ্ন ঃ- যে সমস্ত মাওলানা ছাহেবরা দাওরা বা টাইটেল পাশ করিয়া কোন মশহুর পীরের দরবারে (প্রচলিত নফল) ত্বরীকা সমাপ্ত করিয়া খেলাফত প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করা হইয়াছে কি না ?

উত্তর ঃ- আমাদের বাংলাদেশে যতটা মশহুর পীরানা দরবার আছে কোথায়ও সঠিকভাবে তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা দেওয়া হয় না। এমন কি পীর সাহেবরাও তাছাওউফের মাছয়ালার খোঁজ-খবর রাখেন না। অর্থাৎ-তাছাওউফের ইলমে গন্ডমূর্খ। ইহারা মুরীদদিগকে কিভাবে তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা দিবে ? [অতএব সকলকে বিশেষ করে সর্বশ্রেণীর পীর ও খলিফাগণকে বিশেষভাবে আহ্বান জানানো যাইতেছে যে, আপনারা কোন রকম কাল বিলম্ব না করিয়া কিতাবী ধারায় অতি জরুরী ভিত্তিতে সঠিক ও ফরজ ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করুন; কারণ নিজেরা শিক্ষা না করিলে ইলমে ত্বরীকাতের অকল্পনীয় মহান দায়িত্ব কিভাবে সম্পাদন করিবেন।] **[প্রকাশক]**

১৩। প্রশ্ন ঃ- ভোরের দুরূদ, এশার দুরূদ, লা-হাওলা ইত্যাদি তাছাওউফের ইল্‌ম কি না ?

উত্তর ঃ- দুরূদ, লা-হাওলা একটিও তাছাওউফের মাছয়ালা নহে। তাছাওউফের মাছয়ালা হইল শরীয়তের আমলী মাছয়ালার দুইভাগের একভাগ। ইহা আহকামে বাতেনী বা মুহ্‌লিকাত ও মুন্‌জিয়াতের মাছয়ালা। **যথা- মুছাল্লামুছছুবুত কিতাবের হাশিয়াতে লিখা**

আছে - মূলকথা - শরীয়তের মাছয়ালা তিন ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে একভাগ হইল ত্বরীক্বাতের মাছয়ালা **অর্থাৎ** মুহ্লিকাত-মুন্জিয়াতের মাছয়ালা।

১৪। প্রশ্ন ঃ- লতীফার ছবকে ধ্যানে বসিতে থাকিলে আরশে মোয়াল্লাহ থেকে তাছাওউফের ইল্ম আসিবে কি না ?

উত্তর ঃ- লতীফার ছবকে সারাজীবন বসিয়া থাকিলেও তাছাওউফের ইল্ম ক্বলব শরীফে হাজির হইবে না। কারণ তাছাওউফের যে ইল্ম শিক্ষা করা ফরজ, উহা শরীয়তের মাছয়ালার এক তৃতীয়াংশ বা আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ। উহা আহ্কামে বাতেনী। মুহ্লিকাত ও মুন্জিয়াতের মাছয়ালা, উহা কুরআন মজীদে বিশ্বনবীর (ছঃ) কাছে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের মারফতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

১৫। প্রশ্ন ঃ- তাছাওউফের জরুরী মাছয়ালা কি ?

উত্তর ঃ- শামী কিতাবের প্রথম খন্ডের ৪০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে -

- ازالتها فرض عين ولا يمكن الا بمعرفة حدودها واسبابها وعلاماتها وعلاجها

অর্থাৎ ঃ- অন্তরের রাজায়েল দূর করা ফরজে আইন। কিন্তু উহা দূর করা সম্ভব হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি রাজায়েলের তা'রীফ, ছবব, আলামত ও এলাজের মাছয়ালা অবগত না হইবে।

বর্ণিত বিবরণে পরিস্কার বুঝা গেল, প্রত্যেকটি রাজায়েল দূর করিতে চারটি করিয়া মাছয়ালা শিক্ষা করা জরুরী। বর্তমান জামানার মশহুর পীরদের দরবারে বর্ণিত মাছয়ালা শিক্ষা করার নাম-নিশানাও নাই। আছে শুধু নফল অজীফা আর অমূলক কারামত কাহিনী। [অতএব, সকলের প্রতি বিশেষ করে সমগ্র বাংলাদেশের পীর সাহেবানদের প্রতি আহ্বান, আপনারা বর্ণিত মহাসত্য শিক্ষা অতি জরুরী ভিত্তিতে পুরাপুরি গ্রহণের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করুন। কারণ সমাজকে সঠিক পথে আহবান ও শিক্ষা দানের বিরাট দায়িত্ব আপনারা নিজ স্কন্দে গ্রহণ করিয়াছেন। **[প্রকাশক]**

১৬। প্রশ্ন ঃ- কেহ যদি কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট কামেল শিক্ষক অর্থাৎ কামেল পীর মোর্শেদ ছাড়া তাছাওউফের মাছয়ালার কিতাবগুলি নিজে নিজে পাঠ করিতে থাকে, তবে তাহার তাছাওউফের ইল্ম, শিক্ষার ফরজ আদায় হইবে কি না ?

উত্তর ঃ- কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট কামেল শিক্ষক, কামেল পীর মোর্শেদ ছাড়া নিজে নিজে কিতাব পাঠ করিলে তাছাওউফের ইলম শিক্ষার ফরজ আদায় হইবে না। কারণ শরীয়তের আমলী মাছয়ালা দুইভাগে বিভক্ত। যথা-ফিক্বাহ্ ও তাছাওউফ। ফিক্বাহ্ শিক্ষাই যখন শিক্ষক ছাড়া হয় না। তখন তাছাওউফের ইল্ম শিক্ষক ছাড়া শিক্ষা হইবে কেমন করে ?

যদি কোন মাওলানা ছাহেব নিজে নিজে দুই একখানা তাছাওউফের কিতাব পাঠ করিয়া ধারণা করিয়া থাকে যে তাহার তাছাওউফের ইল্ম শিক্ষার ফরজ আদায় হইয়া গিয়াছে তবে তাহা তাহার ভুল ধারণা।

নিজে নিজে কিতাব দেখার মিছাল যেমন- সমস্ত রাত্র ইউছুফ জোলায়খার পুস্তক শুনিয়া ভোরে জিজ্ঞাসা করে এদের মধ্যে মেয়ে কোন জন ?

তদ্রুপ সমস্ত জীবন তাছাওউফের মাছয়ালার কিতাব নিজে নিজে পাঠ করিয়া বলিয়া থাকে তাছাওউফের ইল্ম কিতাবস্থ ইল্ম নহে। ইহা (চক্ষু বন্ধ ধ্যানে) ছিনায় ছিনায় হাছিল হয় বা লতিফার ছবকে হাছিল হয় বা কাশ্ফ দ্বারা হাছিল হয় ইত্যাদি।

১৭। প্রশ্ন ঃ- যাহারা ফিক্বাহ্ শিক্ষা করিয়াছে, তাছাওউফের ইল্ম শিক্ষা করে নাই তাহাদিগকে শরীয়তে আলেম বলে কি না ?

উত্তর ঃ- যাহারা ফিক্বাহ শিক্ষা করিয়াছে, তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করে নাই তাহাদিগকে শরীয়তে আলেম বলে না। তবে তাহাদিগকে ফিক্বাহের আলেম বলা যাইতে পারে। শরীয়াত মোতাবেক আলেম হইতে চাহিলে ফিক্বাহ-তাছাওউফ উভয় ইল্‌মের আলেম হইতে হইবে।

১৮। প্রশ্ন ঃ- যাহারা ফিক্বাহের ইল্‌ম শিক্ষা করিয়াছে এবং ফিক্বাহের ইল্‌মের উপর আমলও আছে, কিন্তু তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করে নাই, তাহারা হিসাব অন্তে মুক্তি লাভের অধিকারী হইবে কি না ?

উত্তর ঃ- যাহারা ফিক্বাহের ইল্‌ম শিক্ষা করিয়াছে, তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করে নাই, তাহারা হিসাব অন্তে মুক্তি লাভের অধিকারী হইবে না। যেহেতু তাহাদের উপর তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ ছিল, উহা তরক করিয়া আল্লাহর নিকট গুনাহগার সাব্যস্ত হইয়াছে। এই গুনাহের জন্য হিসাব অন্তে দোজখ ভোগ করিতে হইবে।

যথা- কুরআন মজীদের ১৯পাড়া সূরায়ে শো'য়ারার ৮৮ ও ৮৯ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা ফরমাইয়াছেন-

يوم لاينفع مال ولابنون الامن اتى الله بقلب سليم -

সংক্ষেপে মূল অর্থ ঃ- যাহারা অন্তরের ইছলাহ্‌ না করিয়া আল্লাহ্‌র সামনে হাজির হইবে, তাহারা মুক্তিলাভের অধিকারী হইবে না।

১৯। প্রশ্ন ঃ- তাছাওউফ ও মারেফত এক জিনিস কি না ?

উত্তর ঃ- তাছাওউফ ও প্রচলিত মারেফত এক জিনিস নহে। কারণ তাছাওউফ হইল শরীয়তের আমলী মাছয়া'লার অর্ধাংশ। অর্থাৎ- আহ্‌কামে বাতেনী বা মুহ্‌লিকাত ও মুন্‌জিয়াতের মাছয়ালা। আর প্রচলিত মারেফত আহ্‌কামে বাতেনী বা মুহ্‌লিকাত; মুন্‌জিয়াতের মাছয়ালা নহে।

মোট কথা, বর্তমানে পীরানা দরবারসমূহে প্রচলিত মারেফাত, আহ্‌কামে শরীয়ত নহে বরং আহ্‌কামে শরীয়তের উপর আমল করার দরুন অন্তরে যে এক প্রকার নূর পয়দা হয় উহা প্রকাশ হওয়ার নাম মারেফত।

২০। প্রশ্ন ঃ- শরীয়ত ও মারেফাত এক জিনিস কি না ?

উত্তর ঃ- শরীয়ত ও মারেফাত এক জিনিস নহে। শরীয়ত হইয়াছে আহ্‌কামে জাহেরী ও আহ্‌কামে বাতেনীর সমষ্টির নাম, আর মারেফাত হইয়াছে আহ্‌কামে জাহেরী ও আহকামে বাতেনী উভয়ের উপর আমল করার দরুন অন্তরে যে এক নূর পয়দা হয় উহা প্রকাশ হওয়ার নাম।

২১। প্রশ্ন ঃ- মারেফাতের ইল্‌ম শিক্ষা করা কি ?

উত্তর ঃ- আইনুল ইল্‌ম কিতাবে লেখা আছে-

العلم علمان - علم المكاشفة وهو نور يظهر فى القلب -

অর্থাৎ ঃ- ইল্‌ম দুই প্রকার। **এক-** ইল্‌মে মোকাশাফা উহা এক প্রকার নূর। আহকামে শরীয়তের উপর আমল করার দরুন অন্তরে প্রকাশ হয়। **দ্বিতীয়-** ইল্‌মে মোআমালাত বা শরীয়ত।

বর্ণিত বিবরণে পরিস্কার বুঝা গেল, মারেফাত বা ইল্‌মে মোকাশাফা উহা এক প্রকার নূর। আমল করার দরুন অন্তরে পয়দা হয়, উহা প্রচলিত নিয়মে কিতাবের মাধ্যমে শিক্ষার বিষয় নহে।

২২। প্রশ্ন ঃ- যাহাদের ভিতরে ফিক্বাহ- তাছাওউফের শিক্ষা ও আমল নাই অথচ নাম জপনা বা সাধনাবলে বহু কিছু দেখাইতে পারে, উহাকে মারেফত বলে কি না ?

উত্তর ঃ- উহা মারেফাত নহে, উহাকে এছতেদ্‌রাজ বলে। উহা মোমেন, কাফের সকলেরই হইতে পারে।

২৩। প্রশ্ন ঃ- শরীয়তের এক ভাগ মাছয়ালা ফিক্বাহ শিক্ষার জন্য বহু মাদ্রাসা স্থাপন করা হইয়াছে। ফিক্বাহের আলেমও অসংখ্য তৈয়ার হইয়াছে। এক্ষণে তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষার জন্য একটি মাদ্রাসাও তৈয়ার হইতেছে না কি জন্য ?

উত্তর ঃ- তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা তৈয়ার না হওয়ার কয়েকটি কারণ আছে- যথা-

প্রথম কারণ- তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা যে ফিক্বাহ শিক্ষার ন্যায় ফরজ তাহা সমাজ জানে না। সমাজ জানে মোস্তাহাব।

দ্বিতীয় কারণ- সমাজের ধারণা ছিল পীর সাহেবদের দরবারে তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা হয়। বর্তমানে পীর ছাহেবরা যে তাছাওউফের ইল্‌মের খোঁজ খবরই রাখেন না, তাহা হইতে সমাজ বে-খবর।

তৃতীয় কারণ- সমাজের ধারণা ছিল দাওরা বা টাইটেল পাস করিলে উভয় ইল্‌ম শিক্ষা হয়। এক্ষণে বর্ণিত মাদ্রাসায় যে, মাত্র ফিক্বাহের ইল্‌ম শিক্ষা হয়, তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষার ফরজ বাকী থাকে, তাহা সমাজ জানে না। এখন, যখন সমাজ জানিতে পারিয়াছে যে, মাদ্রাসায় তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষার ফরজ বাকী থাকে। বর্তমানে পীরানা দরবারে তাছাওউফ শিক্ষা হয় না। আর তাছাওউফের ইল্‌ম ছাড়া শরীয়ত মোতাবেক আলেমও হওয়া যায় না। আশা করা যায়, এখন তাছাওউফের মাদ্রাসা তৈয়ার করিয়া তাছাওউফ শিক্ষার ফরজ আদায় করার সুবন্দোবস্ত করা হইবে এবং ফিক্বাহের আলেম সাহেবদিগকে শরীয়ত মোতাবেক আলেম তৈয়ার করার জন্য বর্তমান জামানার নায়েবে রাসূলেরা প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন।

২৪। প্রশ্ন ঃ- ফিক্বাহের ইল্‌ম শিক্ষাদান করিয়া টাকা লওয়া জায়েয আর তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষাদান করিয়া টাকা লওয়ার কল্পনা করাও নাজায়েয। এমতাবস্থায় বিনা বেতনে তাছাওউফের মাদ্রাসার শিক্ষক পাওয়া যাইবে কোথায় ?

উত্তর ঃ- তাছাওউফ মাদ্রাসার শিক্ষক বিনা বেতনে রাখা হইবে না। বরং বহু টাকা বেতনে রাখা হইবে। এই বেতন সংগ্রহ করার জন্য কোন প্রকার নাজায়েয পন্থা বা ত্বরীকা অবলম্বন করা হইবে না। তাছাওউফ মাদ্রাসার ছাত্রদের দ্বারাই উক্ত মাদাসা সুচারুরূপে পরিচালিত হইবে। তবে ছাওয়ালে যে উল্লেখ আছে, তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা দান করিয়া টাকা লওয়ার কল্পনা করাও নাজায়েয **[ইহা অজ্ঞ সমাজের ভন্ড গাউছ, কুতুব ও ভন্ড পীরদের অমুলক কাহিনী বা ধোকা প্রবঞ্চনা]**। যে শিক্ষক সাহেব ফিক্বাহের আলেম ছাহেবদিগকে তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা দান করিয়া শরীয়ত মোতাবেক আলেম বানানোর জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তিনি জায়েয নাজায়েয মাছয়ালায় অজ্ঞ নহেন। **[প্রকাশ থাকে যে, সঠিক ধর্ম প্রচারক ও শিক্ষককে খরচ প্রদান করা যথাক্রমে শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের উপর ওয়াজিব। জখিরায়ে কারামত কিতাব দ্রষ্টব্য।]**

-ঃ তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসাসমূহে ভর্তি ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ বিজ্ঞাপন এবং সমগ্র বিশ্বে অকল্পনীয় সহজ সংক্ষিপ্ত কারিকুলাম ও রুটিন বিষয়ক মহা জরুরী বিজ্ঞপ্তি ঃ-

মুসলমানদের উপর যে ইল্‌ম শিক্ষা কর ফরজ উহা (ঈমানের পরে) দুই ভাগে বিভক্ত। ফিক্বাহ ও ইল্‌মে তাছাওউফ। **আমাদের হানাফী মাজহাবের প্রসিদ্ধ ফতুয়ার কিতাব শামী, উহার ১ম খন্ডের কাদীম ছাপা ৪০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে-** (ছাপার পার্থক্যের কারণে পৃষ্ঠার পার্থক্য থাকিতে পারে।) ‘‘ফিক্বাহের ইল্‌ম শিক্ষা করা যেরূপ ফরজ, তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করা তদ্রুপ ফরজ।

বর্তমান জামানায় ফিক্বাহের ইল্‌ম শিক্ষা করার জন্য অনেক মাদ্রাসা তৈয়ার হইয়াছে। কিন্তু তাছাওউফের মাদ্রাসা না থাকায় তাছাওউফের আলেম দুই একজনও পাওয়া যাইতেছে না।

এক্ষণে, তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষার ফরজ আদায় করার জন্য এবং ফিক্বাহের আলেম সাহেবদিগকে তাছাওউফের আলেম বানানোর জন্য বা আহ্‌কামে শরীয়তের পূর্ণ জ্ঞান দান করিয়া শরীয়ত মোতাবেক আলেম তৈরী করার জন্য বাংলাদেশে **বর্তমানে ২৫ খানা মাদ্রাসা স্থাপন করা হইয়াছে,** আমি দাওরা বা টাইটেল পাশ মাওলানা সাহেবদিগকে আহ্বান জানাইতেছি যে, আপনারা তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করিয়া শরীয়ত মোতাবেক আলেম হওয়ার জন্য উল্লেখিত মাদ্রাসার যে কোন মাদ্রাসায় ভর্তি হইতে পারেন।

তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করা যখন প্রত্যেক মুসলমানদের উপর ফরজ তখন প্রত্যেক মুসলমানকে আহ্বান জানাইতেছি যে, প্রত্যেক মুসলমান তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষার ফরজ আদায় করার জন্য উল্লিখিত যে কোন মাদ্রাসায় ভর্তি হইতে পারেন।

তাছাওউফের মাছয়ালা শিক্ষা করার তিনটি দরজা (স্তর), ফরজে আইন, ফরজে ফিফায়া, মোস্তাহাব। এই তিন দরজার ইল্‌ম উল্লিখিত প্রত্যেকটি মাদ্রাসায় শিক্ষা দান করা হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, আরবী, উর্দু, বাংলা, এই তিন ভাষায় লিখিত কিতাবের মাধ্যমে তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা দেওয়া হয়।

[প্রত্যেকটি মাদ্রাসা বৎসরে ৬দিন খোলা থাকিবে]

-ঃ প্রত্যহ শিক্ষার সময় ঃ-

❑ সকাল বেলা ----------------------- ৭টা হইতে ১০টা পর্যন্ত।

- ❑ দুপুরের পরে---------- ২টা হইতে ৫টা পর্যন্ত ।
- ❑ রাত্রে ---------- ৭টা হইতে ১০টা পর্যন্ত ।

বিঃ দ্রঃ মৌসুমের পরিবর্তনে নির্ধারিত সময় পরিবর্তন হইতে পারে ।

—ঃ প্রত্যেক দরজার শিক্ষার সময় ঃ–

- ❑ ফরজ দরজার জন্য ---------- দুই বৎসর ।
- ❑ ফরজে কিফায়া দরজার জন্য -------- দুই বৎসর ।
- ❑ মোস্তাহাব দরজার জন্য ---------- চার বৎসর ।

–ঃ শিক্ষার সময় মোট ঃ–

[প্রতি বৎসর– ৫৪ ঘন্টা]

- ❑ ফরজ দরজার জন্য ---------- ১০৮ ঘন্টা ।
- ❑ ফরজে কিফায়া দরজার জন্য -------- ১০৮ ঘন্টা ।
- ❑ মোস্তাহাব দরজার জন্য ---------- ২১৬ ঘন্টা ।

৪ । বাৎসরিক বেতন প্রত্যেক শিক্ষার্থীগনের জন্য ৪০ কেজি চাল অথবা উহার সমপরিমাণ মূল্য ।

৫ । প্রত্যেক দরজার জন্য মোট কিতাব পাঠ্য ৩০ খানা ।

৬ । প্রতি বৎসর খোলার তারিখ বেতন আদায় করিতে হইবে ।

৭ । প্রত্যেক মাদ্রাসায় ছাত্রদের নিজ নিজ খরচে থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত থাকিবে ।

নিবেদক–

মোহাম্মদ হাতেম আলী

গ্রাম–দুধল, পোঃ– দুধল মাদ্রাসা

জেলা–বরিশাল ।

[ধর্মীয় জরুরী শিক্ষার জন্য আখেরাতের হাদী বা কামেল পীর ওস্তাদকে শিক্ষা খরচ বা আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়া শিক্ষা দানের ব্যাপারে ওয়াজিব খরচ আদায় করিতে হইবে । কিন্তু আল্লাহ্‌র কুরআন বা পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের আম প্রচারের জন্য তাবলীগে হুক্‌মীর ওয়াজিব উহাতে আদায় হবে না । কাজেই প্রচার কার্যে জরুরী খরচার জন্যও সাধ্যমতে তাবলীগে হুকমী হিসাবে

আর্থিক সাহায্য করিতে হইবে। আর ধর্মের উপরে আক্রমন আসিলে উহা প্রতিরোধের জন্যও সাধ্যমতে সাহায্য বা মাল খরচ করিতে হইবে।]

বর্ণিত মরহুম নায়েবে রাসূল হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত কতক তাছাওউফ মাদ্রাসা এবং কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা নিম্নে লিখা হইল।

১। **দুধল তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসা ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের বিশ্ববিদ্যালয়। [মরহুম নায়েবে রাসূল মোহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ) ছাহেবের বাড়ী]** গ্রাম ও পোঃ- দুধল মাদ্রাসা, জিলাঃ- বরিশাল। **খোলার তারিখঃ-** ৭, ৮ ও ৯ই ফাল্গুন, ২১, ২২ ও ২৩ শে কার্তিক। **মাসিক তা'লীম-** ১৭, ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্রের শেষ ও পহেলা আশ্বিন, ৮ ও ৯ মাঘ। **সাপ্তাহিক তালীম-** প্রতি বৃহস্পতিবার, **দৈনিক তালীম**-বাদ ফজর। **যোগাযোগেঃ- নায়েবে রাসূল হযরত মাওলানা শাহ্ মোঃ আঃ ওয়াহিদ ছাহেব।**

২। **মির্জাপুর তাছাওউফ বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের বিশ্ব অভিযান কেন্দ্র।** পোঃ- নিকলী দামপাড়া, থানা-নিকলী, জিলা- কিশোরগঞ্জ। **খোলার তারিখ ঃ** আষাঢ় এবং ফাল্গুন মাসের শেষ বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার। **সাপ্তাহিক তা'লীমী** জলছার তারিখ- প্রতি বুধবার আসর থেকে। তাছাওউফ শিক্ষার **দৈনিক ক্লাশ**-বাদ আছর। **যোগাযোগে - নায়েবে রাসূল হযরত মাওলানা শাহ্ মোঃ আবদুশ শাকুর ছাহেব।**

৩। **ঢাকা তেজগাঁও তাছাওউফ মাদ্রাসা ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের বিশ্বঅভিযান আঞ্চলিক কেন্দ্র।** নাবিস্কোর পশ্চিমে-২৬১/জি, হাজী মরণ আলী রোড। **সাপ্তাহিক তা'লীমী** জলছা- প্রতি শুক্রবার বাদ অছর। **মাসিক তালীমী** জলসা- প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার। **যোগাযোগে ঃ-** জনাব মোঃ আমীন ছাহেব ও আলহাজ্জ আবদুল লতীফ সাহেব, জনাব মোঃ আবদুল মোমেন ছাহেব গং।

৪। **পবিত্র কুরআন প্রচার ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা কেন্দ্র।** ৩৯-৪০, (২য় তলা) কাপ্তান বাজার, ঢাকা-১২০৩। **সাপ্তাহিক তা'লীমী জলছা-** প্রতি বৃহস্পতিবার বাদ আছর। **মাসিক তা'লীমী জলছা-**প্রতি ইংরেজী মাসের ১লা বৃহস্পতিবার বাদ জোহর। **যোগাযোগেঃ** মাওঃ মোহাম্মদ আবু তালেব, সুফী মোহাম্মদ মোফাজ্জেল হোসেন ছাহেব, মোঃ শহিদুল ইসলাম ছাহেব, মৌলভী মোঃ আমীন ছাহেব ও মোহাম্মদ হুমায়ুন ছাহেব গং।

৫। **শিমুলিয়া পবিত্র কুরআন প্রচার ও তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসা।** [আলহাজ্জ মোঃ মফিজুদ্দীন খান ছাহেবের বাড়ী] পো- হলদিয়া, থানা- লৌহজং, জিলা- মুন্সিগঞ্জ। **যোগাযোগে-** জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ছাহেব, জনাব মোঃ হুমায়ুন ছাহেব, মোঃ জিল্লুর রহমান ছাহেব গং।

৬। **পবিত্র কুরআন প্রচার ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা কেন্দ্র।** ১৯/৭ (২য় তলা) বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। সাপ্তাহিক তা'লীমী জলছা- প্রতি শুক্রবার বাদ আছর, **যোগাযোগে-** মোঃ নজরুল ইসলাম ছাহেব ও মুফ্তী মাওলানা মোঃ খলিলুর রহমান ছাহেব গং।

৭। **নতুন সোনাকান্দা তাছাওউফ মাদ্রাসা।** (স্থানীয় জামে মসজিদ) চেয়ারম্যান বাড়ী, রুহিতপুর, ঢাকা। **তারিখঃ ২১, ২২ ও ২৩শে পৌষ, ১০, ১১ ও ১২ ই ভাদ্র।** সাপ্তাহিক তা'লীমী জলছা, প্রতি মঙ্গলবার। ঢাকা জিনজিরা হইতে বাসে সৈয়দপুর **নামতে হয়।** যোগাযোগেঃ জনাব আঃ রশীদ কোম্পানী ও ছূফী মোঃ হাবীবুল্লাহ ছাহেব ও আঃ-খালেক ছাহেব এবং প্রফেসর মোঃ আতাউল্লাহ ছাহেব গং।

৮। **ধর্মগঞ্জ তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র। পো- এনায়েতনগর, থানা-ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। ঢাকা- নারায়ণগঞ্জের বাসে পঞ্চবটি নামিতে হয়।** যোগাযোগে ঃ আলহাজ্জ মোঃ শফিউদ্দিন ও মোঃ লুৎফুর রহমান মাওলানা মুফতি মোঃ জোবায়ের হোসেন সাহেব গং। তারিখ-১৫, ১৬, ১৭ অগ্রহায়ন ১৫, ১৬, ১৭, জ্যৈষ্ঠ।

৯। **ভিটি পাড়া সিমুহাদিঘীরপাড় তাছাওউফ কেন্দ্র।** তারিখ ঃ ২৪, ২৫, ২৬ শে মাঘ ও ১, ২, ৩রা আষাঢ়, ২, ৩ ও ৪ঠা কার্তিক, পোঃ মাইজহাটি, জিলা-কিশোরগঞ্জ।

কালিয়াচাপড়া চিনিকলের পূর্বদিকে। যোগাযোগেঃ- মৌঃ মোঃ ছায়ীদুর রহমান ছাহেব ও মোঃ গোলাপ মিয়া গং ছাহেব।

১০। **গেরাখালী তাছাওউফ মাদ্রাসা।** পোঃ ইসলামাবাদ, পটুয়াখালী। খোলার তারিখঃ ১৫ ও ১৬ ফাল্গুন ও কার্তিক। **যোগাযোগে-** মাওঃ মোঃ নুরুজ্জামান ছাহেব, সুপার, গেরাখালী দাখিল মাদ্রাসা। মাওঃ মোঃ ইবরাহিম, মাওঃ মোঃ আবুল হোসেন গং।

১১। **শারীকখালী খানকায়ে হাতেমিয়া ও তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসা।** [ওয়াক্ফ] পোঃ বশাক বাজার, জেলাঃ পটুয়াখালী। **দৈনিক তা'লীম-বাদ** ফজর ও মাগরীব, **সাপ্তাহিক তা'লীম-প্রতি** শুক্রবার। **মাসিক তা'লীম-প্রতি** ইংরেজী মাসের শেষ শুক্রবার। যোগাযোগেঃ- **মাওঃ মোঃ শামছুল হক ছাহেব ও মাওঃ নজরুল ইসলাম সাহেব।**

১২।**গোছখালী মরহুম কেতাবআলী হাজীবাড়ী তাছাওউফ মাদ্রাসা।** পো- বাইনবুনিয়া উপজেলা- আমতলী, জেলা- বরগুনা। সাপ্তাহীক তা'লীম-শুক্রবার। **খোলার তারিখ-** ১৯, ২০ ও ২১শে ফাল্গুন ও আশ্বিন। **যোগাযোগেঃ** মাষ্টার মোঃ আতাহার আলী ছাহেব, মাষ্টার হাবিবুর রহমান সাহেব, মাষ্টার মোঃ গোলাম মোস্তাফা সাহেব ও মাওঃ মোঃ আল-আমীন সাহেব গং।

১৩। **বৈঠাকাটা খানবাড়ী তাছাওউফ মাদ্রাসা।** পো- আমতলী, জেলা- বরগুনা। **খোলার তারিখঃ** ২২, ২৩ ও ২৪শে আশ্বিন ও ফাল্গুন। **মাসিক তা'লীম-** প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার। যোগাযোগেঃ মোঃ এনামুল হক খান সাহেব।

১৪। **আমড়াগাছিয়া বাজার তাছাওউফ কেন্দ্র।** (স্থানীয় তাছাওউফ জামে মসজিদ) পো- কুকুয়া, উপজেলা- আমতলী, জেলা- বরগুনা।

১৫। **টেপা মধুপুর তাছাওউফ মাদ্রাসা।** পো- টেপা মধুপুর বাজার, উপজেলা- কাওনিয়া জেলা-রংপুর। যোগাযোগঃ- মাওঃ মোঃ ওমর, প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক গং।

১৬। **দুর্গাপুর তাছাওউফ কেন্দ্র।** পো- দুর্গাপুর, জেলা- নেত্রকোণা। যোগাযোগে- মোঃ মুজিবুর রহমান ছাহেব, মোঃ আব্দুল করিম সাহেব গং।

১৭। **রহীমপুর তাছাওউফ কেন্দ্র।** পো- নাজিরপুর, জেলা - নেত্রকোণা। যোগাযোগে- মৌঃ হাজী আবদুস সামাদ ও মাষ্টার মোঃ ফেরদৌছ ছাহেব গং ।

১৮। **মথুরাপাড়া তাছাওউফ কেন্দ্র।** পো- নানশ্রী, জেলা - কিশোরগঞ্জ। **যোগাযোগে-** মৌঃ মোঃ আঃ কাদীর ও হাজী আবদুর রহীম ছাহেব গং।

১৯। **গোৎ মন্ডল তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** উপজেলা-কলমাকান্দা, জিলা- নেত্রকোণা। যোগাযোগে - মৌঃ আঃ রহমান ছাহেব গং।

২০। **জয়নগর তাছাওউফ মাদ্রাসা ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের বিশ্ব অভিযান আঞ্চলিক কেন্দ্র।** পো- বড়খাপন, থানা- কলমাকান্দা, জেলা- নেত্রকোণা। **যোগাযোগেঃ** মাষ্টার আবদুল মান্নান, ডাক্তার ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ ফজলুল হক ছাহেব ও মোঃ চাঁন মিয়া গং।

২১। **সোনাখালী মৃধাবাড়ী তাছাওউফ কেন্দ্র।** পোঃ চালিতাবুনিয়া, উপজেলাঃ আমতলী, জেলাঃ বরগুনা। **দৈনিক তা'লীম বাদ** ফজর, **সাপ্তাহিক তা'লীম-** প্রতি বৃহস্পতিবার, **মাসিক তা'লীম-** ইংরেজী মাসের শেষ বৃহস্পতিবার।

২২। **বড়গাবুয়া মোঃ হাবিবুর রহমান মৃধা বাড়ি খানাকায়ে ওয়াহেদিয়া ও তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসা [ওয়াক্ফ]।** পোঃ ছোটগাবুয়া, উপজেলাঃ গলাচিপা, জেলাঃ পটুয়াখালী। **সাপ্তাহিক তা'লীম-** প্রতি বৃহস্পতিবার। বাৎসরিক মাহফিল ৬ ও ৭ চৈত্র ও কার্তিক। যোগাযোগে- মোঃ হাবিবুর রহমান মৃধা।

২৩। **বহালগাছিয়া তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** যোগোযোগে- মোঃ আলী আজগর মিয়া। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, ডিবুয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। জননী মঞ্জিল, উপজেলা পরিষদ সড়ক, পটুয়াখালী।

২৪। **হেতালিয়া বড় তালুকদার বাড়ী তাছাওউফ কেন্দ্র।** পোঃ বহালগাছিয়া, জেলাঃ পটুয়াখালী। যোগাযোগে- মৌঃ আব্দুল বারী তালুকদার ও মোঃ আলী আক্কাস তালুকদার সাহেব।

২৫। বাজারঘোনা সিকদার বাড়ী তাছাওউফ কেন্দ্র। থানা ও জেলাঃ পটুয়াখালী। যোগাযোগে- জনাব মাষ্টার মোঃ ওয়াজেদ আলী শিকদার ও মোঃ মোতালেব শিকদার।

২৬। **ছোট বালিয়াতলী তাছাওউফ মাদ্রাসা (ওয়াক্‌ফ)।** পোঃ বালিয়াতলী, উপজেলাঃ কলাপাড়া, জেলাঃ পটুয়াখালী। **সাপ্তাহিক তা'লীম**- প্রতি শুক্রবার এবং **মাসিক তা'লীম**- বৃহস্পতিবার। যোগাযোগে- মোঃ জয়নাল আবেদীন মৃধা ও **মোঃ সিদ্দিকুর রহমান [বি.এস.সি]।**

২৭। **কালীবাড়ী (আমজাদিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন) তাছাওউফ কেন্দ্র।** পোঃ বাইনবুনিয়া, উপজেলা ঃ আমতলী, জেলাঃ বরগুনা। যোগাযোগে- মাষ্টার মোঃ আমজাদ আলী হাওলাদার ও মোঃ মোশাররফ হোসেন হাওলাদার ও আব্দুল হক মৃধা সাহেব।

২৮। **কলাগাছিয়া তাছাওউফ কেন্দ্র।** পোঃ পূর্ব কলাগাছিয়া, উপজেলাঃ আমতলী, জেলাঃ বরগুনা। যোগাযোগে- মোঃ নূরুল ইসলাম মাতুব্বর।

২৯। **তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** কবি নজরুল ইসলাম সড়ক, রহমতপুর, কলাপাড়া, পটুয়াখালী। **সাপ্তাহিক তা'লীম**- প্রতি শুক্রবার। **যোগাযোগে- আব্দুর রশিদ খান সাহেব [মাষ্টার]।**

৩০। **শিবচর তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ- শিবচর, জিলাঃ মাদারীপুর। যোগাযোগে- সর্বজনাব মোঃ মিয়াজান মোল্লা, আঃ ওহাব মোল্লা, সুফী আবদুছ ছত্তার ব্যাপারী, মোঃ আনোয়ার খা ও মাষ্টার মোঃ কাজী তোতামিয়া সাহেব গং।

৩১। **শৈলকুপা তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ শৈলকুপা, জিলাঃ ঝিনাইদহ। যোগাযোগে- মাওঃ মোঃ আবুল কাশেম সাহেব ও জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন ছাহেব।

৩২। **ঝিনাইদহ টাউন তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** গ্রামঃ পবহাটি, পোঃ ও জিলাঃ ঝিনাইদহ। যোগাযোগে- জনাব মুহাম্মদ মুফাজ্জল হোসেন ও মৌলভী মুহাম্মদ রওশন আলী, জনাব শাহীন মাহামুদ, মোঃ আছাদুল্লাহ ও মাওঃ মোঃ নাছীরউদ্দিন ছাহেব গং।

৩৩। **ফুলপুর তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** উপজেলা ঃ দুর্গাপুর, জিলা ঃ নেত্রকোণা। যোগাযোগে- মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল করীম ও মুহাম্মদ আব্দুল গফুর ছাহেব।

৩৪। **বন্দর (নারায়নগঞ্জ) তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** কোটপাড়া রেল লাইন সংলগ্ন। যোগাযোগে- জনাব মুহাম্মদ আলফাজ উদ্দিন প্রধান ছাহেব, মোঃ জাকির হোসেন ছাহেব গং।

৩৫। **যশোর টাউন তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** মুরুলী পাড়ার মোড়, যশোর। যোগাযোগে - জনাব আব্দুর রব ছাহেব ও মৌঃ মোঃ আবুল হোসেন খান।

৩৬। **ঢাকা খিলগাও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা কেন্দ্র।** মোহাম্মদ আবুল কাসেম সাহেবের বাড়ী, ঢাকা, রাজধানী শহর।

৩৭। **আলমদী তাছাওউফ মাদ্রাসা।** পোঃ বারদী, উপজেরাঃ সোনারগাঁও, জিলাঃ নারায়ণগঞ্জ। যোগাযোগেঃ মাষ্টার মোঃ আঃ আজিজ ছাহেব, মাষ্টার মোঃ শাহ্‌জাহান ছাহেব ও মোঃ আবুল কাশেম মিয়া গং।

৩৮। **দক্ষিণ বাগ তাছাওউফ মাদ্রাসা।** পোঃ রূপগঞ্জ, উপজেলাঃ রূপগঞ্জ, জিলা- নারায়ণগঞ্জ। যোগাযোগে ঃ মোঃ শওকত আলী ভুঁইয়া, মাওঃ মোঃ আঃ হামিদ, জনাব এ্যাডভোকেট মোঃ কবীর হোসেন ছাহেব গং।

৩৯। **দক্ষিণবাগ টেকবাড়ী তাছাওউফ কেন্দ্র।** পোঃ রূপগঞ্জ, উপজেলাঃ রূপগঞ্জ, জিলাঃ নারায়ণগঞ্জ। যোগাযোগেঃ- মোঃ আবুল হাশেম মিয়া, মোঃ বাবুল মিয়া গং।

৪০। **কাজীরগাঁও তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** উপজেলা ঃ কেরাণীগঞ্জ, জিলাঃ ঢাকা। যোগাযোগেঃ- মোঃ জমির আলী ও মাওলানা মোঃ শফিকুল ইসলাম।

৪১। **কুমরী আহুতিয়া তাছাওউফ মাদ্রাসা।** পোঃ মশুয়া, উপজিলাঃ পাকুন্দিয়া, জিলাঃ কিশোরগঞ্জ। যোগাযোগেঃ- মোঃ আজগর হোসেন ও মোঃ জজ মিয়া গং।

৪২। **কোরিকোনিয়া তাছাওউফ মাদ্রাসা।** পোঃ ধলামুল গাঁও, উপজিলাঃ পূর্বধলা, জিলাঃ নেত্রকোণা। যোগাযোগেঃ- ক্বারী মোঃ জয়নাল আবেদীন, হাজী মকরম আলী ছাহেব গং।

৪৩। **কিষ্ঠপুর তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** উপজেলাঃ কলমাকান্দা, জিলাঃ নেত্রকোণা। যোগাযোগেঃ- মোঃ ফজলুর রহমান সাহেব গং।

৪৪। **খিলগাঁও, নতুনবাগ তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** ৩১২/৩২, খিলগাঁও, ঢাকা। তালীম- প্রতি শনিবার, বাদ আছর থেকে। যোগাযোগে ঃ ডাঃ আবুল কাশেম ছাহেব, মৌঃ মোঃ আমিন ছাহেব। জনাব সূফী মোঃ মোফাজ্জল হোসেন গং।

৪৫। **পবিত্র কুরআন প্রচার ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা কেন্দ্র।** বিটাইপ জামে মসজিদ। পটুয়াখালী। যোগাযোগেঃ- ১। মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন মোল্লা। ২। মোহাম্মদ মাহানব হোসেন মোল্লা। ৩। মাওলানা আবদুস ছোবহান ছাহেব গং।

৪৬। **শেখের হাটি তাছাওউফ মাদ্রাসা।** পোঃ দামপাড়া, উপজেলাঃ নিকলী, জেলাঃ কিশোরগঞ্জ। তারিখ-চৈত্র ও ভাদ্র মাসের ২৮, ২৯ ও ৩০ যোগাযোগেঃ- ইমাম মোঃ ইসমাইল হোসেন।

৪৭। **কিশেরাগঞ্জ জিলাশহরে আলোর মেলা তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** যোগাযোগেঃ- মৌঃ মোঃ মফিজুল ইসলাম, আঃ রহিম গং।

৪৮। **দাখিনাইন তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসা ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের অভিযান (শাখা) কেন্দ্র।** মরহুম সূফী আঃ মান্নান ছাহেব (রহঃ) -এর বাড়ী, পোঃ বিরিছিরি, উপজেলা ঃ দুর্গাপুর, জেলা ঃ নেত্রকোণা।

৪৯। **ঢাকা রাজধানী শহর মিরপুর মধ্য পাইক পাড়া শাহ ছাহেব নগর তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** যোগাযোগেঃ- মৌঃ মোঃ নেছার উদ্দিন আহম্মদ।

৫০। **হাটাবো পূর্ববারই পাড় তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ মাছুমাবাদ, উপজেলা- রূপগঞ্জ, জেলা-নারায়ণগঞ্জ। যোগাযোগেঃ- মাষ্টার মোঃ মতিউর রহমান, মাওঃ আঃ লতীফ ছাহেব গং।

৫১। **মসুরী কান্দা তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ সম্মান্দি, জিলাঃ নারায়ণগঞ্জ। যোগাযোগেঃ- মোঃ আঃ জব্বার ও মৌঃ মতিউর রহমান।

৫২। **উত্তর দামপাড়া তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ দামপাড়া, উপজেলাঃ নিকলী, জিলাঃ কিশোরগঞ্জ। যোগাযোগেঃ- মৌঃ আঃ রশীদ, মৌঃ আঃ গনি ছাহেব ও জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক ছাহেব গং।

৫৩। **খাকগড়া তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** ঠিকানা ঃ ঐ। যোগাযেগে- মোঃ সুলতান ছাহেব, মেম্বার আঃ বারেক ও নাজিম উদ্দিন সাহেব গং।

৫৪। **গজার মারি তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ নাজিরপুর, জেলাঃ নেত্রকোণা। যোগাযোগেঃ- ডাক্তার সুলতান আহমদ ও আঃ সোবহান গং।

৫৫। **দিয়াকুল তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** ডাকঘর ঃ করগাঁও, জেলা ঃ কিশোরগঞ্জ। যোগাযোগে ঃ মোঃ একরাম মুন্সী, হাবিবুর রহমান ও মোঃ ধলু মিয়া গং।

৫৬। **কালিকাপুর তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ কালিকাপুর, উপজেলাঃ দুর্গাপুর, জিলাঃ নেত্রকোণা। যোগাযোগেঃ- হাজী মোঃ হাসান আলী ও মাষ্টার মোঃ আঃ গণি ছাহেব।

৫৭। **মুগারচর তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ রুহিতপুর, জিলাঃ ঢাকা। যোগাযোগেঃ- মাষ্টার সূফী আঃ করীম, ও মাওঃ মোঃ মামুনূর রশীদ।

৫৮। **ঝালকুড়ি তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল, উপজেলা ও জিলাঃ নারায়ণগঞ্জ। যোগাযোগেঃ- কেন্দ্রের মোর্শেদ-হযরত মাওঃ শাহ মোঃ আঃ ওয়াদুদ ছাহেব ও মাওঃ শাহ মোঃ আঃ রহিম ছাহেব।

৫৯। **ভুঁই ঘর পূর্ণাংগ দ্বীন শিক্ষা কেন্দ্র।** নারায়ণগঞ্জ। পীর ছাহেব বাড়ী।

৬০। **রূপগঞ্জ তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** উপজেলাঃ রূপগঞ্জ, জিলাঃ নারায়ণগঞ্জ, যোগাযোগেঃ- ইমাম মোঃ আলীমুদ্দিন, আঃ হক ও মোঃ তারামিয়া গং।

৬১। **মুসুরী তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** ঠিকানা ঐ- যোগাযোগে মোঃ আওলাদ হোসেন ও আঃ রশীদ গং।

৬২। **জিন্দা ও পালখান তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** উপজেলাঃ রূপগঞ্জ, জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ। যোগাযোগে-আঃ আউয়াল ও মিজানুর রহমান গং।

৬৩। **ফাড়ংপাড়া তাছাওউফ মাদ্রাসা ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের বিশ্বঅভিযান আঞ্চলিক কেন্দ্র ।** পোঃ ও উপজেলা ঃ দুর্গাপুর, জেলাঃ নেত্রকোণা। যোগাযোগেঃ- মাষ্টার সূফী মোঃ হাসমত আলী, মাওঃ মোঃ আশ্রাফুল, মাওঃ মোঃ ওবায়দুল্লাহ ও উলুম গং।

৬৪। **পূর্ব চরাদী ঈদগাহ ময়দান তাছাওউফ মাদ্রাসা।** পো- চরাদী, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল। খোলার তারিখ- প্রতি বছর মার্চ মাসের প্রথম বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার। যোগাযোগে- মাওঃ মোঃ ইউনুছ হাওলাদার সাহেব, মাওঃ মোঃ মুঈনুল ইসলাম।

৬৫। **ঢাকা রাজধানী শহর ইসলামপুর কিমিয়া ফেব্রিক্স পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা কেন্দ্র।** যোগাযোগেঃ- জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ছাহেব ও মুফ্তী আল্লামা মোঃ খলীলুর রহমান ছাহেব।

৬৬। **ঢাকা রাজধানী শহর আজীমপুর তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** জনাব আলহাজ্ব আঃ লতিফ ছাহেবের বাড়ীর নীচতলা, (আজীমপুর গোরস্থানের পশ্চিম উত্তর কোনে), ঢাকা।

৬৭। **কাঠাল বাগান তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র, ঢাকা।** যোগাযোগে ঃ জনাব মোঃ মোক্তার হোসেন ছাহেব ও মোঃ আবুল কালাম গং।

৬৮। **ঢাকা করাইল তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** যোগাযোগে আলহাজ্জ আঃ লতিফ ও মোঃ ছাইয়ান সাহেব গং।

৬৯। **সাতক্ষিরা তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** জিলা ঃ সাতক্ষিরা।

৭০। **সাতক্ষিরা ধলবারিয়া তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** যোগাযোগেঃ ডাক্তার আবদুল গাফ্ফার ছাহেব গং। সাং ধল বারিয়া, পোঃ তা-লা, জিলাঃ সাতক্ষিরা।

৭১। **পার্বত্য (চট্টগ্রাম) রাঙ্গামাটি রহমাতপুর তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ মাইনীমুখ, উপজেলাঃ লংগদূ, জিলাঃ পার্বত্য (চট্টগ্রাম) রাঙ্গামাটি। যোগাযোগেঃ- জনাব মোঃ রজমান আলী মুন্সী।

৭২। **নূতন সোনাকান্দা পশ্চিম পাড়া তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** (তাছাওউফ মসজিদ) পোঃ রুহিৎপুর, উপজেলাঃ কেরানীগঞ্জ, জিলাঃ ঢাকা। যোগাযোগেঃ- মোঃ লেবু মাদবর, মোঃ আমানুল্লাহ মাদবর গং।

৭৩। **মুন্সীগঞ্জ ব্রাহ্মণখালী ইসলাম বাগ তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসা।** যোগাযোগেঃ ডাক্তার মোঃ আবুল কাসেম ছাহেব ও জনাব ছূফী মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন।

৭৪। **রামনাথপুর তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ রামনাথপুর, থানাঃ কলমাকান্দা, জিলাঃ নেত্রকোণা। যোগাযোগেঃ মোঃ রঈছুদ্দীন ছাহেব।

৭৫। **ঝালকুরি তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ- ঝালকুরি, থানা ও জিলাঃ নারায়নগঞ্জ। যোগাযোগেঃ- মোঃ আমানুল হক পিন্টু (বাড়ীওয়ালা) এবং ছূফী মোঃ কাবীর হোসেন (টাইপিষ্ট)।

৭৬। **হাজীখালী ফকির বাড়ী তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ গেড়াখালী, উপজেলা + জেলাঃ পটুয়াখালী। বাৎসরিক মাহফিল প্রতি বছর ২৬ ও ২৭ মাঘ। যোগাযোগেঃ- মোঃ আবদুল মাজেদ ফকির ও মোঃ আবদুস সোবাহান ফকির।

৭৭। **মধ্য বড় গাবুয়া খানকায়ে ওয়াহেদিয়া ও তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসা (ওয়াক্ফ)।** পোঃ ছোট গাবুয়া, উপজেলাঃ গলাচিপা, জেলাঃ পটুয়াখালী। **দৈনিক তা'লীম**- বাদ ফজর, **সাপ্তাহিক তা'লীম**- প্রতি বুধবার আছর বাদ, **মাসিক তা'লীম**- প্রতি ইংরেজী মাসের শেষ বুধবার। **বাৎসরিক মাহফিল**- প্রতি বছর ২৪ ও ২৫ মাঘ। যোগাযোগেঃ মোঃ আব্দুল হালিম হাওলাদার।

৭৮। **ফকিরখালী আঃ রশিদ ঘরামী বাড়ী খানকায়ে ওয়াহেদিয়া ও তাছাওউফ মাদ্রাসা। (ওয়াক্ফ)।** পোঃ পূর্ব কলাগাছিয়া, উপজেলাঃ আমতলী, জেলাঃ বরগুনা। **সাপ্তাহিক তা'লীম**- প্রতি সোমবার, **মাসিক তা'লীম**- বাংলা মাসের শেষ সোমবার। যোগাযোগে ঃ আব্দুর রশিদ ঘরামি ও মোঃ গোলাম মোস্তফা ঘরামি।

৭৯। **পশ্চিম শারীকখালী তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** (স্থানীয় জামে মসজিদ) পোঃ বশাক বাজার, পটুয়াখালী। যোগাযোগে ঃ মৌলভী মোঃ নুরুল ইসলাম ও মাওলানা মোঃ সাইফুল ইসলাম।

৮০। **নতুন পাড়া তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ নতুন পাড়া, কুয়াকাটা, কলাপাড়া, পটুয়াখালী। যোগাযোগেঃ- আব্দুর রাজ্জাক হাওলাদার।

৮১। **লেবুখালী খানকায়ে ওয়াহেদিয়া ও তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসা।** (ওয়াক্ফ) দুমকী, পটুয়াখালী। মাসিক তা'লীম প্রতি ইংরেজী মাসের শেষ শুক্রবার।

৮২। **টিয়াখালী তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** (স্থানীয় জামে মসজিদ) কলাপাড়া, পটুয়াখালী।

৮৩। **আঙ্গুলকাটা হাওলাদার বাড়ি তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র (ওয়াক্ফ), গুলিশাখালী, আমতলী, বরগুনা।**

৮৪। **শেহাকাঠী বাজার তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র, শেহাকাঠী খলিফা বাড়ি তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র, টেংরা খালি মৃধা বাড়ি তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র, শিয়ালি খান বাড়ি তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্রা। পটুয়াখালী।**

৮৫। **ডালা চারা তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র, বুড়ির চর তালুকদার বাড়ি তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র। আমতলী বরগুনা,**

বিঃ দ্রঃ আরও বহু মাদ্রাসা ও কেন্দ্র আছে। বিস্তারিত জানার জন্য ১, ২, ৩ ও ৪নং ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

মুহ্‌লিকাত অধ্যায়

পঞ্চম খন্ড

[চরম বিধ্বংসী কূরিপু-কিবরের বিস্তারিত বর্ণনা]

নায়েবে রাছূল ও মুজাদ্দিদে আ'জম

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব

রহ্‌মাতুল্লাহ্‌ আলাইহে কর্তৃক প্রণীত

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

পঞ্চম খন্ড

কিব্‌রের বিস্তারিত বিবরণ

-ঃ কিবরের শ্রেণী বিভাগ ও উহার রূপরেখা ঃ-

১। প্রশ্ন ঃ- কিব্‌র কত প্রকার এবং উহার ত'রীফ কি ?

উত্তর ঃ- কিব্‌র দুই প্রকার জাহের এবং বাতেন। জাহের-অজুদ দ্বারা যে কিব্‌র প্রকাশ পায় তাহাকে কিবরে জাহের বলে।

আর নিজকে অপরের চেয়ে মরতবায় বড় ধারণা করাতে অন্তরে যে এক সন্তুষ্টির হালত আসে, উক্ত হালতকে কিব্‌রে বাতেন বলে।

-ঃ কিব্‌র ও ওজ্‌বের মধ্যে পার্থক্যের বর্ণনা ঃ-

২। প্রশ্ন ঃ- কিব্‌র এবং ওজবের মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর ঃ- কিব্‌রের জন্য তিন চিজের দরকার হয়। **প্রথম**-যে ব্যক্তি কিব্‌র করিবে, **দ্বিতীয়**- যাহার সহিত করিবে, **তৃতীয়**- যে সমস্ত চিজের দ্বারা করিবে। এই জন্য মাত্র একজন লোকের দ্বারা কিব্‌র ছাবেত (সু-প্রতিষ্ঠিত) হয় না; কিন্তু ওজ্‌ব ছাবেত হয়। যেহেতু ওজ্‌ব অর্থ নিজকে বোজর্গ মনে করা, অপরের সঙ্গে তুলনা করার আবশ্যক হয় না।

-ঃ কিব্‌র বা অহংকারের দরজা (স্তর) সমূহের বর্ণনা ঃ-

৩। প্রশ্ন ঃ- কিব্‌রের দরজা বা স্তর কয়টি ?

উত্তর ঃ- কিবরের দরজা বা স্তর তিনটি। যথা-

প্রথম ঃ- আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে, যেমন- নমরুদ, ফেরাউন ও ইবলিছের তাকাব্বুরী।

দ্বিতীয় ঃ- রাছুলের সাথে, যেমন-কুফফারে কোরায়েশগণ বলিয়াছিল, তাহারা ইয়াতীম মোহাম্মদ (ছঃ) এর কাছে ছার নত (অর্থাৎ- অধীনতা স্বীকার) করিতে পারিবে না। তাহাদের সরদারদিগকে কেন রাছুল করা হইল না ?

তৃতীয় ঃ- রাছুল ব্যতীত অপর লোকের সাথে।

৪। প্রশ্ন ঃ- কিব্‌র কি রকম গুনাহ ?

উত্তর ঃ- কিব্‌র কবিরা গুণাহ্‌। এই গুণাহের জন্য হিসাব অন্তে দোজখের কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

❑ **যথা-হাদীছে আছে-**

لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر -

অর্থাৎ - যাহার অন্তরে বালু পরিমাণ কিবর থাকিবে সে ব্যক্তি হিসাব অন্তে বেহেশ্‌ত ভবনে দাখিল হইতে পারিবে না। ✪[১] **হাদীছে আছে** -

الكبرياء ردای والعظمة ازاری فمن نازعنی واحدامنهما ادخلته النار -

অর্থাৎ - আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন- কিবর আমার চাদর, আর আজমত আমার পায়জামা (অর্থাৎ আমার খাছ ছিফাত),যে ব্যক্তি উক্ত ছিফাতের কোন একটি ছিফাত ছিনাইয়া নিয়া যাইবে, আমি তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করিব।

✪[১] হাদীসটির মর্মার্থ দুই প্রকারের। **প্রথম**- বালুকণা পরিমাণ কিবরের মুরাদ কুফ্‌রী ও শির্‌ক। **দ্বিতীয়**- আল্লাহ্‌ তা'আলা আজাব দেওয়ার পরে বা ক্ষমার মাধ্যমে যখন বেহেশতে প্রবেশ করানোর ইচ্ছা করিবেন, তখন উক্ত ব্যক্তির ক্বলবের মধ্যে কিবরের যাহা কিছু থাকিবে, তাহা আল্লাহ্‌ তা'আলা বাহির করিয়া ফেলিবেন। তৎপর এরূপ অবস্থায় বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে যে, তখন ক্বলবের মধ্যে কিব্‌র, কীনা ইত্যাদি থাকিবে না। **[তিরমিজী শরীফ ২য় খণ্ড ২১ পৃষ্ঠা হাশিয়া দ্রষ্টব্য]**

প্রকাশ থাকে যে, উপরোল্লিখিত দ্বিতীয় অবস্থায় কিব্‌রের দ্বারা মুরাদ হইবে মানুষের সাথে কিবর। আর ১নং এ বর্ণিত কিব্‌র যাহার ভিতরে থাকিবে, সে ব্যক্তি চিরকালের জন্য দোজখ ভোগ করিবে।

-ঃ কিবরের কারণসমূহ ঃ-

৫। প্রশ্ন ঃ- কিবরের ছবব বা কারণ কয়টি ?

উত্তর ঃ- কিবরের ছবব বা কারণ সাতটি। যথা-হজরত ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) লিখিয়াছেন -

فالدينى هوالعلم والعمل والدنيوى هو النسب والجمال والقوة والمال وكثرة الانصار فهذه سبعة اسباب -

অর্থ ঃ- কিবরের ছবব (উৎপত্তির কারণ) সাতটি। তন্মধ্যে দুইটি দ্বীনি। **যথা- ১। ইলম ও ২। আমল। আর দুনিয়াবী পাঁচটি; যথা- ১। নছব ২। জামাল ৩। কুঁয়ত ৪। মাল ও ৫। অসংখ্য সাহায্যকারী তাঁবেদার।**

-ঃ প্রথম ছবব বা কারণ ইল্‌মের বর্ণনা ঃ-

প্রথম ছবব ঃ- ইল্‌ম। ইল্‌মের দ্বারা তাকাব্বুর হয়, তাহার দুইটি কারণ, **প্রথমতঃ-** ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করে না, শুধু দুনিয়াবী ইল্‌ম শিক্ষা করে।

দ্বিতীয়ত ঃ- ইলমে দ্বীন শিক্ষা করিতে গিয়া শুধু ফিক্বাহ শাস্ত্র শিক্ষা করে, তাছাওউফ শাস্ত্র শিক্ষা করে না।

ইলমে তিব্ব ✪[১] ইল্‌মে লোগাত, ইল্‌মে মানতেক, ইল্‌মে হিছাব শিক্ষা করিলেও কিব্‌র বৃদ্ধি হয়। বক্তৃতার ইল্‌ম শিক্ষা করিলেও কিব্‌র বৃদ্ধি হয়।

কতক বক্তারা মনে করে, তাহারা যখন বক্তৃতার দ্বারা শ্রোতাদেরকে হাসাইতে বা **কাঁদাইতে পারে ও জযবা উঠাইতে পারে,** তখন তাহাদের দরজা যমীনে নাই, বোধ হয় আরশে মুআল্লাহ্ ✪[২] পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে। তাহাদের মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও আজগবী কাহিনীর ছববে (কারণে) যে তাহাদের দরজা সপ্ত যমীনের নীচে চলিয়া গিয়াছে, তাহার খবরই তাহাদের নাই।

✪[১] ইল্‌মে তিব্ব অর্থাৎ চিকিৎসা শাস্ত্র, ইল্‌মে লোগাত অর্থাৎ ভাষা বিদ্যা, ইল্‌মে মানতেক অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র, ইল্‌মে হিসাব অর্থাৎ অংক শাস্ত্র। ✪[২] আরশে মোয়াল্লাহ্ অর্থাৎ সুউচ্চ আরশ।

-ঃ দ্বিতীয় ছবব বা কারণ আমলের বর্ণনা ঃ-

দ্বিতীয় ছবব ঃ- আমল অর্থাৎ যুহদ ও ইবাদত। আমলের দ্বারা তাকাব্বুর পয়দা হওয়ার **কারণ ইলমে দ্বীনের অজ্ঞতা**। যেমন জাহেরী বন্দেগী সুচারুরূপে সমাধা করার জন্য ফিক্বাহ শাস্ত্র শিক্ষা করিতে হয়, তদ্রুপ **বাতেনী ইবাদত** সমাধা করার জন্য **ইল্‌মে তাছাওউফ** শিক্ষা করিতে হয়। এই **ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা না করিয়া জিকির শুগলে রত হইলে তাকাব্বুর পয়দা হয়।**

জাহেল ছুফীরা লতীফার হরকত মা'লূম (অনুভব) করিতে পারিলেই নিজকে কামেল বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে। এদের আসল মাকছূদ হইল লতীফার হরকত অনুভব করা, নূর দর্শন করা, সভা সমিতিতে গিয়া জয্‌বা তোলা, হাই-পাই করা। **ইছলাহে ক্বলব কি জিনিস, তাহার খবরই তাহাদের নাই।**

-ঃ কিব্‌রের তৃতীয় ছবব বা কারণ নছবের বর্ণনা ঃ-

তৃতীয় ছবব-নছব। নছবের দ্বারা তাকাব্বুর পয়দা হওয়ার কারণ **দ্বীনি ইল্‌মের অজ্ঞতা।** যে সমস্ত উচ্চ বংশের ছেলেরা দ্বীনি ইল্‌মে মূর্খ, তাহারাই দিবারাত্র বংশের গৌরবে মত্ত থাকে। বিদ্যাহীন লোক যে পশু সমতুল্য তাহার কল্পনাই তাহাদের নাই।

-ঃ কিব্‌রের ৪র্থ ছবব বা কারণ হুছন জামালের অর্থাৎ সৌন্দর্যের বর্ণনা ঃ-

চতুর্থ ছবব ঃ- হুছন (জামাল)। হুছন (জামালের) অর্থাৎ সৌন্দর্যের দ্বারা **গৌরব প্রকাশ করা একমাত্র মূর্খতা। শিক্ষার যুগে হুছন (জামাল)-এর কদর একমাত্র মূর্খ** মুরীদানের কাছেই শুনা যায়। মূর্খ মুরীদেরা পীরের নূরানী চেহারার গৌরব দিবারাত্র বর্ণনা করিয়া থাকে। গুণহীন নূরানী চেহারার গৌরব বর্ণনা করিতে গিয়া যে তাহারা শিক্ষিত সমাজের কাছে হাসির পাত্র সাজিতেছে, তাহা তাহারা বুঝেই না।

-ঃ কিবরের পঞ্চম ছবব বা কারণ মালের বর্ণনা ঃ-

পঞ্চম ছবব ঃ- মাল। মালদার ব্যক্তিরা অহংকারে মত্ত হয় না, এরূপ লোক খুব কমই পাওয়া যায়। **আল্লাহ্ তা'আলা মাল কি উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন এবং মালের** আয় ও ব্যয়ের হিসাব হাশর প্রান্তরে আল্লাহ তা'আলাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এইসব **কল্পনা যে** মালদারদের নাই তাহাদের মুখে শুধু মালের গৌরবই দিবারাত্র শুনা যায়।

-ঃ কিব্‌রের ষষ্ঠ ছবব বা কারণ কুয়তের (শক্তির) বর্ণনা ঃ-

ষষ্ঠ ছবব ঃ- কুয়ত। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে **কুয়ত বা শক্তি কেন দান করিয়াছেন ? ইছলামের খেদমত করার জন্য ?** না ইছলামকে ধ্বংস করার জন্য ? **নেক অর্জন করার জন্য ?** না পাপের বোঝা ভারী করার জন্য ? এই কল্পনা যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে পয়দা না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কুয়তের দ্বারা কিব্‌রই জাহের হইতে থাকিবে।

-ঃ কিব্‌রের সপ্তম ছবব-কাছ্‌রাতুল আন্‌ছার বা সাহায্যকারীদের সংখ্যাধিক্যের বর্ণনা ঃ-

সপ্তম ছবব ঃ- সাহায্যকারী তাবেদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি। যে অবস্থাশালী লোকের জনতার সংখ্যা বেশী, তাহার দ্বারা দিবারাত্র কিব্‌র জাহের হয়। নাকেছ পীর ছাহেবদের বহু মুরীদ থাকিলে উঠা বসা, চলা-ফিরা, কথা-বার্তা ইত্যাদি প্রত্যেকটিতেই কিব্‌র প্রকাশ পাইতে থাকে। যেই পীর ছাহেবের মুরীদানের সংখ্যা কম তাহার সঙ্গেতো কথা বলিতেই রাজী না।

কতক নাকেছ পীর ছাহেবেরা পীর রাজত্ব বিস্তার করার জন্য যোগাড়িয়া দল রাখিয়া থাকে। তাহারা পীর সাহেবদের চতুর্দিকে ঘেরাও করিয়া সর্বদা বসা থাকে। এই শ্রেণীর পীরদের দ্বারা চব্বিশ ঘন্টা কিব্‌র জাহের হয়। একজন পীর ছাহেব সপ্তম ক্লাসও পাঠ করে নাই, কিন্তু অসংখ্য মুরীদ আছে, এক্ষণে তাহার দরবারে টাইটেল পাস মাওলানা ছাহেব গেলেও তাহার পাশে স্থান দিতে রাজী না। পীর ছাহেবের যদি অসংখ্য মুরীদ না থাকিত, তবে পীর ছাহেব মাওলানা ছাহেবের পাশে বসিতে সাহস পাইত না।

জনতার বল থাকা সত্ত্বেও যে অহঙ্কার নাই, এরূপ লোক খুব কমই পাওয়া যায়।

-ঃ কিব্‌রের আলামত বা লক্ষণ সমূহের বর্ণনা ঃ-

৬। প্রশ্নঃ- কিব্‌রের আলামত কি ?

উত্তর ঃ- কিব্‌রের বহু আলামত আছে, এখানে মোটামুটি কয়েকটি লিখা গেল ঃ-

- **ধর্ম বিরোধী কাজ করিতে দিলে ভয় না হওয়া।**
- **নায়েবে রাছুলের অনুস্মরণ করিতে দিলে না চাওয়া।**
- **ছুন্নাত বা রাছুলপাকের ত্বরীকা মত চলিতে দিলে না চাওয়া।**
- **হক ফতুয়া মানিতে দিলে না চাওয়া।**
- **ক্ষুদ্র কাজ করিতে লজ্জা বোধ করা।**

বর্তমান জামানায় সামান্য কিছু লিখা পড়া শিক্ষা করিলেই সাংসারিক কাজ নিজের হাতে করাটাকে লজ্জা মনে করে, ইহাও অহঙ্কারীর আলামত। কতক পীর ছাহেব এবং কতক আলেম ছাহেবদের মধ্যে এই প্রকারের অহংকারের আলামত খুব বেশী দেখা যায়।

হযরত (ছঃ) নিজে উট, ছাগলকে খাদ্য ও পানি খাওয়াইয়াছেন। দুগ্ধ দোহন করিয়াছেন। বাজার হইতে সদায় ক্রয় করিয়া নিয়া আসিতেন। ঘর ঝাড় দিতেন। বিবিদের সাথে এবং চাকরদের সাথে কাজে শরীক হইতেন। মেহমানকে নিজ হাতে খাদিম দিয়া খাওয়াইতেন। নিজের হাতে কাপড় ধৌত করিতেন। বর্তমান জামানার কতক

পীর ছাহেবানরা ও কতক আলেম ছাহেবানরা উপরোল্লিখিত কাজগুলি করিতে পারিবেন কি ? কখনও না। তাহারা এই সব কাজ করিলে লজ্জায় আধামরা হইয়া যাইবেন। এই লজ্জা বোধ করাই অহঙ্কারীর আলামত।

একজন নাকেছ পীর ছাহেব ষ্টেশন গৃহের আপার ক্লাশের রুমে অনুমান চারি ঘন্টা কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। **তাহার সাথে খাদেম ছিল চার জন, মিনিটকালও কেহ ফোরছত বা অবসর থাকিতে পারে নাই।** একজনে শুধু পাখা দ্বারা বাতাস করিতেছিল- **আর একজন মাথার চুল এবং হাত পাও টিপিতেছিল,** আর একজন দেখা গেল সে পীর ছাহেবের মাথায় ঘন্টাকাল চিরুনী দিতেছিল। অতঃপর গেঞ্জী কোর্তা পরাইয়া পীর ছাহেবকে টানা দিয়া অর্ধ শোয়া অবস্থায় রাখিয়া পীরের মুখে পানের খিলি করিয়া পানের মসল্লা বাটা হইতে একটার পর একটা সংগ্রহ করিয়া দিতে লাগিল। **চতুর্থ খাদেম** নানান ফুট ফরমাইস পালনে ব্যস্ত। দর্শকেরা এই দৃশ্য দেখিবার জন্য দরজায় চরম ভীড় জমাইয়া থাকিতেছিল। মনে হয় যেন, পীর ছাহেব নবাব সিরাজুদ্দৌলার বংশধর হইবেন। পীর ছাহেব ছিলেন লাল বর্ণের ২৭/২৮ বৎসরের ছেলে, ঠোট দুইটি পান খাওয়ার দরুণ আলতা মাখার মত দেখা যাইতেছিল। দীর্ঘ চার ঘন্টাকালের মধ্যে পীর ছাহেবের মুখে ধর্মীয় মাছয়ালার কোন আলোচনা শুনা গেল না এবং তিনি দর্শকগণের কাহাকেও একটু বসার জন্যও বলিলেন না। বর্ণিত সবই অহঙ্কারীর আলামত।

একজন নামধারী নাকেছ আলেম বাজারে গিয়াছিলেন, কিন্তু চাকরের অভাবে এক চলি পান আনিতে পারিলেন না। আর একজন নাকেছ পীর ছাহেব তাহার খাদেম গায়ের হাজির থাকার (কারণে) আধা ঘন্টাকাল পায়খানার বেগ নিয়া দাঁড়ান অবস্থায় ছিলেন। অবশেষে চাকর আসিলে চাকরকে বলিলেন, তুমি আমার স্বাস্থ্যটা খারাপ করিয়া ফেলিয়াছ। খাদেম বলল, হুজুর ঠেকা বশতঃ বদনাটা নিজ হাতে নিলে কি দোষ হইত ? পীর ছাহেব বলিলেন, বেটা তুমি চার বৎসর যাবৎ আমার সাথে আছ, কোন সময় নিজ হাতে বদনা নিতে দেখিয়াছ কি ? নিজ হাতে বদনা নিয়া পায়খানায় যাওয়া কি আমার পক্ষে সাজে ? **বর্ণিত সবই অহঙ্কারের আলামত।**

এক বাড়ীতে দুইজন মাওলানা ছাহেব বসবাস করিতেন। উভয়ে সহোদর ভাই হন। লোকে বড় ভাইকে বড় মাওলানা ছাহেব, আর ছোট ভাইকে ছোট মাওলানা ছাহেব ডাকিতেন। একদিন ছোট ভাইকে ছোট মাওলানা ছাহেব ডাকায় ভীষণ রাগিয়া যান। তিনি বলিলেন, আমাকে ছোট মাওলানা ডাকিলেন কেন ? সে বলিল, আপনি ছোট ভাই, সেই জন্য ছোট মাওলানা ছাহেব ডাকিয়াছি। মাওলানা ছাহেব বলিলেন, এরূপ আর ডাকিবেন না। আমাকে ডাকিবেন, ছোট বড় মাওলানা ছাহেব। উপরে **বর্ণিত উক্তিগুলি সবই অহংকারের আলামত।**

-ঃ কিবরের এ'লাজ বা চিকিৎসার বর্ণনা ঃ-

৮। প্রশ্ন ঃ- কিব্‌রের এ'লাজ কি ?

উত্তর ঃ- কিবরের এ'লাজ দুই প্রকারের। ১। ইল্‌মী এ'লাজ ২। আমলী এ'লাজ।

-ঃ ইল্‌মী এ'লাজ (জ্ঞানমূলক) চিকিৎসার বিবরণ ঃ-

-ঃ ইল্‌মের কারণে কিবরের ইল্‌মী এ'লাজ ঃ-

যে ব্যক্তির মধ্যে কিব্‌র আসে, তাহার চিন্তা করিয়া দেখা উচিৎ কিব্‌র কোন ছববে আসিয়াছে ? যদি ইল্‌মের ছববে আসিয়া থাকে, তবে তাহার ইল্‌মের হাকিকাত সম্বন্ধে গবেষণা করিতে হইবে। জাহেরী ইল্‌ম শিক্ষা করা হয় জাহেরী অজুদের পবিত্রতা

হাছিলেন জন্য, আর বাতেনী ইল্‌ম শিক্ষা করা হয় বাতেনী অজুদের পবিত্রতা হাছিলের জন্য। এক্ষণে আলেম ছাহেবের চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, তাহার জাহেরী এবং বাতেনী ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ ছিল তাহা আদায় করিয়াছে কি না ? যদি আদায় হইয়া থাকে, তবে দেখিতে হইবে তাহার উভয় ইল্‌মের উপর আমল করা হইতেছে কিনা ? যদি না হইয়া থাকে, তবে তাহার মনে করিতে হইবে তাহার ইলেম হাছিল হওয়ার পরও দোযখে যাইতে হইবে। যেহেতু, যে আলেম ইলেম অনুযায়ী আমল করিতেছে না আল্লাহ তাআলার কাছে তাহাদের কোন পদ মর্যাদা নাই। কাজেই এরূপ ইলেমের গৌরব করিয়া লাভ কি ?

–ঃ ইবাদতের কারণে কিব্‌রের ইল্‌মী এ'লাজ ঃ–

আর যদি যোহদ ও ইবাদত দ্বারা কিব্‌র পয়দা হইয়া থাকে, তবে তাহার ধারণা করিতে হইবে, আমার উপর যে ইল্‌ম ফরজ ছিল, আমি সেই ফরজ আদায় করি নাই, এখন আমি বিনা ইল্‌মে যে সমস্ত ইবাদত করিয়াছি তাহা আল্লাহ্‌র দরবারে গায়রে মকবুল। এক্ষণে গায়রে মকবুল ইবাদত দ্বারা গৌরব করিয়া লাভ কি ?

আর যদি নছবের দ্বারা কিব্‌র পয়দা হইয়া থাকে, তবে তাহার ধারণা করিতে হইবে নছবের হাকিকত কি ? নছবের হাকিকত হইল, সমস্ত মানুষ আদম সন্তান। সমস্ত মানুষ আব, আতস, খাক, বাদ এই চারি চিজ দ্বারা তৈয়ার হইয়াছে। মানুষ আমলের দ্বারা দরজাশীল হয়। যাহার আমল খারাপ, সে পয়গাম্বরজাদা হইলেও লাভ নাই। যেমন-কাবীল, কেনআন পায়গাম্বরজাদা হইয়াও হিসাবান্তে বেহেশ্‌ত ভবনে স্থান পাইবে না বরং দোযখের ভিতরে কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে।

–ঃ সৌন্দর্যের কারণে কিব্‌রের ইল্‌মী এ'লাজ ঃ–

আর যদি হুছন জামালের (সৌন্দর্যের) দ্বারা কিব্‌র পয়দা হইয়া থাকে, তবে গবেষণা করিয়া দেখিতে হইবে যে, হুছন জামালের হাকিকত কি ? হুছন জামালের হাকিকত হইল, ইহা আল্লাহ প্রদত্ত জিনিস। নিজের অর্জিত জিনিস নহে। আল্লাহ্‌ তা'য়ালা হুছন জামাল বা সৌন্দর্য দিয়াছেন শোকরিয়া আদায়ের জন্য, অহঙ্কারের জন্য দেন নাই। আবার হুছন জামালের কদর হয় গুণের সাথে মিশ্রিত হইলে, গুনবিহীন হুছন জামালের কোন কদর নাই। যেমন-জবাফুল দেখিতে সুন্দর হওয়ার পরেও তাহার সুঘ্রাণ না থাকার কারণে জগতে তাহার কদর নাই। এক্ষণে যেই জিনিসের কদর নাই, তাহা দ্বারা গৌরব করিয়া লাভ কি ?

–ঃ মালের ছববে কিব্‌রের ইল্‌মী এ'লাজ (চিকিৎসা) ঃ–

আর যদি মালের ছববে কেবর আসিয়া থাকে, তবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে আল্লাহ্‌ তা'আলা মাল দান করিয়াছেন কি জন্য ? মাল দান করিয়াছেন মানুষের ইহকাল এবং পরকালের শান্তি হাছিল করার জন্য। এক্ষণে মালদার ব্যক্তির গবেষণা করিয়া দেখিতে হইবে, মাল দ্বারা তাহার ইহকাল এবং পরকালের শান্তির যোগাড় হইয়াছে কি না ? যদি না হইয়া থাকে, তবে মালের ছববে তাহার কোন পদ মর্যাদা বা **মাল দানের উদ্দেশ্য হাছিল হয় নাই,** বরং মালের ছববে দরজা নিম্নস্তরে পৌঁছিয়াছে, অর্থাৎ দোজখের যোগাড় হইয়াছে। এক্ষণে যে জিনিসের ছববে দোজখের যোগাড় হইয়াছে এরূপ জিনিস দ্বারা অহঙ্কারী করিয়া লাভ কি ?

–ঃ কুয়ত বা শক্তির কারণে (ছববে) কিব্‌রের ইল্‌মী এ'লাজ ঃ–

আর যদি কুয়তের দ্বারা কিব্‌র আসিয়া থাকে, তবে কুয়তের হাকীকতের গবেষণা করিতে হইবে। কুয়তের হাকীকত হইল, আল্লাহ তা'আলা কুয়ত বা শক্তি দিয়াছেন ইবাদাত করার জন্য, মাখলুকাতের উপর জুলুম করার জন্য দেন নাই। এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, তাহার কুয়ত পরিমাণ ইবাদত করা হইয়াছে কি না ? যদি না হইয়া থাকে, তবে তাহার এই কুয়তের নাশোকরী করার জন্য দোজখ ভোগ করিতে

হইবে। এক্ষণে যে জিনিসের কারণে দোজখে পতিত হইতে হইবে, তাহা দ্বারা অহঙ্কার করা উচিৎ নহে।

- ঃ জনবলের কারণে অহঙ্কার পয়দা হইলে উহার ইল্‌মী এ'লাজ ঃ -

আর যদি জনতার ছবরে কিব্‌র পয়দা হইয়া থাকে, তবে গবেষণা করিয়া দেখিতে হইবে যে, জনতার হাকীকত কি ? সে সম্বন্ধে গবেষণা করিতে হইবে।

যথা- পীর ছাহেবদের ধারণা করিতে হইবে, আমি লাখী পীর অর্থাৎ লাখ লাখ লোক আমার কাছে মুরীদ হইয়াছে, ক্বলবের এছলাহের জন্য। এক্ষণে লাখ লাখ লোকের এছলাহ্‌ হইয়াছে কি না ? যদি না হইয়া থাকে, তবে যাহাদের ক্বলবের এছলাহ হয় নাই, তাহা কাহার দোষে হয় নাই ? মুরীদের নিজস্ব দোষের কারণে ? না কি আমার দোষের কারণে ? যদি আমার দোষের কারণে এছলাহ না হইয়া থাকে, তবে একজন মুরীদের জন্যও হিসাবান্তে দোজখে যাইতে হইবে। এক্ষণে মুরীদানের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় আমার দরজা উচ্চ হয় নাই, বরং নীচের দিকে চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে যাহাদের কারণে আমার দরজা নীচের দিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের দ্বারা অহঙ্কার করা উচিৎ নহে।

আর কোন রাজা বা বাদশাহের যদি জনতার কারণে অহঙ্কারী ভাব আসে, তবে তাহার ধারণা করিতে হইবে যে, আমার অধীনস্থের প্রতি আমার যে দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল তাহা প্রতিপালন করা হইয়াছে কিনা ? যদি কাহারও ক্ষেত্রে না হইয়া থাকে, তবে **সেজন্য আল্লাহ্‌র কাছে দায়ী হইতে হইবে।** এক্ষণে অধীনস্থ জনতার কারণে দায়িত্ব বাড়িয়াছে। কিন্তু ইহাতে অহঙ্কারের কিছুই নাই। বরং আল্লাহ্‌র নিকট (ত্রুটি হইলে) কি জবাব দিব, সেই চিন্তা অন্তরে আনয়ন করিতে হইবে।

মোতাকাব্বের লোকেরা উপরোল্লিখিত ভাবে গবেষণা করিতে থাকিলে অহঙ্কারের মাত্রা কমিতে থাকিবে। উপরোল্লিখিত যে এ'লাজের বর্ণনা করা হইল, উহা ইল্‌মী এ'লাজ।

কিব্‌রের আমলী এ'লাজের (কাজের দ্বারা চিকিৎসা) বিবরণ

আমলী এ'লাজ বহু প্রকার আছে। এখানে মাত্র কয়েক প্রকার লিখা হইল ঃ-

◈ যে বিষয়ের কিব্‌র আসে, সেই বিষয়ের বড় শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, যেমন- হযরত মুছা (আঃ) হযরত খিজীর (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

◈ বক্তৃতা সম্বন্ধে কিব্‌র আসিলে তাহা অপেক্ষা বড় বক্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

◈ পীরত্ব সম্বন্ধে কিব্‌র আসিলে তাহা অপেক্ষা বড় পীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

◈ ইলেম সম্বন্ধে কিব্‌র আসিলে তাহা অপেক্ষা বড় আলেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

◈ যাহাদের সাথে কিব্‌র ভাব আসে তাহাদের সাথে নম্রতা অবলম্বন করা।

◈ কিব্‌র আল্লাহ্‌ তা'আলার খাছ ছিফাত ধারণা করা।

◈ তাছাওউফের অভিজ্ঞ আলেম বা নায়েবে রাছুলের থেকে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা।

❖ যে সমস্ত (জরুরী বা জায়েয) কাজ করিতে লজ্জা বোধ হয়, সেই সমস্ত কাজ নিজ হাতে সমাধা করা যেমন- পীর ও আলেম ছাহেবদের মাঝে মাঝে ❖ গরু ছাগলকে ঘাস পানি দেওয়া ও গোছল করানো এবং দুগ্ধ দোহন করা ❖ ঘরে ঝাড় দেওয়া ❖ কাপড় নিজ হাতে ধৌত করা ❖ নিজের গায়ে নিজে পাখা করা। ❖ বিবিদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে ঘরের কাজে শরীক হওয়া ❖ মেহমান মুছাফিরদিগকেও মাঝে মধ্যে নিজ হাতে মেহমানদারী করা, হাট-বাজার হইতেও মাঝে মধ্যে নিজ হাতে সদায় আনা। ❖ বিবিদের থেকে সর্বদা খেদমত না নিয়া তাহাদিগকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম দেওয়া। এইরূপ কিছুদিন রিয়াজত করিতে থাকিলে অহঙ্কারের মাত্রা আল্লাহর ফজলে নিস্তেজ হইতে থাকিবে।

প্রত্যেক ব্যক্তির জানিয়া রাখা উচিৎ, উপরোল্লিখিত এ'লাজ ব্যবহার করা কামেল পীর বা নায়েবে রাছুলের ছোহবত ছাড়া সুকঠিন। কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তির মোর্শেদে কামেল বা নায়েবে রাছূলের ছোহবত এখতিয়ার (অবলম্বন) করা উচিৎ। ✪[১]।

– ঃ বিশেষ উপকারী ব্যাখ্যা ঃ –

✪[১]। **তাফ্ছীরে রুহুল বয়ান ৩য় খন্ডের** ৫৩২ পৃষ্ঠায় কামেল পীর বা মোর্শেদ গ্রহণ বিষয় বিস্তারিত লিখা আছে। (সংক্ষেপে মূল কথা) ''কামেল মোর্শেদ তোমার কল্যাণের বিষয় সমূহ তোমার নিজের চেয়ে অনেক গুণে বেশী চিনেন। কাজেই তুমি কামেল মোর্শেদের পূর্ণ অনুসারী ও ভক্ত হও এবং জানে মালে তাঁহার পূর্ণ খেদমত কর। তুমি কামেল হাদী বা কামেল পীরের দরবারে মুর্দারের মত হইয়া থাক। তাহা হইলে তুমি মহা সৌভাগ্যের অমর জীবন লাভ করিতে পারিবে।'' অর্থাৎ কামেল পীরের প্রতি সন্দেহ ও তর্ক-বিতর্ক না করিয়া তাহার প্রদত্ত কিতাবী তা'লীম,নির্দেশ ও ধর্মীয় ব্যবস্থা আন্তরিক বিশ্বাস ও মহব্বতের সহিত গ্রহণ কর। শারীরিক রোগী যেইভাবে অভিজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থা পত্র মোতাবেক ঔষধ পথ্য ইত্যাদি গ্রহণ করে, তুমি তদ্রূপ কামেল হাদী-মোর্শেদের নির্দেশ মোতাবেক জীবন পরিচালনা কর। [প্রকাশক]

–ঃ অহংকার সম্পর্কীয় এক জটিল প্রশ্ন ও উহার সমাধান ঃ–

প্রশ্নঃ– নিজের মরতবা অপরের চেয়ে বড় ধারণা করাই যদি কেব্র হয়, তবে কাফের, ফাছেক, বদকার লোকদিগকে কি প্রকারে নিজের চেয়ে মরতবায় বড় স্থির করা যাইবে ?

উত্তর ঃ– কাফেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে মনে করিতে হইবে, এই ব্যক্তির দরজা আমার চেয়ে বড় হইতে পারে, যেহেতু এই ব্যক্তি মোছলমান হওয়ার পর কোন পাপে লিপ্ত না হইয়া মরিয়া যাইতে পারে। আর আমি মোছলমান হওয়ার পরও পাপ কাজে লিপ্ত আছি। আবার আমি এখন মোছলমান আছি, মরিবার সময় কি হালতে মরিব তাহার খবর আমার নাই। সুতরাং এই ব্যক্তির চেয়ে আমার মরতবা বেশী তাহার নিশ্চয়তা নাই।

আর আলেম ব্যক্তির মূর্খ লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে ধারণা করিতে হইবে, আমি আলেম, আর এই ব্যক্তি মূর্খ, দু'জনই গুণাহের কাজে লিপ্ত আছি; তবে এই ব্যক্তি গুণাহের কাজ করে জাহেল অবস্থায়, আর আমি গুণাহের কাজে লিপ্ত আছি আলেম হইয়া, এই হিসাবে আমার দরজা এই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম নয়।

আর জাহেল ব্যক্তির ধারণা করিতে হইবে, এই ব্যক্তি আলেম আর আমি জাহেল মানুষ। এই ব্যক্তি ইবাদত করিতেছে মাছয়ালা জানিয়া, আর আমি ইবাদত করিতেছি মাছয়ালা না জানিয়া, কাজেই আমার দরজা আলেম অপেক্ষা অতি নীচে।

আর যদি বেশী বয়সী লোক অল্প বয়সী লোকের সঙ্গে দেখা করে, তবে ধারণা করিতে হইবে আমার বয়স বেশী, আর এই ব্যক্তির বয়স কম, আমি গুণাহ যতদিন ধরিয়া করিতেছি, এই ব্যক্তি ততদিন ধরিয়া গুণাহ করে নাই, কাজেই এই হিসাবে আমার দরজা এই ব্যক্তি অপেক্ষা কম।

আর অল্প বয়সী লোক বেশী বয়সী লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিলে ধারণা করিতে হইবে এই ব্যক্তি বয়সে বেশী। এই ব্যক্তি ইবাদত যতদিন ধরিয়া করিতেছে, আমি ততদিন ধরিয়া ইবাদত করিতেছিনা, কাজেই আমার দরজা এই ব্যক্তির চেয়ে কম।

উপরোল্লিখিত ধারণা ছাড়া নিজকে ছোট ধারণা করা যায় না। যাহারা বর্ণিত ধারণা ছাড়া শুধু জিহ্বায় বলিয়া থাকে আমি নগণ্য, জঘণ্য গুণাহ্গার, অধম ইত্যাদি ইহা একমাত্র মুনাফেকী। যেমন-একজন বক্তা বা একজন পীর ছাহেব ওয়াজ করিতে দাঁড়াইয়া বলিয়া ফেলিল আমি জাহেল মানুষ, গুনাহ্গার মানুষ, আমি অনুপযুক্ত, এক্ষণে একজন শ্রোতায় যদি বলে হুজুর আপনি যখন জাহেল মানুষ, তবে আপনি বসিয়া পড়েন। একজন আলেম খাড়া করিয়া দেন, আমরা জাহেল মানুষের ওয়াজ শুনিতে রাজি না। তবেই দেখা

যাইবে বর্ণিত বক্তা বা পীর সাহেবের চক্ষে রক্ত আসে কি না ? ভক্তদের ও মুরীদানের দাপটে খাড়া থাকা যায় কি না ? বক্তা বা পীর সাহেবের কথাগুলির মধ্যে বাহ্যিক ভাবে নম্রতা থাকিলেও হাকীকতে রহিয়াছে বড় রকমের অহঙ্কারী।

-ঃ উপকারী ব্যাখ্যা ঃ- [প্রকাশক]

[**প্রকাশ থাকে যে,** আলেম, পীর ও বক্তারা দুই ভাগ- কামেল ও নাকেছ। যাহারা নাকেছ তাহারাই মূলতঃ উক্ত ধোকাজালে আবদ্ধ। আর যাহারা খাঁটি বা কামেল তাহারা মূলতঃ উহার থেকে মুক্ত বরং দোষ ও ধোকাবাজী দূরীভূত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টায় লিপ্ত থাকেন।]

-ঃ ওজ্‌বের বিবরণ ঃ-

ওজ্‌বের তা'রীফ

১। প্রশ্ন ঃ- ওজ্‌ব কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- নিজের গুন দেখা এবং ইহা চিন্তা না করা যে এই গুণতো আমার নিজস্ব নয়, আল্লাহ্‌ তায়ালার দান। তিনি ইচ্ছা করিলে এখনই ছিনাইয়া নিতে পারেন। ইহাকে ওজ্‌ব বলে।

ওজ্‌বের ছবব

২। প্রশ্ন ঃ- ওজ্‌বের ছবব কি ?

উত্তর ঃ- তাছাওউফের ইল্‌মে মূর্খ থাকা।

ওজ্‌বের আলামত

৩। প্রশ্ন ঃ- ওজ্‌বের আলামত কি ?

উত্তর ঃ- ইবাদতে বড়াই করা। যথা- একজন নাকেছ পীর ছাহেব সভার ভিতরে শ্রোতাদের সামনে পাগড়ী ফেলিয়া বলিলেন, যাহারা আমার সাথে বেহেশ্‌ত ভবনে যাইতে চাহেন, তাহারা আমার হাতে বায়আত হন। শ্রোতারা বায়আত হওয়ার জন্য পাগড়ীর কিনারা ধরিলেন, পীর ছাহেব বায়আত করার পর হাত উঠাইয়া মোনাজাতে বলিতে লাগিলেন, হে আল্লাহ্‌! তোমার বান্দারা তোমার অলির সাথে বেহেশ্‌তে যাওয়ার আশায় বায়আত হইয়াছে, তুমি তোমার অলির ওছিলায় তাহাদিগকে মাফ করিয়া দাও। আর তোমার অলির সাথে ফেরদাউছ নামক বেহেশ্‌তে স্থান দান কর। **বর্ণিত প্রতিটি কথা ওজ্‌বের আলামত।**

সমাজের পীর, আলেমদের ভিতরেই যদি অহঙ্কার ওজ্‌বের মাত্রা এত বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তবে সর্বসাধারণ মোছলমানদের মধ্যে কেব্‌র, ওজ্‌বের মাত্রা কি পরিমাণ আছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন।

ওজ্‌বের এ'লাজ

৪। প্রশ্ন ঃ- ওজ্‌বের এ'লাজ কি ?

উত্তর ঃ- নিজের গুনকে নিজস্ব মনে করিবে না আল্লাহর দান মনে করিবে। সদাসর্বদা ভয়ে ব্যস্ত থাকিবে যে আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন তখনই ছিনাইয়া লইয়া যাইতে পারেন। নিজের উপর বদগুমান রাখিবে এবং তাছাওউফের ইল্‌ম ভাল করে শিক্ষা করিবে।

যে সমস্ত ত্বরীকাত পন্থীরা শুধু নফল জিকির আজকারে রত আছে, ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা করিতেছেন না, তাহাদের মধ্যে যে কিরূপ ওজ্‌ব পয়দা হয়, তাহার পরিমাণ নাই। তাহাদের কতকের ধারণা তাহারা ইবাদত না করিলে দেশের লোক ছারখার হইয়া যাইত। একজন জাহেল ছুফী মোনাজাতে বলিয়াছে, হে আল্লাহ এদেশে রোজা-নামাজ নাই, তবে

আমি সুলতানুল আজকারে আছি। আমার অছিলায় এদেশের উপর রহমত নাজিল কর। যদি তুমি বালা নাজেল কর তবে তোমার খাছ অলি আমিও বালায় পতিত হইব।

একজন নাকেছ পীর ছাহেব ওয়াজে দাঁড়াইয়া বলেন, বাবারা আপনারা আমাকে চিনতে পারিলেন না, আমি কোন্ দরজার অলি। আমার বহু মুরীদের কাশ্ফ হয়। একদিন আমার একজন মুরীদ আসিয়া বলিল, হুজুর আপনি কি দিয়া ভাত খাইয়াছেন, আমি বলিয়া দিব ? আমি বলিলাম, তুমি তোমার কাশফ সমাজের কাছে প্রকাশ করিওনা, তুমি বড় দরজার অলি হইয়াছ। এখন বুঝিতে পারেন, আমি কোন্ দরজার অলি ? আমি কাশফে জানিতে পারিয়াছি, যে আমার হাতে মুরীদ হইবে সে আমার সাথে ফেরদাউছ নামক বেহেশ্তে স্থান পাইবে। এই পীর ছাহেবের ইল্মে তাছাওউফ হাছিল থাকিলে ওজব রিপুতে তাহাকে এত কাহিল করিয়া ফেলিতে পারিত না। **বর্তমানে এই শ্রেণীর পীরের সংখ্যা নেহায়েত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই শ্রেণীর পীরের কাছে অজ্ঞ সমাজ মুরীদ হইয়া থাকে।**